রীণাকে

এক

বাবা আর মার চিঠি এসেছে। খবর পেয়েই পিটার আর জুডি ছুটে এল।

কি লিখেছেন মা আর বাবা? বল না দিদিমা? জুডি দুহাতে দিদিমার গলা জড়িয়ে ধরল।

দিদিমা হেসে বললেন, ওরে পাগলী মেয়ে, আমাকেই এতবড় চিঠিটা লেখেনি। তোদের কাছেও লিখেছে।

দিদিমার কাছ থেকে ছোঁ মেরে চিঠিখানা কেড়ে নিয়ে জুডি পড়তে শুরু করল। পিটার বয়সে জুডির থেকে বছর দুয়েকের বড়। অমন ছেলেমানষি করা তার ভালো লাগে না। সে হবে বাবার মতো মস্ত ইঞ্জিনিয়ার। সে এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়েছিল, এবার গম্ভীর স্বরে বলল, দাও, এবার চিঠিখানা, আমাকে দাও।

জুডি চিঠিটা ফিরিয়ে দিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, দিদা আমরা তাহলে রাশিয়া যাচ্ছি।

পিটার গম্ভীর ভাবে চিঠি থেকে মুখ না তুলে বলল, এখন আর কেউ রাশিয়া বলে না, বলে সোভিয়েট ইউনিয়ন।

আচ্ছা, তাইগো তাই। তোমাকে আর মুরুব্বীয়ানা করতে হবে না। জুডি ঠোঁট বেঁকাল।

কেন করব না! তুই তো কিছু জানিস না। বলতো রাশিয়া জায়গাটা কত বড় ?

ইস্ তা আর জানিনা! আমাদের নিউইয়র্ক আর এই লণ্ডনের চাইতে ঢের ঢের বড়। তাই না দিদিমা ?

পিটার হো হো করে হেসে উঠলো।

দেখ তো দিদা, পিটারটা কেমন আমার পিছনে লেগেছে। ভালো হবে না কিন্তু....।

দিদিমা হেসে বললে, এই পিটার, ওকে ক্ষেপাচ্ছিস কেন ? তবে হাঁ, ভালো কথা, যাওয়ার জন্যে চিঠি তো এসেছে, কিন্তু তোরা একা যেতে পারবি তো ? তোর মা তো তাই লিখেছে। কিরে পিটার ?

বাবা তো একা যেতেই লিখেছেন, পিটার বলল। এই দেখ না কি লিখেছেন, তোমরা একা আসতে পারবে তো ? তোমাদের মা কিন্তু বড় ভয় পাচ্ছেন। আমি তাঁকে বলে দিয়েছি, ভয় আবার কিসের ? দিদিমা জাহাজে তুলে দেবেন, সোজা এখানে লেনিনগ্রাদে এসে নামবে। সোভিয়েট ইউনিয়ন বড় মজার জায়গা। সবে ওরা জারকে তাড়িয়ে দিয়ে সব নতুন করে গড়ে তুলছে। কেউ বিশেষ কিছু জানে না, কিন্তু শেখবার কি আগ্রহ। এগিয়ে চলেছে, মনে আছে সাহস। তাড়াতাড়ি চলে এস পিটার, অনেক কিছু শেখবার আছে ওদের কাছ থেকে। আমার ওপর রেলপথ তৈরীর ভার পড়েছে। এখন রাশিয়ার সব চাইতে এইটেই বেশি দরকারী। চলে এস, দেরি কোর না।

তোর বাবার তো খুব তাড়া! দিদিমা হাসলেন, তাহলে কাল বাদে পরশু এস্ এস্ স্মোলনিতে তোদের রওনা করে দিই, কি বলিস পিটার?

হাঁ, দিদা, তাই-ই কর। জুডি বলে উঠলো, উঃ কতদিন বাবা মাকে দেখিনি।

পরশুই রওনা হওয়া ঠিক হলো। এর মধ্যে ওরা বন্ধু বান্ধবের সঙ্গে দেখা করলো, জিনিষ পত্র গোছালো, টুকিটাকি দু-একটা জিনিষ কিনলো। দিদিমা টিকিট কিনে নিয়ে এলেন, পরশু নটায় হের জাহাজঘাটা থেকে লেলিনগ্রাদের জাহাজ ছাড়বে। কি নাম যেন জাহাজটার? এস্ এস্ স্মোলনি।

দুটো দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। মোটঘাট বাঁধা-ছাঁদা সারা, টিকিটও কেনা আছে। ঠিক রাত আটটার সময় খাওয়া দাওয়া সেরে একটা ট্যাক্সি ডেকে দিদিমা ওদের নিয়ে রওনা হলেন। কনকনে শীতের রাত, এরই মধ্যে রাস্তা ফাঁকা হয়ে গেছে। ওদের ট্যাক্সিটা আধঘন্টার মধ্যেই জাহাজঘাটায় পৌঁছে গেল। ডকের পাশে এস্ এস্ স্মোলনি দাঁড়িয়ে আছে। ওমা এযে একফোট্টা একটু জাহাজ! জুডি ট্যাক্সি থেকে নেমেই বলে উঠলো।

একফোঁটা হলে কি হবে, কি চমৎকার দেখতে! পিটার বলল।

সত্যিই চমৎকার! দিদিমা পিটারের কথায় সায় দিলেন।

পিটার আর জুডি জাহাজখানা দেখতে লাগলো। ছোট সাদা জাহাজ, বকের পালকের মতো সাদ মাস্তুলের উপর

একটা লাল নিশান উড়ছে, তার উপর সোনার জলে কাস্তে হাতুড়ী আর তারা আঁকা।

জাহাজে ওঠবার জন্যে সরু সরু তক্তা ফেলে দেওয়া হয়েছে। তুদিকে মোটা দড়ির রেলিঙ, নীচে টলটল করছে জল। জুডি পা টিপে টিপে রেলিঙ ধরে জাহাজে উঠে এল। পিটার কিন্তু একবার রেলিঙ ছুঁলোনা। গটমট করে সে জাহাজে এসে উঠলো। পিছনে এলেন দিদিমা।

সুমুখেই একটা মস্ত টেবিলের পাশে চেয়ার নিয়ে একজন লোক বসে আছে। জুডি আর পিটারের দিকে হাত বাড়িয়ে সে বলল, পাসপোর্ট। পিটার আর জুডি ওভারকোটের পকেট থেকে পাসপোর্ট বার করে দেখাল। একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে সে পাসপোর্ট তুখানা ফিরিয়ে দিল। এবার হাজির হোলো হাসি খুশি একটি মেয়ে। বয়েস আর এমন কি হবে? কুড়ি বাইশ। দিদিমা তাকে বললেন, আমাদের চৌদ্দ আর ষোলো নম্বর কামরায় নিয়ে চল।

মেয়েটি স্যুটকেশের লেবেলগুলোর উপর চোখ বুলিয়ে নিল। তারপর তুহাতে তুটো স্যুটকেশ নিয়ে চলতে সুরু করল। ওরা রইল পেছনে। তুধারে ঝকঝকে কামরার সার। মাঝখানে ফালিপথ। কিছুদূর এসে মেয়েটি স্যুটকেশ তুটি নামিয়ে রেখে পাশাপাশি তুটি কামরার দরজা খুলে দিল। তুটো কামরাই একরকম দেখতে। প্রতিটাতে চারটে করে বার্থ। মেয়েটি তুটি কামরার উপরের তুটি বার্থ দেখিয়ে দিল। জুডি আর পিটার এই তুটিতেই থাকবে।

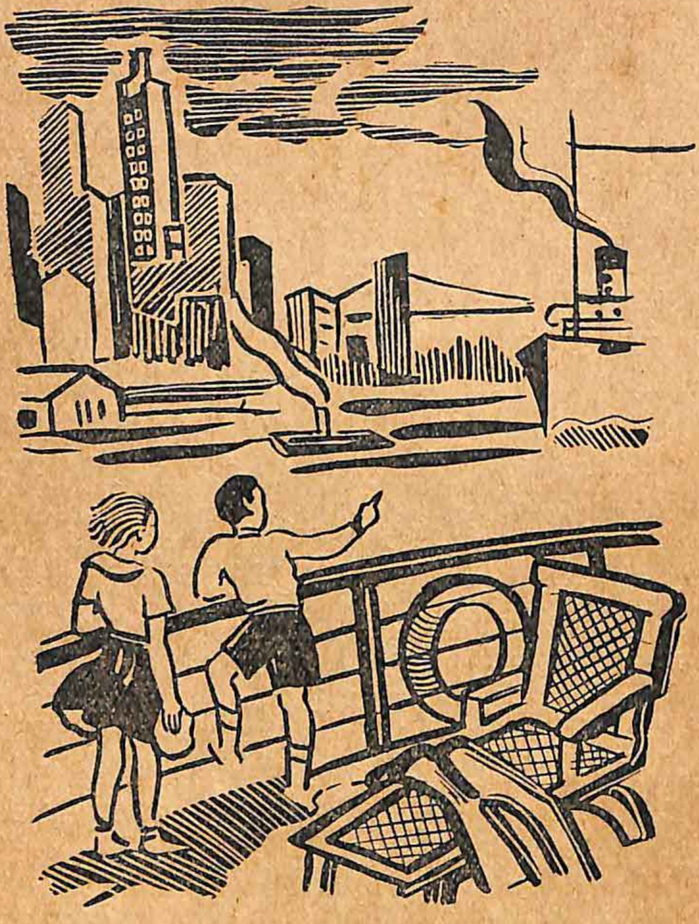
দিদিমা মনিব্যাগ থেকে টাকা বার করে মেয়েটিকে বকশিস্ দিতে গেলেন, মেয়েটি হেসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজিতে বলল, নো, তিপ্! (বকশিস নেবনা)

তারপর চলে গেল।

ভারি আশ্চর্য্য তো! দিদিমা অবাক হয়ে গেলেন। জুডি আর পিটারও তাই। ওরা দেখেছে, বকশিস না দিলে মার্কিণ জাহাজের লোকগুলোর মুখ কেমন গোমরা হয়ে যায়। আর এ মেয়েটা কিনা বকশিস নিতে চাইল না!

এবার জুডি আর পিটার নিজেদের কামরায় ঢুকে পড়ল। এসে দেখল মেয়েটি তাদের স্যুটকেশ গুছিয়ে রেখে গেছে। প্রতি কেবিনেই একটা করে মুখ ধোবার বেসিন, দুটো কল, একটা টিপলে গরম জল, আর একটা টিপলে ঠাণ্ডা জল বেরোয়। কেবিনের গায়ে ছোট ছোট খুপরি কাটা—বাইরে আকাশ আর সমুদ্র ওর ভিতর দিয়ে দেখা যায়। ওকে পোর্ট-হোল বলে। প্রতি পোর্টহোলের কাছেই একটা করে চেয়ার আর টেবিল, আর ইলেট্রিক হিটারের মতো কি যেন একটা জিনিষ। পিটার বড় হয়ে ইঞ্জিনিয়ার হবে, সে হিটারটার কলকব্জা পরীক্ষা করতে লাগলো। হঠাৎ একটা সুইচ টিপতেই চমৎকার গান ঝরে পড়ল।

ছ্যাখ্ ছ্যাখ্ জুডি, একটা করে রেডিও সেটও আছে! পিটার রেডিওটা বন্ধ করে দিয়ে বেরিয়ে এল কামরা থেকে। জুডিও বেরিয়ে এসেছে। এবার ওরা চলল ডেকের উপর। দিদিমা এখুনি চলে যাবেন।



তোরা সাবধানে যাস, গিয়েই চিঠি দিবি। দিদিমা জুডি আর পিটারের গালে চুমু খেয়ে সরু তক্তা বেয়ে জাহাজ থেকে নেমে গেলেন। ট্যাক্সিতে চড়ে আর একবার রুমাল দোলালেন। জুডি আর পিটার রুমাল দুলিয়ে বিদায় নিল। দেখতে দেখতে ট্যাক্সি মিলিয়ে গেল।

ওরা জাহাজের রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে রইল। ওদের পাশে নাবিকের নীল বেরেটটুপি আর নীল পোষাক পরা একজন লোক আর একজনকে রুশ ভাষায় কি যেন বলছে। ওই টুপি-পরা লোকটা বোধ হয় জাহাজের মাতব্বর কেউ হবে, আর অন্য লোকটা খালাসী। কিন্তু লোকটা একবারও একটা সেলাম ঠুকল না, কি আশ্চর্য !

একটি মেয়ে এসে এবার ওদের কাছে দাঁড়াল। জুড়িরই বয়েসী হবে। সে নীল টুপি-পরা লোকটির হাতে হাত নিয়ে ঝাঁকুনি দিয়ে তড়বড় করে রুশ ভাষায় কি যেন বলে গেল। পিটার আর জুডি অবাক হয়ে চেয়ে রইল। আহা, ওর মতো ওরাও যদি রুশ ভাষায় অমনি করে কথা কইতে পারত !

দিব্যি মেয়েটি ! ও রুশ না হলে কিন্তু বেশ হয়। জুডি ফিস ফিস করে বলল, তবু একজন খেলার সাথা পাওয়া যায়। ওতো আমাদেরই বয়েসী।

তোর বয়েসী হতে পারে। আমি তো তোর চাইতে তু'বছরের বড়।

আহা, ভারী তো বড়! কেমন মজা! অতো কথা ওরা বলছে, অথচ একটা কথাও আমরা বুঝতে পারছি না।

রুশ ভাষাটাই অমনি—পিটার মুরুব্বীয়ানার সুরে বলল, একটা কথাও আমাদের সঙ্গে মেলে না।

টেমস নদীর এখানে ওখানে আলো ছড়িয়ে পড়েছে, ছোট ছোট ঢেউ উঠছে। পাড়ের বাড়াগুলো নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। উপরে তারা-ভরা আকাশ। পিটার আকাশের দিকে

তাকাল। কত তারা সে চেনে! ঐ যে ছায়াপথ পড়ে আছে, রেণু রেণু আলো ছড়িয়ে আছে। ঐ কাল পুরুষ—ঐ···

পিটার শোন! জুডি ডাকল।

কি বলছিস?

কটা বাজল ভাই? জাহাজ ছাড়তে এত দেরী হচ্ছে কেন? নটায় না ছাড়বার কথা?

তাইতো! এখন তো সাড়ে দশটা হবে।

জুডি এবার পাশের লোকটিকে জিজ্ঞেস করল, আপনি কি ইংরেজী জানেন?

একটু-আধটু। পাশের লোকটি হেসে বলল।

নটায় না জাহাজ ছাড়বার কথা ছিল?

এখন তো সবে এগারটা!

পিটার আর জুডি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল।

এই তো এখুনি ছাড়বে। আর দেরী হবে না।

সত্যিই জাহাজ ছাড়বার আর দেরী নেই। খালাসীরা সিঁড়ির তক্তা তুলছে। তক্তা তোলা প্রায় সারা—এমন সময় মোটাসোটা এক ভদ্র মহিলা এসে হাজির হলেন। আবার তক্তা পাতা হোলো। তিনি উঠতে আবার সিঁড়ি তোলা হোলো।

মাঝে মাঝে হুইসল বাজছে, কিন্তু জাহাজ এখনো নড়ছে না। যারা তুলে দিতে এসেছে, তারা এখনো গল্পে মসগুল। ওদিকে ডেকের উপর কতগুলো লোক আসর জমিয়ে বসে আছে। গান আর বাজনা চলছে। জাহাজ কখন ছাড়বে সেদিকে কারো খেয়াল নেই। জুডি আর পিটার ভাবলো,

জাহাজে একজন আমেরিকান থাকলে কিন্তু এখনই হৈ চৈ লেগে যেত। নটায় বলে এগারোটায় জাহাজ ছাড়বে—এ আমেরিকায় কখনও সম্ভব নয়।

সেই ছোট্ট মেয়েটা কখন যে ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে ওরা দেখতে পায়নি। হঠাৎ নজর পড়তেই ওরা দেখল, মেয়েটি রুমাল দুলিয়ে বলছে ঃ ডা সীভডানিয়া পাড়ে যারা দাঁড়িয়েছিল, তারাও চেঁচিয়ে উঠল ঃ ডা সীভডানিয়া!

জাহাজ এবার সত্যিই চলতে শুরু করেছে। পাড় দূরে সরে যাচ্ছে, সরে যাচ্ছে বড় বড় বাড়ীর সার। মেয়েটি রুমাল দুলিয়ে তখনো বলছে ঃ ডা সীভ্ডানিয়া। বিদায়! বিদায়!

পিটার আর জুডি ওর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, তুমি কি ইংরেজ? মেয়েটি ওদের দিকে না তাকিয়েই বলল, হাঁ, ইংরেজ বই কি! ল্যাঙ্কাশায়ারে আমার বাড়ী।

রুশ ভাষা শিখলে কোথায়? পিটার জিজ্ঞেস করল।

আচ্ছা, এত দেরী করে জাহাজ ছাড়ল কেন? জুডি বলল।

আগে তুমি কখনো রুশিয়ায় গেছ?

রুশ ভাষা শেখা কি সহজ?

থামো না বাপু এক মিনিট! মেয়েটি পাড়ের দিকে চেয়ে চেঁচিয়ে বলল, বিদায়! বিদায়! তখনো তার হাতের রুমাল দুলছে।

জুডি রাগ করে ওর পাশ থেকে সরে গেল।

পিটার বলে উঠলো, মেয়েটা ভারী দেমাকী!

রুশ ভাষা জানে কি না!

জানুক না, আমাদের বয়ে গেছে।

পিটার আর জুডি এবার খানিকটা এগিয়ে গেল। চার-দিকে আলো জ্বলছে। পাড়ে আলো, নৌকায় আলো। কাছেই একটা মস্ত বড় ব্রীজ।

এইটেই লণ্ডন ব্রীজ বোধ হয়। পিটার হাত দিয়ে দেখিয়ে দিল।

না, ওটা লণ্ডন ব্রীজ মোটেই নয়। ওটা টাওয়ার ব্রীজ। পিটার আর জুডি তাকিয়ে দেখল, মেয়েটি ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমার নাম সুসান। তোমাদের কি নাম ভাই।

পিটার আর জুডি।

ঐ নীল পোষাক পরা লোকটার সঙ্গে রুশ ভাষায় কথা কইতে দেখে আমরা ভেবেছিলাম তুমি বুঝি রুশই হবে। পিটার বলল।

তা একরকম রুশ বই কি। রাশিয়ায়ই তো থাকি। সুসান হাসল। ও লোকটা কে জানতো? এই জাহাজের ক্যাপ্টেন।

ক্যাপ্টেন! পিটার অবাক হয়ে গেল। সাজ-পোষাক তো তেমন নয়।

সুসান আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। ক্যাপ্টেন দাঁড়িয়ে আছেন। তেমনি নীল পোষাক আর টুপি পরনে।

সত্যি উনিই জাহাজের ক্যাপ্টেন! আমি ভাবতেই পারিনি! পিটার বলে উঠল।

দুই

জুডির ঘুম একটু দেরিতেই ভাঙলো। সে উঠে বসে নীচের বাথটায় একবার উঁকি মেরে দেখল! একজন ভদ্রমহিলা বসে আছেন। ইংরেজই হবেন। ভদ্রমহিলা ওকে দেখতে পেয়ে হেসে বললেন, সুপ্রভাত! ভালো ঘুম হয়েছে তো?

সুপ্রভাত! হাঁ, খুব ঘুমিয়েছি! জুডি উত্তর দিল।

তাড়াতাড়ি পোষাক পরে জুডি এসে দাঁড়াল ডেকে। রোদ এসে পড়েছে ডেকে। পিটার রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে। জুডি পিটারের পাশে এসে দাঁড়াল।

দেখতে পাচ্ছিস? পিটার ওকে জিজ্ঞাসা করল।

কি?

ও ই যে ঐ মেয়েটী। ও জাহাজের নাবিক।

জুডি তাকাল। কালো প্যান্ট, কালো গেঞ্জিপরা একটি মেয়ে কাজ কর্ছে। নীল টুপির ভিতর দিয়ে সোনালী চুল দেখা যাচ্ছে। জুডি অবাক হয়ে গেল।

কেন, পুরুষরা যে কাজ পারে; মেয়েরা বুঝি পারে না?

সত্যি ভারী অদ্ভূত! পিটার বলে উঠল। খিদে পেয়েছে, চল্ কিছু খেয়ে আসি।

খাবার ঘরে ওরা গিয়ে হাজির হলো। পরিচারক ছুটে এসে ওদের একটা মস্ত টেবিলের কাছে বসিয়ে দিল।

টেবিলের উপর সাদা ধবধবে ঢাকনা, সূর্য্যের আলো এসে ঠিকরে পড়ছে।

কি খাবার আসবে বল তো পিটার? সব নতুন, একেবারে নতুন, নাম-না জানা খাবার।

পরিচারক ডিসভর্ত্তি আঙ্গুর আর ওমলেট নিয়ে এল, জুডি মুষড়ে গেল। ওমা এখানেও সেই এক খাবার! তারপরে এল পনীর, স্যামন্ মাছ, রুটি আর গেলাস ভর্ত্তি চা।

উঁহু, ওমলেট খাব না! জুডি তার প্লেটে পনীর আর স্যামন মাছ তুলে নিল।

বাবাঃ সকালবেলা এত খাবার কে খাবে! পিটার ওমলেট তুলে মুখে পুরতে পুরতে বলল।

মা যা লিখেছেন, এদের সবই উল্টো! জুডি হাসল, দেখ না, সকালবেলা, রাতের খাবার এনে হাজির করেছে!

আচ্ছা রাতে যদি সকালের খাবার এসে হাজির হয়, তখন কি হবে? তার চাইতে এখুনি পেটপুরে খেয়ে নে!

খাবার খেয়ে ওরা আবার ডেকে ফিরে এল। এরই ভিতরে দড়ি দিয়ে খানিকটা জায়গা ঘিরে ডেকে টেনিস খেলবার কোর্ট তৈরী হয়েছে। চারজন খেলতেও শুরু করেছে। কেউ বা বইখুলে রুশভাষা শিখছে। পিটার আর জুডি খেলা দেখতে বসে গেল। সুসান এসে বলল, ওদের হয়ে গেলে, আমরাও একহাত খেলব। তারপর তোমাদের জাহাজটা ঘুরিয়ে আনব'খন।

বেশ! জুডি বলল।

পিটার চুপ করে রইল। মেয়েটার সর্দারী তার ভাল লাগে না।

আগের দলের খেলা শেষ হতেই সুসান আর জুডি র‍্যাকেট নিয়ে উঠে পড়ল। সুসান খেলায় খুব ওস্তাদ, জুডিও কম যায় না। জুডি এমন জোরে বল মারলো যে, বলটা পড়লো সমুদ্রে। সেই মেয়ে নাবিকটি কয়েকটা বল নিয়ে ছুটে এসে বলল, নাও, এগুলো রইল, ফূর্ত্তিসে খেলে যাও।

সুসান বল হাতে নিয়ে হেসে বলল, স্পাসিবো !

যারা বই খুলে রুশভাষা শিখছিল, তারাও মেয়েটির দিকে তাকিয়ে হেসে বলল, স্পাসিবো !

সুসান জুডিকে বলল, স্পাসিবো মানে কি জানো ? ধন্যবাদ। তোমাকে রুশভাষা শিখিয়ে দেব। তার আগে চল জাহাজটা ঘুরিয়ে আনি। জাহাজের ক্যাপটেন থেকে শুরু করে সবাই আমার খুব চেনা !

পিটারের সহ্য হলো না। মেয়েটা খুব বিদ্যে জাহির করছে তো ! সে পকেট থেকে হারমোনিয়াম বাঁশীটা তুলে বাজাতে শুরু করল। সবাই ওর দিকে তাকিয়ে হাসল। পিটার এবার বাঁশী থেকে মুখ তুলে সুসানকে জিজ্ঞেস করল, সে বাজাতে পারে কিনা। সুসান মাথা নেড়ে জানাল, সে পারে না। পিটার আবার বাজাতে লাগল।

সপাসিবো মানে ধন্যবাদ, সপাসিবো মানে ধন্যবাদ, জুডি আওড়াতে আওড়াতে বলল, আচ্ছা আমি চাই ? এর মানে কি হবে ভাই ?

ইয়া খোছু।

ইয়া খোছু! বারে হাঁচির মতো শোনাচ্ছে না! আচ্ছা, অনুগ্রহ করে—এর মানে কি?

প্যাঝা লুইস্‌টা।

কি বললে ভাই? জুডি চেঁচিয়ে উঠল, পিটার একটু থাম না ভাই? ওঃ কি শক্ত কথারে বাবা! দাঁতগুলোই বুঝি পড়ে যাবে!

পিটার উঠে পড়ল। না, জুডিটাও শেষটায় সুসানের দলে গিয়ে ভিড়ল! জুডি কি মনে করেছে, সুসান ছাড়া কেউ জাহাজ দেখাতে পারে না। চালিয়াৎ মেয়েটার গুমোর ভাঙতেই হবে। পিটার উপরের ডেকে এসে দাঁড়াল। সুমুখেই একটা ঘর। বেতারে একটি মেয়ে খবর পাঠাচ্ছে। মেয়েটি জাহাজের রেডিওগ্রাফার, ওকে বিরক্ত করলে হয়ত ধমকই খেতে হবে। এবার লণ্ডনে আসবার সময় তো একটা ফ্যাসাদই বাঁধিয়েছিল! না, ওসব উপরওয়ালাদের ঘাঁটিয়ে দরকার নেই, পিটার পা টিপে টিপে চলে গেল। জাহাজের একেবারে সুমুখে এসে পড়েছে। নাবিকরা এখানে ওখানে জটলা করছে। একটি ছেলে মুরগীর পালক ছাড়াচ্ছে। পিটার গিয়ে দাঁড়াতেই ছেলেটি ইসারা করে ডাকল। এটি জাহাজের নাবিকদের খাবার ঘর। দেয়ালে একজন গোপওয়ালা লোকের একখানা মস্তবড় ছবি। খাবার ঘরের পাশেই আর একখানা ঘর। সেখানে একটা বড় পিয়ানো, একটা গ্রামোফোন রয়েছে। একপাশে টেবিলে পরিপাটি করে সাজানো বই

আর মাসিকপত্র, উড়ো জাহাজের একটা নক্সাও রয়েছে। পিটার ঝুঁকে পড়ে দেখতে লাগল।

নীল পোষাক-পরা একটি লোক এসে ওর পাশে দাঁড়াল, পিটার তার মুখের দিকে তাকাতেই সে হেসে বলল, তুমিই না তখন বাঁজাচ্ছিলে ?

হাঁ।

কেমন লাগল আমাদের এই রেড কর্ণারটি ?

কি বললে ?

এই ঘরখানা কেমন লাগল তোমার? জাহাজটা ঘুরে দেখেছ? আমরা এমনি কত জাহাজ তৈরী করেছি। আরো তৈরী করব। আমি হাচ্ছ জাহাজের দু নম্বর মেট, কবছর পরে ক্যাপটেন হব। তুমি উড়ো জাহাজের নক্সা দেখছ যে ? ইঞ্জিন তৈরী করবে নাকি ?

বাঃ রে! ইঞ্জিন তৈরী করব না! আমি যে মস্ত ইঞ্জিনিয়ার হব। তুমি আমাকে একবার তোমাদের ইঞ্জিন ঘরটা দেখাবে ?

নিশ্চয়ই, লোকটি বলল, আজ তিনটের সময় আমার ছুটি। এইখানে এস। আমার নাম ভ্যাসিলি—কি মনে থাকবে তো ?

আমার নাম পিটার। ধন্যবাদ—স্পাসিবো!

ভ্যাসিলি হেসে চলে গেল। পিটার ছুটে চলে এল সুসান আর জুডির কাছে। তারা তখনো ডেক-টেনিস খেলছে।

জুডি-জুডি! পিটার চিৎকার করে বলল। শোন্‌ই না!

সুসান জুডিকে বাররার হারিয়ে দিয়েছে। জুডির আর

খেলায় মন বসছে না। সে খেলা থামিয়ে বলল, কি খবর তোমার ?

আজ বিকালে দু নম্বর মেটের সঙ্গে ঠিক করেছি, সে আমাকে ইঞ্জিন ঘর দেখিয়ে আনবে।

পিটার, আমিও যাব ভাই! জুডি ছুটে এসে পিটারের গলা জড়িয়ে ধরে বলল।

আমাকে একা নিয়ে যাবে বলেছে। তোর জন্যে আবার বলতে হবে। দেখি কি হয় ?

কে, ভ্যাসিলি বলেছে তো ? সুসান বলল, চমৎকার লোক! আমাদের সবাইকেই নিয়ে যাবে'খন। আমার সঙ্গে তো খুব আলাপ।

উঃ কি মজা! জুডি আবার খেলায় মেতে উঠল।

পিটার রেগে জ্বলে উঠল। উঃ মেয়েটা এখানেও সর্দারী করতে এল! আচ্ছা দাঁড়াও, সর্দারী ভাঙছি! পিটার এগিয়ে এসে বলল, আমাকে খেলায় নাও না সুসান। আমি একদিকে, তোমরা দু'জন একদিকে।

সুসান বলল, বেশ তো! দেখি কে হারে, কে জেতে!

পিটার ওদের খেলায় হারিয়ে দিল বটে কিন্তু খুব খুশি হতে পারল না।

এবার দুপুরের খাওয়া সেরে 'রেড কর্ণারে' এসে ওরা জমায়েত হোল। ভ্যাসিলি ওদের প্রথমে খালাসীদের আস্তানা দেখাতে নিয়ে গেল। জুডি তো কিছুতেই যাবে না। জায়গা-গুলো নাকি এত নোংরা হয় যে, দেখলেই বমি আসে। তার

উপর দুপুরে সে খেয়েছেও খুব। পিটার তাকে বুঝিয়ে বলল যে, এ জায়গাটা সেরকম মোটেই নয়। তবু জুডি যা খুঁতখুঁতে। এক পা চলছে, আর গন্ধ শুঁকছে।

নাবিকদের কামরাগুলো দেখা হয়ে গেল। চমৎকার সাজানো গোছানো ঘর। এতটুকু ময়লা নেই। প্রতি কামরায় ওরা দুজন করে থাকে।

এখানে বোধ হয় জাহাজের অফিসাররা থাকেন ?

না তো! এখানে খালাসীরাই থাকে। সুসান উত্তর দিল।

খালাসীদের আস্তানা দেখে এবার ওরা উপরে উঠে এল। কোথায় যেন বাজনা বাজছে। জুডি চেঁচিয়ে উঠল, কি সুন্দর বাজাচ্ছে! চলনা আমরা বাজনা শুনিগে।

ভ্যাসিলি ওদের নিয়ে সিঁড়ি বেয়ে সবচাইতে উপরের ডেকে এল। খোলা ডেক, মাথার উপর একটা ত্রিপলের চাঁদোয়া খাটানো। এক পাশে একটা টেবিলের ধারে চারজন লোক বসে ব্যাঞ্জো আর গীটার বাজাচ্ছে। একজনের হাতে আবার এক অদ্ভুত ধরণের বাজনা।

জুডি ভ্যাসিলিকে বাজনাটার নাম জিজ্ঞেস করল। ভ্যাসিলি বলল, ওর নাম ব্যালালাইকা। এমন সময় নীল পোষাক পরা একজন খালাসী সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। এসেই বাজনার তালে নাচতে সুরু করল। কি চমৎকার ওর পায়ের কাজ!

জুডি তো চেঁচিয়েই উঠল, আমি শিখবো, আমি শিখবো!

ভ্যাসিলি খালাসীটিকে বুঝিয়ে বলতেই সে একবার আস্তে আস্তে নাচতে লাগল। জুডিও ওর সঙ্গে সঙ্গে পা ফেলে

চলেছে। এবার এসে হাজির হোলো মেয়ে খালাসীটি। সেই কালো প্যাণ্ট আর নীল গেঞ্জি ছেড়ে পরে এসেছে সাদা ঢিলে পোষাক, মাথায় আর নীল টুপিটিও নেই। সোনালী চুল এলিয়ে দিয়েছে। সেও এসে জুডি আর খালাসীটির সঙ্গে ভিড়ে গেল। জুডি এরই মধ্যে নাচ বেশ রপ্ত করে নিয়েছে। ওদের সঙ্গে নাচতে নাচতে 'হা' 'হা' বলে মাঝে মাঝে চীৎকার করছে।

লেনিনগ্রাদে পৌঁছিবার আগের দিন রাতে আমাদের নাচ-গানের জলসা হবে। জুডি তো বেশ নাচে। ওকে নাচতে হবে কিন্তু, ভ্যাসিলি বলল।

কথাটা শুনেও শোনে নি, এমনি ভাবখানা জুডির কিন্তু পিটার বুঝতে পারল, ও ঠিক শুনেছে। পা ফেলছে দেখ না মেয়ে! বাহাদুরি দেখাবার কি সখরে বাবা! পিটারের ভাল লাগল না। সে বলে উঠল, চল, এবার আমরা ইঞ্জিন ঘর দেখতে যাই।

না, না! পচা ইঞ্জিন দেখবার আমার সখ নেই। জুডি চেঁচিয়ে উঠল, যেতে হলে তোমরা যাও, আমি যাব না!

ওরা জুডিকে ফেলে চলে এল ইঞ্জিন ঘরে। ইঞ্জিনগুলো নীল রং করা, যেটা রং করা হয়নি, সেটাও তেল চুকচুকে। ভ্যাসিলি ইঞ্জিনগুলো দেখিয়ে বলল, জানো, এগুলো লেনিন-গ্রাদে তৈরী হয়েছে।

পিটার ইঞ্জিনগুলো ঘুরে ঘুরে দেখল, কিন্তু দেখেই নিশ্চিন্ত হোলো না। ভ্যাসিলিকে সে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করতে সুরু করল।

সুসনিও চুপ করে থাকবার মেয়ে নয়। সেও রুশ ভাষায় ভ্যাসিলিকে কি যেন বলল। পিটারের মনে হোল, রুশ ভাষা

শিখতেই হবে। নইলে এ মেয়েটার ফোঁপরদালালি আর সে সইতে পারছে না!

সুসান এবার ইংরেজি বলতে শুরু করল, জানো, বড় হলে আমি ইঞ্জিনিয়ার হব ভ্যাসিলি। কিন্তু জাহাজের না রেলের ইঞ্জিনিয়ার হব—ভেবে পাচ্ছি না। কিন্তু ইঞ্জিনিয়ার আমাকে হতেই হবে।

যা! মেয়েরা আবার ইঞ্জিনিয়ার হয় নাকি! পিটার ঠাট্টা করে বলল।

কেন হবে না। আমার যা খুশি, তাই-ই হতে পারি। আমি ইঞ্জিনিয়ার হতে চাই।

ভ্যাসিলি, ও কি ইঞ্জিনিয়ার হতে পারবে? তুমিই বল না? পিটার বিরক্ত হয়ে বলল।

ডা, ডা—ভ্যাসিলি হেসে বলল, ওঃ তুমি তো আবার রুশ-ভাষা জাননা। হাঁ, হাঁ, নিশ্চয়ই হতে পারবে। আমাদের এই জাহাজেই তো মেয়ে ইঞ্জিনিয়ার রয়েছে। তাছাড়া দুজন মেয়ে তো জাহাজের ক্যাপ্টেনও হয়েছে।

পিটার 'থ' মেরে গেল। মা যা লিখেছেন, সত্যিই লিখেছেন। রাশিয়ার সবই উল্টো ব্যাপার!

ওরা আবার উপরের ডেকে এসে দাঁড়াল। জুডি তখনো নাচছে, আর সবাই জুড়েছে গান।

জুডি সুসানকে ডেকে বলল, আচ্ছা সুসান, ওরা সবাই আমাকে টোভারিস জুডি বলে ডাকছে কেন? টোভারিস মানে কি?

সে কি! তুমি টোভারিস মানে জান না? সুসান অবাক হয়ে গেল। ওর মানে কমরেড।

তাহলে ভ্যাসিলি হচ্ছে টোভারিস ভ্যাসিলি, জুডি ভ্যাসিলির দিকে তাকিয়ে বলল। আর এরা টোভারিস—

খালাসীরা হেসে বলে উঠল, ডিমিট্রি।

এলেক্সী।

ভিক্‌টর।

আনা।

বাঃ, কি চমৎকার! জুডি আনন্দে হাততালি দিল। তার পর পিটারকে ডেকে বলল, আমার নাচের সঙ্গে তোমাকে হারমনিয়াম-বাঁশী বাজাতে হবে কিন্তু।

আচ্ছা, দেখি। পিটার মুখ গোমরা করে রইল।

দেখি নয়, বাজাতেই হবে।

পিটার চুপ করে গেল।

ডেক-টেনিস খেলে আর নেচে কটা দিন দেখতে দেখতে কেটে গেল। লেনিনগ্রাদে পৌঁছিবার আগের রাতে বসলো নাচ-গানের আসর। জুডি আর আনা নাচলো, পিটার বাজালো হারমনিয়াম-বাঁশী, আর সুসান গাইল গান। সবাই খুব খুসি। অনেক রাতে ভাঙলো আসর। ওরা খেয়ে-দেয়ে এসে দাঁড়াল ডেকে। চাঁদের রুপোলী আলো ছড়িয়ে পড়েছে সাগরের বুকে। জাহাজ ঢেউ ভেঙে ভেঙে এগিয়ে চলেছে। দূরে ভোরের আলোর ইসারা। ভোরে কোথায় গিয়ে ভিড়বে জাহাজ? অতীত ছাড়িয়ে ভবিষ্যতে গিয়ে ভিড়বে। কি যেন তার নাম? লেনিনগ্রাদ—ভবিষ্যতের শহর লেনিনগ্রাদ!

তিন

বন্দরে জাহাজের কি ভিড়! কতগুলো জাহাজ আবার কাঠে বোঝাই, বিদেশী নানারঙের নিশান উড়ছে। স্মোলনী এসে ডকে ভিড়লো। পিটার আর জুডি রেলিঙ ধরে দাঁড়িয়ে ছিল। চারদিকে লোক গিস্‌গিস্ করছে। কই বাবা আর মাকে তো দেখা যাচ্ছে না?

কোথায়, বাবা আর মাকে তো দেখতে পাচ্ছি না? জুডি পিটারকে জিজ্ঞেস করল, ওঁরা হয়তো আসেন নি?

পিটার গলা বাড়িয়ে ভিড়ের ভিতর দেখছিল, এবার সে বলে উঠলো, ঐ যে, দেখছিস না?

একজন ভদ্রমহিলা আর ভদ্রলোককে সে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। ওঁরা এতক্ষণ পেছন ফিরে ছিলেন, এবার মুখ ফেরালেন।

দূর! ওঁরা হবেন কেন? জুডি হতাশ হোলো।

সুসান এদিকে চেঁচাতে সুরু করেছে, মা, মা! বাবা!

পিটার আর জুডি রেলিঙ থেকে সরে এল। এমন সময় আনা একটা টেলিগ্রাম এনে পিটারের হাতে দিল। পিটার তাড়াতাড়ি খামখানা ছিঁড়ে ফেলে পড়লো:

এরিভানে এসেছি। মা তোমাদের সঙ্গে দেখা করবেন। ভালোবাসা নিও—বাবা।

কই মাকে তো দেখছি না! জুডি কেঁদে ফেলল। বাবার

চিঠি পেয়ে সাত তাড়াতাড়ি লেনিনগ্রাদে এসে পৌঁছল। বাবা গেলো এরিভ্যানে। মা ষ্টেশনে আসবেন, মারও দেখা নেই। সঙ্গে তো ঐ পিটার—এখন এই বিদেশে কোথায় যায় বল ?

পিটারও একটু ভয় যে না পেয়েছে তা নয়। তবু জুডিকে সান্ত্বনা দিয়ে বললো, মা ঐ ভিড়ের ভিতরে কোথাও আছেন। চল্ খুঁজে দেখি গে।

ওরা সিঁড়ি বেয়ে জাহাজ থেকে নেমে এল। লোকে লোকারণ্য! এ ওকে জড়িয়ে ধরছে, চুমু খাচ্ছে। কিন্তু মা কোথায়? মার দেখাটি নেই।

সুসান তার মা আর বাবাকে টেনে নিয়ে ওদের কাছে ছুটে এল। সুসানের বাবা খুব লম্বা, তেমন ভালো চেহারা নয়, জুডি আর পিটারের বাবার মতো তো নয়ই। মা কিন্তু বেশ দেখতে আর খুব হাসিখুশি।

এই যে পিটার আর জুডি, ওদের কথা তো তোমাদের বলেছি।

বাঃ বেশ ছেলে মেয়ে দুটি তো! সুসানের বাবা বললেন।

ওরা কিন্তু নতুন জায়গায় এসে খুব ঘাবড়ে গেছে। সুসান বলল। মা-বাবার দেখা পেয়েছ ?

মাকে তো খুঁজে পাচ্ছি না!—জুডি বলল।

হয়তো আসতে দেরী হচ্ছে।

তোমরা আমাদের সঙ্গে চল, খুঁজে দেখি গে। সুসানের বাবা বললেন।

এবার ওরা এসে ঢুকলো একটা মস্ত বড় আফিসে। যারা

রাশিয়ায় বেড়াতে আসে, এখান থেকে তাদের সব রকম সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করে দেওয়া হয়। পিটার আর জুডি আফিসে ঢুকে কি করবে ভেবে পেল না। সুসানের বাবা হেসে বললেন, ভয় পেওনা, আমি সব ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

এমন সময় একটি মেয়ে এসে ঘরে ঢুকলো। তার জামায় একটা পিন আঁটা, তাতে অদ্ভুত হরফে কি সব লেখা। পিনটা দেখতে ঠিক পাখার মতো। পিটার আর জুডির কাছে এসে বললো, তোমার নাম বুঝি পিটার, আর তোমার নাম জুডি ? ওরা মাথা নাড়ল।

এই যে তোমাদের নামে একটা টেলিগ্রাম এসেছে। ওরা তাড়াতাড়ি খুলে পড়ল।

আমার ইনফ্লুয়েঞ্জা হয়েছে। ডাক্তার যেতে বারণ করলেন। মার্গারেট কোল মস্কোতে তোমাদের সঙ্গে দেখা করবে। আমাকে 'রিভিয়েরা হোটেল', সোচি—এই ঠিকানায় টেলিগ্রাম কোরো। কেমন আছ—ভালোবাসা নিও—মা

ওরা মা আর বাবার কাছে টেলিগ্রাম করে দিল। এবার মেয়েটি ওদের কাস্টমস্ অফিসে নিয়ে গেল। পাসপোর্ট আর জিনিষ পত্রের উপর একবার চোখ বুলিয়েই কাস্টমসের কর্তারা ওদের ছেড়ে দিলেন। ওরা এসে এবার একটা বাসে উঠলো। ইয়োরোপা হোটেলে যাবে।

বাস হু হু করে ছুটে চলেছে। রাস্তায় লোকের ভীড়। দু-একটা মোটর লরী চলছে, ঘটাং ঘটাং করে চলেছে ট্রাম।

দেখেছিস, পথে সব গরীব লোকদের ভীড়! পিটার জুডির

কানে কানে বললো, এবার নিশ্চয়ই দু-চারজন বড় লোককে মোটরে দেখা যাবে। কিন্তু সারা পথ ওরা শুধু গরীব লোকের ভীড় দেখতে দেখতে এসে হোটেলে পৌঁছলো।

হোটেলটাও মস্ত বড় বটে। কিন্তু সেখানেও গরীব লোক-দেরই ভিড়। ওরই ভিতরে দু-একজন বিদেশী ভালো পোষাক পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

হোটেলে খেয়ে-দেয়ে ওরা বাসে চেপে বসলো। এবার স্টেশনে যাবে। পথে পুরণো বাড়ীর সার। রাস্তায় তেমনি গরীবদের ভীড়।

স্টেশনে ট্রেন থেমেই ছিল। একটি মেয়ে এসে ওদের গাড়ীতে তুলে দিয়ে ওদের বার্থ দেখিয়ে দিল।

কি রকম বিশ্রী ট্রেন বাবা! কতোগুলো কাঠের বেঞ্চি। গদি নেই।

গদি নেই বলে খুব কষ্ট হবে তোমাদের, মেয়েটি বলল।

না, না! ও আমাদের অভ্যেস আছে। পিটার মুরুব্বীর মতো বলল।

জানালার ধারে একজন চাপদাড়িওলা রুশ ভদ্রলোক বসে বই পড়ছিলেন। ওদের দিকে চেয়ে হেসে বললেন, ঘুমোবার জন্য একটা তোষক, গদি, আর বালিসও পাবেখন। আর শীগ্গীরই তো আমরা নরম গদি-আঁটা বেঞ্চি তৈরী করে ফেলব।

হুঁ, শীগ্গির তৈরী করে ফেলবে! জুড পিটারের কানে কানে বললো, এখন তো শক্ত কাঠের উপর বসেই যেতে হচ্ছে!

জুডি তার নিজের বেঞ্চিতে গিয়ে বসল। এতো বেঞ্চি নয়, আলমারীর তাক যেন! জুডি তাকিয়ে দেখলো, রুশ ভদ্র-লোকটির মাথার টাকটা চক্‌চক্ করছে। তিনি হেসে বললেন, সত্যিই শীগ্‌গির তৈরী হবে খুকু! আমাদের কাছে ভবিষ্যৎটা খুব দূরে নয়, আজকের পরেই তো কাল। কি রকম এগুচ্ছি আমরা, দেখলে তাজ্জব বনে যাবে।

ট্রেন এবার ঝাঁকুনি দিয়ে চলতে শুরু করল। জুডি জানালার ধারে গিয়ে বসলো। ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে চলেছে ট্রেন। জুডি ভাবলো, শহরের বাইরে গিয়ে জোরসে ছুটবে। কিন্তু শহরের বাইরে এসেও ছোটবার নাম নেই। দেখ না, যেন হামাগুড়ি দিয়ে চলেছে!

পিটার আপন মনেই বললো, ট্রেন এখানে জোরে ছোটেনা।

ছুটবে, শীগ্‌গিরই ছুটবে, ভদ্রলোকটি উত্তর দিলেন, আমরা নতুন ট্রেন তৈরী করছি।

আমার বাবা রেলের ইঞ্জিনিয়ার। জুডি বলল, তিনি এখন এরিভ্যানে কাজ করছেন।

বাঃ চমৎকার! ভদ্রলোকটি বললেন।

পিটার এবার জুডির পাশে এসে বসলো। পা ঝুলিয়ে বসবারও যো নেই। কি জানি কখন গিয়ে নীচের ভদ্র লোকটির টাকে পা ঠক্ করে ঠুকে যাবে!

বাবাকে খুব খাটতে হচ্ছে, পিটার বললো। আচ্ছা, কখনো এমনি দেখেছিস?

কি?

এমনি আস্তে চলতে! বোধহয় পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে আস্তে চলা ট্রেন।

ট্রেন ছুটে চলেছে। তুধারে পাইনের বন, তুএকটা সাদা বার্চগাছ বিত্যুতের মতো মাঝে মাঝে উঁকি মারছে। দূরে ডুবছে সূর্য্য। আকাশ লালে লাল, গাছের ডগায় ডগায় লাল রং।

ওরা কখন ঘুমোয় কে জানে! পিটার বসে বসে হাই তুলতে লাগল।

ওঃ আমারও ভারী ঘুম পাচ্ছে! জুডিও হাই তুললো। উঃ ভারী ভুল হয়ে গেছে! সুসানদের কাছ থেকে তো বিদায় নেওয়া হেলো না। ছিঃ কি ভাবলো ওরা!

কি ভাববে আবার! মা বাবাকে পেয়ে আমাদের কথা এতক্ষণে ভুলে গেছে!

কিন্তু বিদায় নেওয়া উচিত ছিল? জুডি বললো।

একটা লোক এসে এবার গাড়িতে ঢুকলো। তার হাতে কয়েকটা ব্যাগ। প্রতি ব্যাগের ভিতরে একটা পাতলা তোষক, একটা বালিস, একখানা ধবধবে চাদর, একখানা কম্বল। ওদের বিছানা পেতে দিয়ে সে চলে গেল।

জুতোটা খুলে রাখা যাক্। জুডি বললো। শিয়রের কাছেই রাখি কে আবার নিয়ে যায় কে জানে!

জুডি জুতো রেখে সটান শুয়ে পড়লো। পিটারও শুয়ে পড়েছে, শুধু বসে আছেন কৃশ ভদ্রলোকটি। এখনো বই পড়ছেন তিনি।

জুডি ভারী নাটক পড়তে ভালোবাসে। বড় হলে ও হবে সারা বার্ণার্ড কি এলেন টেরীর মতোই অভিনেত্রী। শুয়ে পড়তেই সেক্সপিয়ারের হ্যামলেটের একটা লাইন মনে এল। একটা নিশ্বাস ছেড়ে অভিনয়ের ঢঙে সে আবৃত্তি করল ঃ ঘুম, হয়তো ঘুমে তলিয়ে যাব, হয়তো দেখব স্বপ্ন !

টোভারিস হ্যামলেট ! ভয় নেই, খুব ভালো ঘুম হবে তোমার ! রুশ ভদ্রলোকটি হাসলেন। শুভরাত্রি !

শুভরাত্রি ! পিটার আর জুডি একই সঙ্গে বলে উঠলো। এবার গাড়ীর আলো কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। বাইরে বনে আঁধার ঘনিয়ে এসেছে, মাঝে মাঝে বার্চগাছের সাদা জৌলুষ। গাছের ডগায় শেষ সূর্য্যের ম্লান আলো।

পিটার !

কি ?

আচ্ছা, হঠাৎ যদি ট্রেন থেমে যায় ?

যাক না। ভয় নেই, তুই পড়ে যাবি না !

পিটার চোখ বুজলো। গাড়ীর ঝাঁকুনিতে বেঞ্চিটা নড়ছে। ঘুম আসছেনা চোখে। তবু কেমন ভালো লাগছে যেন।

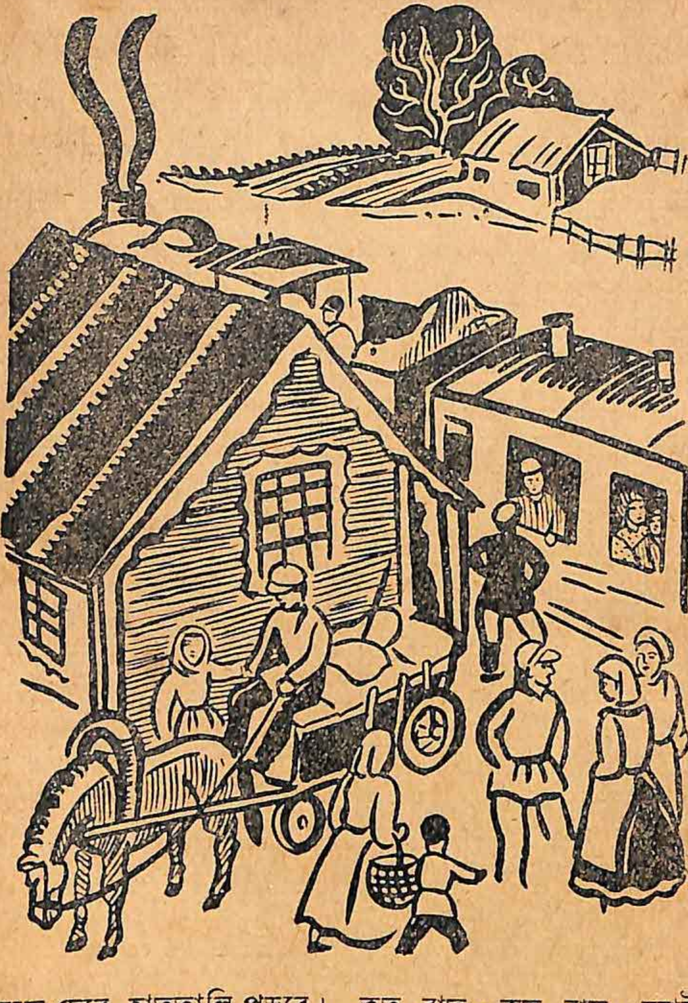
পিটার ?

আবার কি হোল ? পিটার চোখ না খুলেই বললো।

কিছু না। ভাবছি, মামণি ভালো আছেন তো ?

নিশ্চয়ই আছেন।

প্রহরী ! কত রাত হোল ? জুডি আস্তে আস্তে আপন মনেই আওড়ালো। একদিন এই লাইনটা বলেই সে সবাইকে



চমকে দেবে, হাততালি পড়বে। কত রাত....কত রাত.. সবাই বলবে ঃ উঃ কি চমৎকার পার্টই না করছে জুডি!

ভাবতে ভাবতে জুডি ঘুমিয়ে পড়ল।

পরদিন ঘুম ভাঙতেই ওরা দেখল, গাড়ী একটা ছোট্ট

ষ্টেশনে এসে থেমেছে। ষ্টেশন ঘরটা কাঠের তৈরী, দরজা জানলায় রং করা এখনো হয়নি। চাষীর ঘরের মেয়েরা ঝুড়ি-ভর্ত্তি টুকটুকে লাল টোমাটো আর আপেল ফেরী করে বেড়াচ্ছে। মাথায় তাদের সাদা রুমাল বাঁধা। কারো কারো বা ঝুড়িতে আছে রুটি, তার উপর চিনি-ছড়ানো। কি চমৎকার রং, খেতেও বুঝি চমৎকার।

পিটার আর জুডির খিদে পেয়ে গেল। চোখের খিদে নয়, সেই আগের দিন কখন খেয়েছে, খিদে পাবে না!

জুডি তড়াক করে লাফিয়ে উঠে চুল আঁচড়ালো, জুতো পরলো। এবার একেবারে ফিটফাট!

রুশ ভদ্রলোকটি কখন উঠেছেন কে জানে! তিনি জানালার ধারে বই খুলে বসেছেন। ওদের উঠতে দেখেই হেসে বললেন, সুপ্রভাত। তোমাদের নিশ্চয়ই খুব খিদে পেয়েছে। ···চা আর রুটি নিয়ে আসি কি বল? কি চমৎকার বান্‌গুলো, তাই না?

জুডি আর পিটার ধন্যবাদ জানালো।

ভদ্রলোকটি উঠে প্লাটফর্মে এলেন। প্লাটফর্মের একধারে একটা প্রকাণ্ড চৌবাচ্চার মতো, তাতে কল লাগানো। কল টিপে একটা প্যানে খানিকটা গরম জল নিলেন, তারপর একজন ফেরিওয়ালীর কাছ থেকে কিনলেন তিনটে রুটি।

দেখ দেখ, কে এসেছে! পিটার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলো।

জুডি মুখ বাড়িয়ে দেখে বলে উঠল, আরে সুসান যে! সুসান, সুসান! সুসানও ওদের দেখতে পেয়েছে। সে ছুটে এল।

আরে তোমরাও এই ট্রেনে! দাঁড়াও, দাঁড়াও, বুলোচ্‌কি নিয়ে আসছি।

ওরা দেখল, সুসান এক ফেরিওয়ালীর কাছ থেকে চিনি-ছড়ানো রুটি কিনছে। ওমা এরই নাম বুলোচ্‌কি!

ভদ্রলোকটি এদিকে রুটি নিয়ে ফিরে এলেন। জুডি তাড়াতাড়ি জিজ্ঞেস করলো, দুটো বুলোচকির কত দাম? পিটার মুখ গোমরা করে রইলো। ওই তো কথাটা ভদ্র-লোককে বলে তাক লাগিয়ে দেবে ভেবেছিল! তা না মেয়েটা আগেই বলে ফেলল।

ভদ্রলোক হেসে বললেন, দাম খুবই কম, তোমাদের দাম দিতে হবে না! আমিই খাওয়াচ্ছি। আচ্ছা—বুলোচ্‌কি নামটা তো শিখে ফেলেছ, বলো তো চা'কে কি বলে? জুডি চুপ করে রইলো! পিটার খুব খুসি! জুডির জারিজুরি এবার কোথায় গেল?

চা'কে আমরা বলি কাই। ভদ্রলোকটি বললেন, কাই কথাটা কিন্তু সোভিয়েটে ভারী দরকারী, ভুলোনা যেন!

হুঁ, ভুলে যাবে না আরো কিছু! জুডি আর পিটার তো এরই মধ্যে মনে মনে বার দশেক আউড়ে নিয়েছে।

ট্রেন আবার চলতে শুরু করলো। ভদ্রলোকটি নিজের বাক্স থেকে তিনটে ঝক্‌মকে কাঁচের গেলাস আর এক পুরিয়া চা বার করলেন। প্যানে গরম জল আছে ভাবনাকি? দুমিনিটে চা তৈরী হয়ে গেল। দু গেলাস ওদের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, এস চাই খাওয়া যাক!

পিটার আর জুডির তো সবুর সয় না। চায়ের যা চমৎকার রং হয়েছে! একটু জুড়োতে না দিয়েই ওরা চুমুক দিল। উঃ কি গরম! একেবারে জিভই বুঝি পুড়ে গেল!

গেলাসে চা খেতে কিন্তু বেশ লাগে! জুডি বললো। কাপে কি বিচ্ছিরী!

চমৎকার রং হয়েছে কিন্তু, কই আমাদের ওখানে তো এমনি রং হয় না। পিটার বললো।

হবে কি করে? তোমরা তো আর সোভিয়েটের চা খাও না! ভদ্রলোক হাসলেন।

দেশে যাবার সময় আমরা অনেক চা নিয়ে যাব। জুডি বললো।

নিয়ে গেলে কি হবে, সোভিয়েটের জল না হলে এ চায়ের রংই খোলে না। ভদ্রলোক জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে বাইরে তাকালো, জানালার কাছে এসে বোস। এবার একটা চমৎকার জিনিষ দেখতে পাবে।

কি, কি? দুজনেই জানালার ধারে এল।

আমাদের দুটো বড় বড় নদী আছে, একটা ভলগা, আর একটা মস্কভা। এই দুটোকে জুড়ে দেওয়ার জন্য আমরা একটা মস্তবড় খাল কাটছি, শীগ্‌গীরই একটা পুল দেখতে পাবে, যার নীচ দিয়ে এই দুই নদী একসঙ্গে বয়ে যাবে!

পিটার, অ-পিটার, জুডি, অ-জুডি! হঠাৎ কে ওদের নাম ধরে ডেকে উঠলো।

ওরা তাকিয়ে দেখল, সুসান ওদের দিকে আসছে।

কি খবর সুসান ?

ভারী মজা ! আমি জুলাইতে আর্টেক যাচ্ছি।

আর্টেক ? সে আবার কোথায় ?

সোভিয়েটের ছেলে মেয়েদের সবচেয়ে সেরা ক্যাম্প আর্টেক।

ক্যাম্প ! হুঁ, এখানে আবার ক্যাম্প ! পিটার বিশ্বাস করতে পারল না।

তুমি আর্টেক যাচ্ছ খুকু ? সত্যিই ? রুশ ভদ্রলোকটি সুসানকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন। উঃ এতো মস্ত সম্মান ! শুধু উদারনিকরাই ওখানে যেতে পারে।

উদারনিক—সে আবার কি ? জুডি জিজ্ঞেস করল। উদারনিক হচ্ছে সেরা ছেলে মেয়ে। রুশ ভদ্রলোকটি বুঝিয়ে দিলেন। তারপর সুসানের দিকে চেয়ে বললে, টোভারিস, তুমি কি করে ওদের দলে প্রমোশন পেলে ?

পাব না ! সুসান বলল। আমি যে একটা গ্লাইডার তৈরী করছি। সোভিয়েটের ছেলে মেয়েদের একজিবিশনে সেটা প্রথম পুরস্কার পেয়েছে। জাহাজ থেকে নেমেই খবর পেয়েছি, আমি আর্টেক যাচ্ছি।

গ্লাইডারের নাম শুনেই পিটারের মনে পড়লো, সেও একবার একটা চমৎকার গ্লাইডার তৈরী করেছিল। একটা চিলের মতোই সেটা অনেকক্ষণ আকাশে ভেসে থাকত। তা প্রায় এক ঘণ্টা তো হবেই।

পিটার ইচ্ছে করলে, ওর চাইতেও ভালো গ্লাইডার তৈরী করতে পারে। একটা বাজে গ্লাইডার বানিয়েই মেয়েটার কি চাল দেখনা! পিটার মুখ ঘুরিয়ে নিল।

এই যে আমরা এসে পড়েছি! দেখ, দেখ! পিটার চেঁচিয়ে উঠলো।

সবাই জানালা দিয়ে তাকাল।

সত্যিই ট্রেনটা পুলের কাছ দিয়ে চলেছে। এখনো পুলটা তৈরী হয়নি, লোকজন খাটছে। পুলের নীচে একটা খাল কাটা হচ্ছে, ঐখানেই দুই নদী এসে একদিন মিলিবে।

কি অদ্ভুত। জুডি চেঁচিয়ে উঠলো। মস্ত পুল তৈরী হচ্ছে, অথচ নীচে একফোঁটা জল নেই।

জল তো শীগ্‌গীরই হু হু করে এসে পড়বে! পুলটা কত উচু দেখছ তো! ওর নীচ দিয়ে জাহাজ চলবে দেখো! চললো বলে, আর বেশি দেরি নেই।

রুশ ভদ্রলোকটির কথা বলার ধাঁচই অমনি! এ যেন ভোজবাজি আর কি? কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই খটখটে শুকনো জায়গাটা জলে ভরে যাবে। হুঁ হুঁ করে আসবে ঢেউ, ঢেউয়ের পর ঢেউ, আর তারই তালে তালে নাচতে নাচতে জাহাজগুলো যাবে মস্কো। না, আর দেরি নেই।

ভদ্রলোক ওদের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, না, আর দেরি নেই!

চার

মস্কো পৌঁছে এবার আর কোনো হাঙ্গামা পোয়াতে হলো না। মার বন্ধু মার্গারেট ষ্টেশনে হাজির ছিলেন। মার্গারেটকে ওরা আগেই চিনতো, তিনি নিউইয়র্ক-এ বহুদিন ওদের বাড়ীতে ছিলেন। এখন মস্কোতে একটা খবরের কাগজে চাকরি করছেন। সুসানের কাছে ওরা বিদায় নিয়ে ট্যাক্সি চেপে বসলো। মার্গারেট সুসানকে ঠিকানা আর ফোন নম্বর দিয়ে বলে দিলেন, সে যেন তাঁর বাড়ীতে এসে ওদের সঙ্গে দেখা করে!

মা-মণি কেমন আছেন মাসীমা? পিটার জিজ্ঞেস করলো।

শীগ্‌গিরই মস্কোতে আসবেন তো? জুডি বলল।

তোমরা সোচিতে গিয়ে ওর সঙ্গে দেখা করবে, তাইত লিখেছে। মার্গারেট-মাসীমা বললেন, বেচারী এসেতক ঠাণ্ডা লেগে জ্বরেই ভুগছে। তোমরা আসছ শুনে কতবার বলেছে, লেনিনগ্রাদে গিয়ে ওদের নিয়ে আসব। কিন্তু তা আর হলো না। আমারও কাজ ছিল বলে যেতে পারিনি। মা জ্বরে পড়ে আছে, এদিকে রোজ দু-তিনখানা করে টেলিগ্রাম করছে, এলেই সোচি পাঠিয়ে দেবে। কি ব্যস্ত-বাগীশরে বাবা!

মা-মণির কি খুবই অসুখ? পিটার জিজ্ঞেস করল।

না, না, ইনফ্লুয়েনজা, ও আবার অসুখ নাকি, দুদিনেই সেরে যাবে।

ট্যাক্সি ছুটে চলেছে। পথে ভিড়, ট্রাম, বাস, লরি কিছুরই কমতি নেই। দুধারে বাড়ীর সার, দু একটা নতুন বাড়ীও দেখা যাচ্ছে।

দেখ্, দেখ্! পিটার চেঁচিয়ে উঠলো, এখানেও যে সেই গোঁপ আর দাড়িয়ালা ভদ্রলোকের ছবি। সেই যে স্মোলনীতে যাঁর ছবি দেখেছিলাম।

জুডি তাকিয়ে দেখল। সত্যিই তো, বাড়ীগুলোর উপরে কেবল সেই ভদ্রলোকেরই ছবি।

আচ্ছা মাসীমা, ঐ যে যাঁর ছবি, উনি কে?

উনি লেনিন, আমরা ক্রেমলিনের কাছে এসে পড়েছি। ঐ যে ওপাশে হচ্ছে রেড স্কোয়ার।

ওরা একটা পুল পার হতেই ক্রেমলিনের সাদা দেওয়াল নজরে পড়ল। পেছনে সোনার গম্বুজ দুটাও দেখা যাচ্ছে। ওই ক্রেমলিন! প্রতি বাড়ীর উপরে এক গোছা যবের শীসের ভিতরে কাস্তে আর হাতুড়ী আঁকা। এতক্ষণ আকাশটা মেঘলা ছিল, এবার হঠাৎ মেঘ সরে গেল। ঝলমল করে উঠলো সোনালী গম্বুজ।

ট্যাক্সি রেড স্কোয়ার পার হতেই দেখা গেল এক প্রকাণ্ড গীর্জ্জা। বিরাট তার গম্বুজগুলো, কত উচুতে উঠেছে, যেন আকাশ ছোঁয় আর কি। আর গীর্জ্জার রঙেরই বা কত বাহার! লাল, নীল, হলদে কত না রঙই আছে।

গরমের দিন, হাওয়া একবার মেঘ উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে, ঝলমল করে উঠছে সূর্য্য, আবার ঢেকে যাচ্ছে মেঘে। একখানা

মেঘ হঠাৎ সূর্য্যকে ঢেকে ফেলল, ধূসর আলো গীর্জ্জার গায়ে ছড়িয়ে পড়েছে। লাল, নীল, হলদে রং কেমন যেন মিইয়ে গেছে।

ট্যাক্সি এবার গীর্জ্জা ছাড়িয়ে এসে পড়লো এক মস্ত বড় সড়কে। দুধারে সারি সারি দোকান।

দেখেছিস জুডি, সব দোকানেরই এক নাম। আচ্ছা মাসীমা, এগুলো কি সব একজন লোকেরই দোকান? তাহলে এখানেও দেখছি ফোর্ড আর রকফেলারের মতো মস্ত মস্ত বড় লোক আছে।

হাঁ, তা আছে বইকি! মাসীমা হাসলেন। তবে ফোর্ড বা রকফেলারের মতো একজন মস্ত বড় লোক নেই। এখানে সবাই বড়লোক, এই যা তফাৎ।

তার মানে?

তার মানে—সোভিয়েটে যেখানে যা কিছু আছে, দোকান-পাট, ক্ষেত-খামার যাইই হোকনা কেন, তার মালিক একজন নয়, সবাই।

বাঃ রে এযে সবই উল্টো। শুধু লোকগুলো দেখছি, মাথায় না হেঁটে পায়ে হাঁটে! জুডি অবাক হয়ে গেল।

পিটারের কাছেও সব কিছু কেমন অদ্ভুত লাগছে। এ যেন সত্যিকারের দেশ নয়, এক আজব স্বপ্নে দেখা দেশ। স্বপ্ন মিলিয়ে গেলেই আর একে ধরা বা ছোঁয়া যাবেনা।

লোক খুব বেশী হয়েছে, বাড়ী মিলছে না। মাসীমা কথায় কথায় বললেন, আমি তবু কোন রকমে একখানা ঘর জুটিয়ে নিয়েছি। কিন্তু সেখানে তোমাদের দুখানা তক্তপোষ পড়লে

নড়বার জায়গাও থাকবে কিনা সন্দেহ। এই যে আমরা এসে গেছি।

ট্যাক্সি এসে একটা ছোট্ট পার্কের সুমুখে থামল। দুপাশে ভাঙা বাড়ী, তার ভিতরে একখানা নতুন বাড়ীও দেখা যাচ্ছে।

মাসীমা বললেন, পুরণো বাড়ীগুলো সব ভেঙে ফেলা হচ্ছে। ঐ যে নতুন বাড়ীখানা দেখছ, অমনি বাড়ীতে শীগ্‌গিরই ভরে যাবে। তাছাড়া এই পার্কটাও ফুলে ফুলে ভরে উঠবে। চেনাই যাবেনা তখন।

এবার মাসীমা গাড়ী থেকে নামলেন। ওরাও নেমে পড়ল। পিটার জুডির কানে কানে বলল, এখানে সবাই দেখছি একসুরে কথা কয়! মাসীমাও যে ট্রেণের ভদ্রলোকটির মতো বলতে শুরু করেছেন।

তা তো হবেই! এখানে যে আজ আর কাল কোন তফাৎ নেই। জুডি ভারিক্কী চালে বলল। কথাটা রুশ ভদ্রলোকটীর কাছ থেকেই শোনা। কিন্তু নিজের বলেই সে চালিয়ে দিল।

পিটার ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকাল। এবার মাসীমা তাড়া দিলেন, এস, চলে এস!

নতুন বাড়ীখানাতেই মাসীমা থাকেন। সিঁড়ি বেয়ে ওরা তিন-তলায় উঠে এল। মাঝ-বয়সী একটি মেয়েলোক দরজা খুলে দিল।

মাসীমা পরিচয় করিয়ে দিলেন। মেয়েলোকটির নাম ডাশা। ডাশা হেসে ভাঙা ভাঙা ইংরেজীতে বলল, এস, এস, তোমাদের ঘর দেখিয়ে দিই।

মাসীমার ঘরখানা ছোট হলে কি হবে, চমৎকার সাজানো

গোছানো। এক পাশে একটা দেরাজ, একখানা চেয়ার। আর একপাশে তিনখানা খাট পড়েছে। আর জায়গা নেই। জানালাগুলো কিন্তু খুব বড় বড়, রোদ এসে চলকে পড়ছে।

অতটা পথ ট্রেণে এসেছ, নিশ্চয়ই চান করবে? মাসীমা বললেন, চানের পর আমরা খাব। তারপর আমাকে আফিস যেতে হবে। ডাশা তোমাদের সব ঘুরিয়ে দেখিয়ে আনবে'খন।

মাসীমা স্নানের ঘর দেখিয়ে দিয়ে রান্না ঘরে চলে গেলেন।

স্নান ঘরের কাছে গিয়ে জুডি বলল, আমি আগে চান করব! মাগো মা, সেই কবে চান করেছি!

না, আমি আগে যাব। গায়ে যা ময়লা জমেছে! পিটার স্নান ঘরের দরজা ঠেলে ঢুকতে গেল।

জুডি তার পথ আগলে দাঁড়িয়ে বলল, আমি আগে যাব, আগে তো আমিই বলেছি।

ভাগ্, আগে যাবে না, আরো কিছু! পিটার জুডিকে ঠেলে সরিয়ে দিতে চেষ্টা করল!

আমি কিন্তু চেঁচাব বলে দিচ্ছি!

পিটার কি আর করবে, সরে দাঁড়ালো। জুডিটা চিৎকার করতে শুরু করলেই হয়েছে আর কি! এখুনি মাসীমা ছুটে আসবেন। ছিঃ কি ভাববেন তিনি!

জুডি হাসতে হাসতে স্নানঘরে ঢুকে দোরটা দড়াম করে বন্ধ করে দিল।

তাই বলে দুঘণ্টা ধরে চান করিস্‌না ভাই! পিটার দরজার কাছে গিয়ে ফিস ফিস করে বলল।

কিন্তু কে কার কথার উত্তর দেয়! গরমজলের টবটার সুমুখে দাঁড়াতেই জুডির মনটা খুশি হয়ে উঠলো। সে জোরসে গান গাইতে শুরু করল। পিটার বারবার দরজা ধাক্কা দিয়েও ওর গান থামাতে পারলো না।

গান থামা বলছি! পিটার চেঁচিয়ে উঠলো. আমাকে নাইতে হবে না!

জুডির তবু গান থামে না। শেষে মাসীমা এসে ডাকলেন।

তাড়াতাড়ি এস জুডি? মা ফোন করছেন।

জুডি একলাফে টব থেকে নেমে তোয়ালেটা জড়িয়ে দড়জা খুলে বেরিয়ে এল। পিটার তার আগেই ফোনে কথা বলতে শুরু করেছে। জুডি আসতেই সে একবার তার মুখের দিকে তাকিয়ে ভেংচি কাটলো, তারপর আবার কথা বলতে লাগলো:

হাঁ, মা মণি…আমরা খুব ভাল আছি?…তুমি কেমন আছ বল?…জুডি? জুডি এখন চান করছে…

না, না, আমি চান করছি না, জুডি চীৎকার করে উঠলো, পিটার, আমাকে একবার ফোনটা দাও ভাই, লক্ষীটি!

অনেক সাধ্য-সাধনার পর পিটার জুডির হাতে রিসিভারটা দিল। জুডি আর আনন্দ চেপে রাখতে পারলো না। কে, মা মণি? আমি জুডি কথা কইছি। মা মণির স্বর শোনা গেল। তিনি সেরে উঠেছেন। ওরা দু-একদিনের ভিতরেই যেন সোচি চলে আসে। ওদের না দেখে তিনি আর থাকতে পারছেন না। শীগ্‌গিরই আসে যেন ওরা। পিটার আর জুডির কাছে এবার তিনি বিদায় নিলেন। জুডি রিসিভারটা

নামিয়ে রেখে দেখল পিটার এরই ভিতরে স্নানের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিচ্ছে। জুডি হন্তদন্ত হয়ে ছুটলো, কিন্তু সে দোরের কাছে যেতে না যেতেই দরজা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। জুডি জোরে ধাক্কা দিল দরজায়।

এই পিটার! আমার এখনো চান হয়নি। পিটার শুনছ?

তাড়াতাড়ি তখন সেরে নিলি না কেন? পিটার ভিতর থেকে বলল।

কি আর করবে বেচারী! চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা ছাড়া তো উপায় নেই। পিটারের যখন খুশি সে দরজা খুলবে। জুডি ভাবলো, মার্গারেট মাসীকে গিয়ে বলবে নাকি! কিন্তু লজ্জা করে যে। খানিকক্ষণ পরে পিটার দরজা খুলে বেরিয়ে এল।

নে, এবার ঢুকে পড়! আমি তোর মতো স্বার্থপর নই! দেখলি তো, পাঁচ মিনিটও লাগলো না।

জুডি পিটারকে জিভ দেখিয়ে তাড়াতাড়ি স্নানের ঘরে ঢুকে পড়ল।

খাওয়ার টেবিলে বসে মার্গারেট মাসীমা বললেন, রাতে এবাড়ীর সকলের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেব'খন। পাশের ঘরে থাকে আন্দ্রে। শিক্ষা বিভাগে কাজ করে সে। তার বৌ একজন বায়োলজিস্ট ওদের ছেলেমেয়েরা সব ক্যাম্পে গেছে। নইলে এতক্ষণে তোমাদের সঙ্গে ভাব জমিয়ে ফেলত।

ক্যাম্পের কথা উঠতেই পিটার কেমন মুষড়ে পড়ল। নিউইয়র্কে থাকলে সেও এখন ক্যাম্পে যেত। ওর সঙ্গীরা সব বোধ হয় চলে গেছে।

ডাশা, আর একটু চা দাও তো! আর তুমিও বসে যাও। মার্গারেট মাসী চায়ে চুমুক দিতে দিতে বললেন।

চা তৈরী করে এনে ডাশা চেয়ার টেনে নিয়ে মাসীমার পাশেই বসে পড়ল।

পিটার আর জুডি অবাক হয়ে গেল! বাড়ীর ঝি আবার মনিবের সঙ্গে এক টেবিলে বসে চা খায় নাকি! সোভিয়েটে দেখছি সবই উল্টো!

পিটার আর জুডির এখন রুশ ভাষা শেখা উচিত। ডাশা বলল, তুমি তো ভাষাটা বেশ রপ্ত করে নিয়েছ মার্গারেট!

পিটারের চোখের সুমুখে ভেসে উঠলো নিউইয়র্কে তাদের বাড়ীর ছবি। আচ্ছা, ওদের ঝি গ্রেচেন যদি মাকে এলসি বলে ডাকে—কেমন হয়? দূর, তাও কখন হয় নাকি!

জুডি হেসে বলল, রুশ ভাষা ঠিক আমি শিখে নেব। সোভিয়েটকে খুব আমি ভালোবাসি খু উ-ব!

ওর বলবার ঢং দেখে সবাই হেসে ফেলল। মার্গারেট মাসীমা এবার উঠে পড়লেন। তাঁকে আফিসে যেতে হবে। আফিসে যাওয়ার সময় ডাশাকে বলে গেলেন, সে যেন ওদের রুটির কারখানাটা দেখিয়ে নিয়ে আসে। রুটির কারখানায় ডাশার এক বোন কাজ করে।

ওরা এবার গিয়ে ঘরে শুয়ে পড়ল। একটু জিরিয়ে নিতে হবে। যা খাওয়া খেয়েছে, পেট একেবারে ঢাক হয়ে উঠেছে। জুডিকে পিটার এক সময়ে জিজ্ঞেস করল, হঠাৎ দেশটা তোর এত ভালো লাগল কেনরে? সব তো উল্টো!

আছে, আছে, উল্টো! জুডি বাধা দিল। উল্টোই তো ভালো।

পিটার গুম মেরে গেল, আর কিছু বলল না।

ঘণ্টা দুয়েক পরে ওরা বেড়াতে বেরিয়ে পড়ল। ট্রাম ধরবার জন্যে ওরা এসে দাঁড়াল একটা স্টপের কাছে। একটার পর একটা ট্রাম আসছে, একটুও জায়গা নেই। লোকগুলো হ্যাণ্ডেল ধরে বাদুড়-ঝোলা ঝুলছে।

না, গাড়ীতে ওঠা যাবে না দেখছি। জুডি হতাশ হয়ে বলল।

ডাশা ওদের নিয়ে কোন রকমে ঠেলেঠুলে উঠে পড়ল একটা গাড়ীতে। বাপরে বাপ! কি ভিড়! একটি মেয়ে কণ্ডাক্টর টিকিট দিচ্ছে। মেয়েটি এত দূরে রয়েছে যে, ভিড় ঠেলে ওদের কাছে এসে পৌঁছতে আধঘণ্টা লাগবেই! ততক্ষণে টিকিট না কিনেই তো ওরা নেমে পড়তে পারে। পিটার ভাবলো, দেখতে হবে ডাশা কি করে? ডাশা এরই মধ্যে মনিব্যাগ থেকে এক রুবল বার করে সামনের একটা লোকের হাতে দিল। লোকটা আর একটি লোকের হাতে সেটা গুঁজে দিল, এমনি করে হাত ঘুরে ঘুরে রুবলটা গিয়ে মেয়ে কণ্ডাক্টরটির কাছে পৌঁছল। মেয়েটি টিকিট আর ভাঙানি পয়সা তার পাশের লোকটার হাতে গুঁজে দিল। দেখতে দেখতে ডাশার কাছে এসে টিকিট আর পয়সা পৌঁছে গেল। পিটার ভাবল, বাঃ ভারী মজার ব্যাপার তো। আমেরিকা হলে ফাঁকি দিতে পারলে কেউ ছাড়তো না।

ট্রাম এবার খানিকটা ফাঁকা হয়ে এসেছে। ডাশা ওদের নিয়ে গেল গাড়ীর ভিতরে।

প্রথম চারটে সীট থুথ্‌রে বুড়ো আর ছেলেমেয়েদের জন্য। ডাশা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল। আর কেউ এখানে বসতে পাবে না। যাও, তোমরা গিয়ে বসে পড়!

কিছুদূর গিয়ে ট্রাম থামতেই ওরা নেমে পড়ল। খানিকটা হেঁটে ওরা এসে এবার পৌঁছল রুটির কারখানায়। একটা মস্ত লম্বা নীচু ছাদওয়ালা বাড়ী। বাইরে ফটকে বহু ট্রাক থেমে আছে। গরম রুটির গন্ধ ভুর ভুর করছে চারদিকে। গন্ধ শুঁকেই ওদের খিদে চাগিয়ে উঠল।

বাঃ ভারি চমৎকার গন্ধ তো! জুডি বলল।

এমন সময় সাদা কোট পরা একজন লোক বেরিয়ে এসে দাঁড়াল ডাশার কাছে।

ডাশা ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, দাঁড়াও, ওকে জিজ্ঞেস করি, আমাদের কারখানায় ঢুকতে দেবে কি না? খানিকক্ষণ তড়বড় করে তুজনে কি বলল, তারপর ডাশা ওদের দিকে ফিরে বলল, হাঁ, ঢোকার হুকুম পেয়েছি। এবার চলো ভিতরে যাই।

ওরা ভিতরে যেতেই একটি মেয়ে এসে তিনটে সাদা কোট পরিয়ে দিল। ওরা প্রথমে এল নার্সারীতে।

নানা বয়েসের খোকা খুকুর মেলা বসে গেছে সেখানে। আর কি চমৎকার তাদের স্বাস্থ্য!

এ আবার কি! রুটির কারখানায় এত খোকা খুকু এল কোত্থেকে? পিটার জিজ্ঞেস করল।

ওদের মা-রা এ কারখানায় কাজ করে। ডাশা বলল, ওদের তো একা বাড়ীতে ফেলে আসতে পারে না! তাই এই ব্যবস্থা।

দুটি অল্প বয়েসী মহিলা ওদের সঙ্গে খেলছিলেন। তারা পিটার আর জুডির দিকে চেয়ে হাসলেন।

ওরা কারখানার রান্নাঘর, স্কুল, ক্লাবঘর, বাগান সব কিছু ঘুরে ঘুরে দেখল। কারখানায় যারা কাজ করে, এসব তাদেরই জন্য। আমেরিকায় ওরা কারখানার পাশে ম্যানেজার বা বড় বড় কর্মচারীদের জন্য বাগান বা ক্লাব ঘর দেখেছে, কিন্তু মজুরদের জন্যে এমন ব্যবস্থা কখনো দেখেনি। হবেই বা না কেন? এখানে মজুররাই তো মালিক। এসব তো তাদেরই।

সবই তো দেখলাম, রুটি তৈরীর কল কোথায়? পিটার জুডিকে ফিস্ ফিস করে জিজ্ঞেস করল।

পিটার বলল, বোধহয় কলটাই নেই, আর সবই আছে।

লাইব্রেরী, দাড়ি আর চুল কাটবার দোকান, টেকনিক্যাল স্কুল একে একে দেখা শেষ হয়ে গেল। চারদিকে রুটির চমৎকার গন্ধ বেরুচ্ছে, কিন্তু রুটির কারখানার আর দেখা নেই; যে বলেছে যে, গন্ধ শুঁকলে অর্দ্ধেক খাওয়া হয়ে যায়, তার মতো মিথ্যুক বুঝি আর নেই! এই তো গন্ধ শুঁকেও ওদের পেট খিদেয় চোঁ চোঁ করছে!

ডাশা ঘুরতে ঘুরতে একটা দেয়ালের কাছে এসে থামল। এবার বোধহয় রুটির কারখানায় ওরা এসে গেল!

কৈ নাতো!

একটা বোর্ড, তাতে কাগজ লাগানো রয়েছে। কাগজটা

প্রবন্ধ আর ছবিতে ভরা। ডাশা ওদের বুঝিয়ে দিল, একে বলে দেয়াল-খবরের কাগজ। প্রতি কারখানায় এমনি একখানা করে খবরের কাগজ বেরোয়। মজুররাই তাতে নিজেদের কথা লেখে, ছবি আঁকে। বোর্ডের উপরে কয়েকজন মেয়ে আর পুরুষের ছবি দেখতে পেল।

ডাশা বলল, ওগুলো উদারনিকদের ছবি। ওর ভিতরে ঐ যে দোহারা চেহারার মেয়েটি, ওই আমার বোন।

সুসানের মতো ও বুঝি সেরা মেয়ে? জুডি বলল, সুসানের গ্লাইডার তুমি দেখনি, খুব চমৎকার! ও তো ক্যাম্পে যাচ্ছে।

থাক্ থাক্ ক্যাম্পের কথা আর তোমাকে বলতে হবে না, পিটার খেঁকিয়ে উঠল। এখন রুটির তৈরীর জায়গায় যেতে পারলে বাঁচি!

এই তো এলাম বলে, ডাশা হেসে বলল, ব্যস্ত কি টোভারিস।

এবার সত্যি সত্যিই ওরা রুটি তৈরীর কারখানায় এসে পৌছল। ওরা ঘুরে ঘুরে কলে ময়দা মাখা থেকে রুটি সেঁকা পর্য্যন্ত সবই দেখল। একটা ঘরে এসে ওরা থেমে পড়ল। একটি কুড়ি-বাইশ বছরের মেয়ে বসে আপন মনে একটা কলের মডেল তৈরী করছে। ডাশা তাকে কি বলতেই মেয়েটিও উত্তর দিল। ডাশা মেয়েটির পরিচয় দিল, মেয়েটি এখানকার একজন মজুর, পাঁচমাস ধরে এই কলটা তৈরী করবার জন্যে খাটছে।

এখন ওর চলছে কি করে? পিটার জিজ্ঞেস করল!

কেন, কারখানা থেকেই মাইনে পাচ্ছে। কলটা তৈরী হয়ে গেলে এখনকার চাইতে অনেক কম সময়ে রুটি তৈরী হবে।

ডাশা আর জুডি মডেলটা সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করতে লাগল। পিটারের ওসব ভালো লাগলো না। ভারী তো একটা রুটি তৈরীর কল! সে বড় হলে জবর-জবর সব কল তৈরী করে সবাইকে তাক লাগিয়ে দেবে। পিটার ঘরের আর একপাশে চলে এল। এখানে একটি মেয়ে বসে ময়দার লেচি দিয়ে রকমারী রুটি গড়ছে। গড়বার পর সেগুলি কলে ছেড়ে দিচ্ছে, আর সঙ্গে সঙ্গে সেঁকা হয়ে যাচ্ছে। মেয়েটির হাত চলছে খুব।

পিটার অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। এক, দুই, তিন, চার····রুটির পর রুটি গড়ে গড়ে মেয়েটি বেল্টের উপর রাখছে, আর বেটা নাচতে নাচতে উনুনের উপর দিয়ে চলেছে, ফুলের মতো সেঁকা রুটিগুলো একটা বড় পাত্রে গিয়ে জমা হচ্ছে। কি চমৎকার হাত চলছে মেয়েটির! হঠাৎ আর একটি মেয়ে এসে তার কানে কানে কি বলল, এক মিনিটের জন্য মেয়েটির রুটি গড়া বন্ধ হোল। মেয়েটা রেগে উঠে কি যেন বলল।

ডাশা আর জুডিও এরই মধ্যে পিটারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ডাশা বলল, ঐ যে মেয়েটি কানে কানে কথা বলল, ওর উপরই কারখানার সব ভার, কিন্তু ভারী ফাঁকিবাজ। নিজে তো কিছু করবেই না, আবার অন্যের কাজেও বাগড়া দেবে। দেখ না মেয়েটি আপন মনে কাজ করছিল, এসে বাগড়া দিল তো!

এমন সময় ডাশার বোন কাটিয়া এসে হাজির। সেও এই কারখানায়ই কাজ করে। বেশ মেয়েটি। কিন্তু সেও খুব চটে

গেছে। উপরওয়ালা মেয়েটি নাকি এইমাত্র ওর কাছে গিয়েও কথা বলে কাজ নষ্ট করে দিয়েছে। সে এসেই উপরওয়ালাকে ধমকাতে শুরু করল।

অতো ধমকাচ্ছে, এখুনি ওকে কারখানা থেকে ঘাড় ধরে বার করে দেবে যে! পিটার জুডিকে বলল।

কাকে বার করে দেবে? কাটিয়াকে? বরং ঐ মেয়েটাকে এখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। ডাশা বলল।

সে কি! পিটার অবাক হয়ে গেল। উপরওয়ালাকে সরিয়ে দেবে?

হ্যাঁ, রুটির কারখানার যে কমিটি আছে, সেইখানে ওরা এ নিয়ে কথা তুলবে। ডাশা বলল, ওর চাকরী তো গেল বলে।

তাই বলে উপরওয়ালাকে তাড়িয়ে দেবে? কিরে জুডি, কখনো এমন কথা শুনেছিস?

জুডি আর কথা বলবার ফুরসৎ পেলনা। কাটিয়া গরম গরম রুটি নিয়ে এসে হাজির। জুডি একখানা রুটি হাতে নিয়ে হেসে বলল, স্পাসিবো টোভারিস কাটিয়া!

কাটিয়া হাসল।

পিটার খানকয়েক রুটি খেয়ে ফেলল। কিন্তু তখনও তার ঘোর কাটেনি।

সে শুধু ভাবছে, উপরওয়ালাকে ওরা তাড়িয়ে দেয়! এখানে দেখছি সবই উল্টো, একেবারে উল্টো!

তাহলে মা আর বাবার কথাই ঠিক! গোটা সোভিয়েট দেশটাই উল্টো!

পাঁচ

ওরা আবার এসে পড়ল পথে। ডাশা বলল, চল, এবার মেট্রো দিয়ে যাওয়া যাক।

মেট্রো! সে আবার কি? জুডি জিজ্ঞেস করল।

মেট্রো হচ্ছে তোমাদের সাবওয়ে বা বিলেতের টিউব রেলের মতো। ডাশা বুঝিয়ে দিল।

পিটার আর জুডি এ ওর মুখের দিকে তাকাল। এখানেও তাহলে টিউব রেল আছে!

কিন্তু দেখবি টিউব রেল হয়তো মাটির নীচ দিয়ে না গিয়ে শূন্য দিয়ে চলেছে, পিটার জুডির কানে কানে বলল, এখানকারতো সবই উল্টো।

তা উল্টো হোকগে, জুডি ঠোঁট বাঁকিয়ে বলল, কিন্তু কত ভালো! আমার তো বেশ লাগছে।

হুঁ, তুই নিজেই একটা আস্ত গাধা কিনা, তাই বেশ লাগছে।

ফের পিটার, ভালো হবে না বলে দিচ্ছি!

আরে এস এস, পেছিয়ে পড়লে কেন? ডাশা তাড়া দিল। এই যে আমরা এসে পড়েছি। ওরা তাকিয়ে দেখল ওদের সুমুখে একটা চমৎকার বাড়ী, তার গায়ে বড় বড় হরফে লেখা METPO.

জুডি চেঁচিয়ে পড়ল, মেটপো। সে আবার কিরে বাবা!

না, ওটা মেটপো নয়, মেট্রো। ডাশা হাসল। ইংরেজি 'পি'র মতো দেখতে বটে, কিন্তু ওটা হচ্ছে আসলে 'আর'!

সবই উলটো, সব! পিটার বিড় বিড় করে বলল।

ওরা পথ থেকে এবার এসে ঢুকলো বাড়ীটার ভিতরে! সিঁড়িবেয়ে নীচে নেমে এল। ষ্টেশনটা কি চমৎকার! সাদা, হলদে, গোলাপী, নানা রঙের মারবেল পাথরে তৈরী, ব্রঞ্জের ঢাকনা দেওয়া বাতির সার একদিকে জ্বলছে। আলো এসে ঠিকরে পড়ছে রং বেরঙের পাথরের উপর। কি সুন্দরই না দেখাচ্ছে!

জানো, ডাশা ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, এই মেট্রো তৈরী করতে মস্কোর সবাই কত খেটেছে! আমিও তো এখানে কাজ করতাম।

সরু সরু অনেকগুলো লাইন চলে গেছে। ঝকঝকে গাড়ী-গুলো আসছে, যাচ্ছে। ডাশা পিটার আর জুডিকে নিয়ে একটা গাড়ীতে চেপে বসল। কয়েক মিনিট পরে পরেই ষ্টেশন। গাড়ী থামছে, লোক উঠছে, নামছে। পিটার আর জুডিতো অবাক!

গাড়ীর লোকেরা ওদের দেখে বিদেশী বলে বুঝতে পেরেছে। ওদের সঙ্গে কথা বলার জন্যে তাদের কি আগ্রহ! কিন্তু কোন দেশের ছেলেমেয়ে না বুঝতে পেরে ওরা নানা ভাষায় কথা কইতে লাগল। জার্মাণ, ফরাসী, চীনে, রুশ কোন ভাষাই বাদ গেল না। কিন্তু ইংরেজী আর কেউ বলে না। কি বিপদ!

ওরা কেমন ঘাবড়ে গেল। কথাই বুঝতে পারছে না ছাই,

উত্তর দেবে কি? ডাশারও বুঝিয়ে দেবার নামটি নেই। সে ওধারে এক বুড়ির সঙ্গে গল্পে আছে মেতে।

একটি মেয়ে হেসে ইংরেজিতে বলল, ওঁরা জিজ্ঞেস করছেন, আমাদের মেট্রো কেমন লাগল?

চমৎকার, চমৎকার! ত্রজনেই চেঁচিয়ে উঠল।

জানো, মেয়েটি গর্বকরে বলল, এটা আমরা সবাই মিলে তৈরী করেছি।

একটা ষ্টেশনে গাড়ী আসতেই ডাশা ওদের নিয়ে নেমে পড়ল।

আমার আবার রাত্রের রান্না-বান্না আছে, ডাশা বলল, আজ আর ঘোরা হবে না।

কিন্তু আমরা যদি—

পিটারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে জুডি বলল, আচ্ছা বাড়ীর কাছেই তো আমরা এসে পড়েছি।

হাঁ, এই তো কাছেই বাড়ী।

আমরা একটু ঘুরেটুরে যাব ভাবছি।

ডা, ডা, ডা। ডাশা বলল। কিন্তু দেখো, রাস্তা ভুল করে বোসো না! ঐ যে স্মুখের বাড়ীগুলো, ওরই পিছনে আমরা থাকি। বেশী দেরী কোরো না যেন!

স্পাসিবো! পিটার ধন্যবাদ জানাল।

ডাশা মিলিয়ে যেতেই পিটার বলল, ভারি আশ্চর্য্য তো! ডাশা এক কথায় রাজি হয়ে গেল?

রুশরা অমনি এক কথাতেই রাজি হয় গো হয়। জুডি ভারিক্কী চালে বলল।

ওরা প্লাটফর্মের মারবেল পাথরের মেঝের উপর দিয়ে হেঁটে চলল। আশ্চর্য্য! কোথাও টিকিটের টুকরো কি আধপোড়া সিগারেটের খণ্ড পড়ে নেই। ঝক্‌ঝক্ তক্‌তক্ করছে চারদিক। এক জায়গায় দুটি মেয়ে আর একটি উনিশ-কুড়ি বছরের ছেলে দেয়ালে রং দিচ্ছে। ছেলেটি তাদের দেখেই চেঁচিয়ে কি বলল। ওরা বুঝতে না পেরে উত্তর দিল, আমরা আমেরিকা থেকে আসছি।

আমেরিকাঙ্কি।

ডা, ডা! জুডি হাসল।

ওরা সবাই হাসল, কিন্তু কথা বলবার উপায় নেই। জুডি আর পিটারের তো সম্বল তিন চারটে কথা। তা দিয়ে কি কথা-বার্ত্তা চালানো যায়!

ওরা চলে আসছিল এমন সময় ছেলেটি ওদের হাতছানি দিয়ে ডাকল। পিটার আর জুডি কাছে এসে দাঁড়াতেই, সে তার রঙে ডোবান তুলিটা জুডির হাতে তুলে দিয়ে দেয়াল দেখিয়ে দিল।

পাঝালুইসটা!

পিটার আর জুডি বুঝতে পারল, ছেলেটি দেয়ালে রং লাগিয়ে দিতে বলছে। পিটারও একটা তুলি তুলে নিল।

জুডি তুলিটা নিয়ে বড় বড় করে লিখল: মেটপো!

পিটার একটা কাস্তে হাতুড়ী আঁকল।

চমৎকার! চমৎকার! জুডি হাত তালি দিতে দিতে চেঁচিয়ে উঠলো।

খোরোশো ! ছেলেটি বলল। ডা, ডা, ডা !

তারপর সাদা রং দিয়ে লেখা আর আঁকাগুলো ওরা বুজিয়ে দিল। দেয়াল আবার বকের পালকের মতো সাদা দেখাচ্ছে। এবার ওরা তুলি রেখে দিল।

ডা স্‌ভীডানিয়া ছেলেটি বলল। ডা স্‌ভীডানিয়া।

স্‌পাসিবো ! পিটার আর জুডি বিদায় নিল।

সিঁড়ি বেয়ে তারা উঠে এল উপরে। পথে পড়ে ওরা এগিয়ে চলল। তাড়াতাড়ি বাড়ী ফিরতে হবে। মার্গারেট মাসীমা বোধ হয় এতক্ষণে আপিস থেকে এসে গেছেন !

কিছুদূর এসেই ওরা দেখতে পেল, একটা লোক একটা ছোট্ট খোকা না খুকুকে চটে জড়িয়ে নিয়ে চলেছে !

দেখ, দেখ। জুডি আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল। সত্যি কি গরীব লোকগুলো ! একখানা কম্বলও জোটেনি। চটে জড়িয়ে নিয়ে চলেছে !

হঠাৎ চটের ভিতর থেকে খোকা লাফিয়ে পড়ে ছুটতে শুরু করল। লোকটাও তাকে ধরবার জন্য ছুটল পেছনে পেছনে।

ওরা অবাক হয়ে দেখল, খোকাখুকু তো নয়ই, একটা আস্ত শূয়োরছানা। লোকটা শূয়োর ছানাটাকে ধরে আবার চটে ভালো করে জড়িয়ে নিয়ে চলে গেল।

পিটার আর জুডি এ ওর মুখের দিকে চাইল।

এখানে কি সবই উল্‌টো নাকিরে বাবা ! পিটার বলে উঠল।

উল্‌টো হলেও কিন্তু ঠিক ! জুডি আস্তে আস্তে বলল।

এবার বাড়ী দেখা যাচ্ছে। পুরণো বাড়ীগুলো আর পার্ক পার হলেই বাড়ী।

ওরা এই ঝরঝরে পুরনো বাড়ীগুলো শীগ্‌গিরই ভেঙে ফেলবে। হাঁ, এখানে তৈরী হবে পার্ক। জুডি আপন মনে বলল। ফুলেফুলে ভরে যাবে চারদিক।

পিটার ওর মুখের দিকে তাকাল। জুডির কথা শুনে মনে হয়, ঐ ভাঙ্গা বাড়ীগুলোর ছাদের উপরে এখুনি বুঝি ফুলের গাছ গজিয়ে উঠবে, এক মিনিটে ফুলে ফুলে ভরে যাবে।

ওকেও তাহলে রাশিয়ার যাদুতে পেয়ে বসলো নাকি ?

ছয়

পরদিন ঘুম ভাঙতেই পিটার উঠে বসল। ভোর হয়েছে অনেকক্ষণ। রোদ এসে জানালা দিয়ে পড়েছে। মার্গারেট মাসীমা আর জুডি এখনো ভোঁস ভোঁস করে নাক ডাকাচ্ছেন। মনে একটু গর্বই হোল, ওদের থেকে সে অনেক আগেই উঠেছে। বিছানা থেকে উঠে সে পোষাক পরতে লাগল। কালকের কথা হঠাৎ তার মনে পড়ল। আচ্ছা, বিশ বছর পরে ফিরে এসেও কি দেয়ালে যেখানটায় রং দিয়েছে, সেখানটা সে চিনতে পারবে ? জুডিটা তো পারবেই না, মেয়েরা যা ভুলো ! ও কিন্তু ঠিক চিনে নেবে।

পোষাক পরে পিটার খাবার ঘরে এসে ঢুকল। ডাশা বসে খবরের কাগজ পড়ছে। সে ওকে ঢুকতে দেখেই হাসল।

খবরের কাগজ পড়ছি।

পিটার ওর পাশে চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ল। কি অদ্ভুত অক্ষরগুলো! দুএকটা ইংরেজীর মতো দেখতে বটে। আচ্ছা, রুশ ভাষা কি খুব শক্ত নাকি? পিটার জিজ্ঞেস করল।

শক্ত আর কি? ডাশা বলল আমি তো দশ বছর আগে পড়তে জানতাম না। এখন পড়তে আর লিখতে পারি।

পিটার তো অবাক, একটু কেমন অপ্রস্তুতও হোলো।

জানো, ডাশা বলল, আমাদের গাঁয়ে অনেকেই লিখতে-পড়তে জানতো না। জানবেই বা কি করে বল, একটা স্কুলও যে ছিল না। এখন স্কুল হয়েছে, লেখাপড়া শিখছে। এই তো আমি দশ বছর আগে কিছুই জানতাম না, শীগ্‌গিরই হাসপাতালে নার্স হব। আমার মেয়ে তো ডাক্তারী করছে।

এমন সময় আন্দ্রে এসে হাজির হলেন। কাল রাতে খাওয়ার সময় ওঁর সঙ্গে পিটারের আলাপ হয়েছিল।

সুপ্রভাত, তারপর খুব ভোরেই উঠেছ দেখছি। তিনি হেসে বললেন, মাসীমা আর জুডি এখনো ঘুমুচ্ছে। এতবেলা অবধি কি করে যে ঘুমোয়! পিটার বলে উঠল।

আজ ছুটির দিন কিনা। সবাই আজ দেরী করে ওঠে।

এবার জুডি ছুটে এল।

উঃ কি বেলাই হয়ে গেছে বাবা! সুপ্রভাত! কিন্তু আজ যেন রোববারের সকালের মতো লাগছে।

লাগবেই তো, আজ যে ছুটির দিন। পিটার উত্তর দিল।

মার্গারেট মাসীমাও এর মধ্যে উঠে এসেছেন। ওরা টেবিলে ল

গোল হয়ে বসে হাসি গল্পে সকালের খাওয়া শেষ করল। এবার এলেন মাসীমার এক রুশ বন্ধু। নাম আলেকজান্দার। ইংরেজী বেশ বলেন, মাঝে মাঝে অবশ্যি কথা খুঁজে পাননা, তখন হাত নেড়ে বুঝিয়ে দেন।

ওরা সবাই মিলে চলল পার্ক অফ্ কালচার দেখতে।

পথে এসে আলেকজান্দার বললেন, চল, নদীর ধার পর্য্যন্ত হেঁটে যাই, তারপর একটা নৌকা নেব'খন।

মস্কভা নদীর ধারে ওরা এসে পৌঁছল। আজ ছুটির দিন, তাই ভিড় জমেছে। হাসি, গল্পে, গানে সবাই মসগুল। ওরা একখানা ছোট নৌকোয় উঠে পড়ল। হালের কাছে সাদা টুপি পরা একটা লোক বসে অ্যাকর্ডিয়ন বাজাচ্ছে।

ইস, হারমোনিয়াম-বাঁশীটা ফেলে এলাম! পিটারের আফশোষ হোল।

থাক্, হারমোনিয়াম-বাঁশী বাজিয়ে আর কান ঝালাপালা করতে হবে না! জুডি মুখ বাঁকাল।

ওরা এবার এসে পৌঁছল একটা সাঁতারের জায়গায়।

জুডি আর পিটার আনন্দে নেচে উঠল, আমরাও সাঁতার কাটব মাসীমা!

তারপর মুষড়ে পড়ল। সাঁতারের পোষাক যে কেউ নিয়ে আসে নি! ইস এমন আনন্দটাই মাঠে মারা গেল!

মাসীমা বুঝতে পেরে হেসে বললেন, ভয় নেই, এখানে সব বন্দোবস্ত আছে।

ওদের নিয়ে পাশের একটা ছোট ঘরে গিয়ে তিনি ঢুকে

পড়লেন। সারি সারি সাঁতারের পোষাক রয়েছে। সবাই এক একটা টেনে নিল।

তারপর চলল সাঁতার আর ওয়াটার-ভলিবল খেলা।

স্নান সেরে পোষাক পরে এবার ওরা এল রেস্তোঁরায়। অতক্ষণ সাঁতার কেটে খিদেটা বেশ পেকেছে।

রেস্তোঁরায় টেবিলে টেবিলে লোক। একপাশে চমৎকার ব্যাণ্ড বাজছে। ওরা এক কোণে বসে পড়ল।

আজ তো বেশ গরমই পড়েছে, আলেকজান্দার বললেন, ঠাণ্ডা ওক্‌রোশ্‌কা আনতে বলি কি বল!

তিনি ওয়েটারকে হাঁক দিলেন, টোভারিস, ঠাণ্ডা ওকরোশকা স্থপ নিয়ে এস। ওয়েটার নামটা লিখে নিয়ে চলে গেল।

চারদিকে ছুরিকাঁটার ঝনঝনানি, সবাই খাচ্ছে, পিটার আর জুডি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলল। তাদের ওয়েটার সেই যে গেছে, তার এখনো দেখাটি নেই। এদিকে পেটের নাড়িভুড়ি শুদ্ধু হজম হবার জোগাড়! পিটার আর থাকতে পারল না, মাসীমাকে ডেকে বলল, এখানে আমরাই তো ওয়েটার। সেই থেকে আশায় আশায় বসে আছি, কখন আসবে খাবার।

মার্গারেট মাসীমা হাসলেন, তারপর তাদের ওয়েটারকে দেখতে পেয়ে হাঁকলেন, টোভারিশ।

সেইচাস, সেইচাস! আস্‌ছি আস্‌ছি বলতে বলতে ওয়েটার চলে গেল।

রুশরা এমনিই হয়। মাসীমা হাসলেন।

কেন, আজ খুব তো দেরী হচ্ছে না! আলেকজান্দার বললেন।

বাবাঃ! এও দেরী নয়। জুডি হাসল, আমেরিকার লোকেরা কিন্তু খাবারের আশায় এতক্ষণ বসে থাকতে রাজি নয়!

আলেকজান্দার হেসে বললেন, নিচেভো!

তার মানে? পিটার জিজ্ঞেস করল।

তার মানে হচ্ছে, মার্গারেট বললেন, কিছু মনে কোরোনা!

নিচেভো! জুডি ঠিক আলেকজান্দারের মতো কাঁধে ঝাঁকুনি দিয়ে বলল।

এবার ওয়েটার এসে হাজির। হাতে তার কয়েকখানা প্লেট আর একজাগ ভর্ত্তি সুপ। সুপের ভেতরে মস্ত একটুকরো বরফ উঁকি মারছে। আলেকজান্দার সুপ চামচে দিয়ে পরিবেশন করতে লাগলেন। একেবারে দুধের মতো সুপ, শশা আর পেঁয়াজ তাতে ভাসছে।

এই হচ্ছে সুপা ওকরোশকা! মার্গারেট মাসীমা হেসে বললেন।

পিটার আস্তে আস্তে চাম্‌চে দিয়ে একটু মুখে দিল। জুডি চামচে দিয়ে নাড়তে লাগল। সে কিছুতেই মুখে দেবে না। আগে পিটার পরখ করে দেখুক।

পিটারের বোধ হয় ভালোই লাগছে। সে আর এক চামচে তুলে মুখে দিল। জুডির আর তর সইল না। সে তাড়াতাড়ি পুরো এক চামচে নিয়ে মুখে পুরে দিল।

কি টকরে বাবা! এমন বিচ্ছিরী জিনিষ কেউ আবার খায় নাকি?

চমৎকার! আলেকজান্দার সুপ খেতে খেতে বললেন।

মাসীমাও তারিয়ে তারিয়ে স্থপ খাচ্ছিলেন। হঠাৎ মুখ তুলে ওদের দিকে চেয়ে দেখলেন, ওরা পেঁয়াজ আর শশার কুচি খুঁজছে।

তোমাদের ভালো লাগছে না বোধহয়। আমারও প্রথমটায় ভালো লাগেনি, এখন অভ্যেস হয়ে গেছে। আচ্ছা, তোমাদের জন্য ঠাণ্ডা বর্স আনতে বলছি।

না, না, স্থপের দরকার নেই! পিটার তাড়াতাড়ি বলল।

না, না, সত্যি দরকার নেই মাসীমা! জুডিও চেঁচিয়ে উঠল।

ওয়েটার এবার বর্স এনে হাজির করল। চমৎকার রং কিন্তু। দেখলেই খেতে ইচ্ছে করে! কিন্তু কেমন হবে কে জানে। ভয়ে ভয়ে ওরা মুখে দিয়ে দেখল। বাঃ রে, ভারী চমৎকার তো! এবার ওরা চুক চুক করে সব স্থপ টুকুই খেয়ে ফেলল।

পর পর আরও রকমারি খাবারের পর এল আইসক্রিম। জুডি আর পিটার তো মহা খুশি। অন্য সবাই কখন খাওয়া শেষ করেছে, কিন্তু পিটার আর জুডির খাওয়ার কামাই নেই। বেশ কটা আইসক্রিম খেয়ে ওরা উঠে পড়ল।

এবার ওরা এসে পড়ল ছেলে মেয়েদের পার্কে। পার্কের এক পাশে খুব উঁচু একটা মাচার মতো ইস্পাত দিয়ে তৈরী হয়েছে। তাতে সিঁড়ি আছে, সেই সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠতে হয়। মাচার এক পাশে কতগুলো প্যারাচুট ঝুলছে। সবাই দাঁড়িয়ে দেখছিল, এরই মধ্যে একটি ছেলে তর তর করে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে এল। একজন লোক তার কাঁধে প্যারাচুটটা বেঁধে দিতেই সে মাচা থেকে ঝাঁপ খেয়ে পড়ল। প্যারাচুটটা

আস্তে আস্তে খুলতে খুলতে ছাতার মতো বড় হয়ে গেল। ছেলেটি নীচে নেমে এল।

আমিও অমনি ঝাঁপ খাব, জুডি চেঁচিয়ে উঠল।

যাওনা, সিড়ি বেয়ে উঠে যাও! আলেকজান্দার বললেন।

জুডি আর তার পেছনে পেছনে পিটার উঠে এল মাচার উপরে। লোকটি ওদের কাঁধেও দুটো প্যারাচুট বেঁধে দিল। জুডি ঝাঁপ খাবে প্রথম। মাচার উপর এসে সে দেখতে পেল, মার্গারেট মাসীমা আর আলেকজান্দার বহু দূরে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছেন। নীচের দিকে তাকিয়ে ওর কেমন ভয় হোল।

কিরে ভয় পেলি নাকি? পিটার পাশে দাঁড়িয়ে বলল।

হাঁ, ভয় আবার কিসের! জুডি সামলে নিল। ঐ যে ওঁরা দূরে দাঁড়িয়ে আছেন।

পিটারেরও একটু ভয় যে না করছে তা নয়। অতটা উঁচু থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে একটু ভয় করে বই কি। গা কেমন ছমছম করছে। কিন্তু জুডির চাইতে আগে ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে তো! পিটার চোখ বুজে ঝাঁপিয়ে পড়ল। কখন যে নীচে এসে নেমেছে সে টেরই পেল না। প্যারাচুটটা সে কাঁধ থেকে খুলে দিতেই, ওপরের লোকটি টেনে তুলে নিল।

এবার জুডির পালা। সে মাচার উপর চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। লোকটিকে হেসে বলল, উঃ, কি যে ভয় করছে।

লোকটিও হাসল।

জুডি এক পা এগিয়ে গিয়ে আবার পেছিয়ে এল। কিন্তু ভয় খেলে তো চলবে না! পিটারই একা বাহাদুরি নেবে যে।



হাঁ, সে ভাস্‌ছে। প্যারাচুটটা বোধ হয় খুলছে, মাঝে মাঝে লাগছে ঝাকুনি। ঠাণ্ডা হাওয়া তীরের মতো নাকে মুখে এসে লাগছে। আর কতদূর? কতদূর?

নীচে নেমে তার মনে হোল, এতো খুব সোজা ব্যাপার।

জুডি চেঁচিয়ে বলল, মাসীমা আমি আবার ঝাঁপ খাব।

আমিও। পিটারও আবদার ধরল।

বেশত, মাসীমা হেসে বললেন।

পিটার আর জুডি আবার মাচার উপরে উঠে এল। আবার কাঁধে বাঁধা হোল প্যারাচুট।

জুডি বলল, জানো পিটার, আমি যখন থিয়েটারে পরীর পার্ট করব, তখন এমনি প্যারাচুট বেঁধে উড়ব।

যাঃ প্যারাচুট বাঁধবে না হাতি! থিয়েটারে তো পোষাকে তার জুরে দেয়, আর সেই তার ধরে টানে।

না, আমি প্যারাচুট দিয়েই উড়ব।

এবার ওরা দুজনেই সহজে নেমে এল। একটু ভয় করল না। মাসীমা ওদের নিয়ে এলেন কতগুলো ছোট ছোট দোকানের কাছে। এখানে লজেন্স, বিস্কুট, আইসক্রিম সবই বিক্রি হচ্ছে। ওরা কাছে যেতেই একটি মেয়ে তার দোকান থেকে হাঁকল, চাই, এস্‌কিমো পাই, এস্‌কিমো!

পিটার আর জুডি দাঁড়িয়ে পড়ল।

এস্‌কিমো পাই! দুটো কিনব মাসীমা?

মাসীমা দুজনকে দুটো এস্‌কিমো পাই কিনে দিলেন। সরু সরু কাঠির উপরে চকোলেট রঙের আইসক্রিম। ঠিক ওদের দেশের এস্‌কিমো পাইর মতোই স্বাদ!

বাড়ী এসে খাওয়া-দাওয়া সেরে ওরা গেল অপেরায়। সেখানে এখন যে পালা হচ্ছে, তার নাম বরিস গদানভ।

রাশিয়ার জার আর তার প্রজাদের নিয়ে গল্প। জার কিরকম অত্যাচার করত, তাই-ই দেখানো হয়েছে। গান বাজনা, পোষাক, সিন—সবই চমৎকার! জুডি তো সারাক্ষণের মধ্যে একটিবারও স্টেজ থেকে চোখ ফেরাতে পারল না। পিটারের কাছে পালাটা তেমন ভালো লাগল না। খুব লম্বা কিনা। সে বসে বসে দর্শকদের দেখতে লাগল। ঠিক ওদের পাশের বক্সে মাথায় রুমাল বাঁধা কয়েকটি মেয়ে বসে আছে। মাঝে মাঝে এ ওর কানে কানে কি বলছে যেন। সাদাসিদে ওদের পোষাক কই এমন সাদাসিধে পোষাকে ওদের দেশে তো কেউ বক্সে বসে অপেরা দেখে না! না এখানে সবই উলটো! পিটার ভাবল।

অপেরা শেষ হয়ে গেলে ওরা হেঁটে বাড়ী ফিরল। পথে কি ভিড়! সবাই বাড়ী ফিরছে। ওরা রেড স্কোয়ারের ভিতর দিয়ে হেঁটে চলল। ক্রেমলিনের দেয়াল দেখা যাচ্ছে। পথের আলো এসে পড়েছে তার গায়ে। দেয়ালের পিছনে বড় বড় বাড়ির চূড়ায় চূড়ায় লাল নিশান আগুণের শিখার মতো ঝলমল করছে।

ঢং ঢং করে কোথায় যেন ঘণ্টা বেজে উঠল। বারোটা বাজল! মার্গারেট মাসীমা বললেন, শোন, শোন, বাজনাটা শোন।

সত্যিই ঘণ্টা বাজা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বাজনা শোনা গেল। একটা গানের সুর বাজছে।

আচ্ছা, সোভিয়েটের জাতীয় সঙ্গীত কি? পিটার হঠাৎ জিজ্ঞেস করল।

ঐ তো বাজছে। আলেকজান্দার উত্তর দিলেন। ওর নাম ইনটারন্যাশনাল।

এবার ওরা রেড স্কোয়ার পার হয়ে এল। তখনো ইনটারন্যাশনালের সুর এসে কানে বাজছে। বলছে ঃ

জাগো, জাগো, দুনিয়ার উপবাসী আত্মারা জাগো!

সাত

পরদিন পিটার আর জুডি ট্রেণে চেপে বসল। গোর্কি পর্য্যন্ত যাবে ট্রেণে, তারপর জাহাজে চড়ে পৌঁছবে গিয়ে সোচি। ট্রেণে ওঠবার সময় মাসীমা দুখানা চেক বইয়ের মতো লম্বা বই দিয়ে দিলেন। ওরই মধ্যে রেল আর জাহাজের টিকিট তো আছেই, তাছাড়া দিনে তিনবার খাবার, হোটেলে থাকবার জন্যও রসিদ রয়েছে। একএকখানা করে রসিদ কেটে দিলেই হোল। পিটার দুটো বইই পকেটে ঢোকাতে যাচ্ছিল, জুডি বাধা দিল।

না, না, আমারখানা আমাকে দাও। জুডি চেঁচিয়ে উঠল।

আচ্ছা নে, নে! পিটার বলল। দেখিস, আবার হারাসনে যেন! টিকিট বই কিনে পকেটে তো আর ন'ডলার আছে। বইখানা হারালে খেতেই পাবি না।

থাক্, তোমাকে আর সাবধান করতে হবে না! নিজেরটা সাবধান করে রেখো তো!

গোর্কিতে পৌঁছেই ওরা সোজা জাহাজঘাটায় চলে গেল।

ভলগার উপরে জাহাজ থেমে আছে। নাম তার পারী কমিউন।

পিটার আর জুডি ভলগার খুব নাম শুনেছে। নামজাদা গাইয়ে পল রোবসনের 'ভলগার মাঝি' রেকর্ডটাও ওদের বাড়ীতে আছে। কতবার ওরা রেকর্ডটা শুনেছে, আর ভেবেছে, ভলগা না জানি কেমন দেখতে হবে। কিন্তু ভলগা দেখে ওরা খুশি হতে পারল না। কি আর এমন! একটা বড় নদী, ঘোলা জল—এমনি তো হাজারো নদী আছে!

কথা ছিল, সুসানও এখান থেকেই জাহাজে চাপবে! ওরা সুসানের খোঁজে জাহাজে গিয়ে উঠল। ডেকের উপরেই সুসানের সঙ্গে দেখা।

উঃ, তোমাদের সেই থেকে খুঁজছি। কোথায় ছিলে এতক্ষণ? সুসান জিজ্ঞেস করল।

পিটার হেসে বলল, ভলগাকে দেখছিলাম।

সত্যিই দেখবার মতো! সুসান বলল।

ছাই দেখবার মতো! জুডি মুখ বাঁকাল, ঘোলা জলের আবার দেখা কি?

কিন্তু রাশিয়াকে এই ভলগাই তো বাঁচিয়ে রেখেছে। সুসান ওদের নিয়ে রেলিঙের ধারে এসে দাঁড়াল।

ভলগা নাচতে নাচতে বয়ে চলেছে, দূরে ঘন পাইন বন। এখানে ওখানে ক্ষেত। ধান আর সোনালী যবের ছড়াগুলো হাওয়ায় দুলছে। কারখানার চিমনি থেকে বেরুচ্ছে ধোঁয়া। হাঁ, এই ভলগা! এই ভলগা ওদের মা, ওদের বাঁচিয়ে

রেখেছে। পিটার এবার বুঝতে পারল, কেন ওরা ভলগা নিয়ে গান বাঁধে।

সুসান এবার বলল, চল, আমাদের কামরায় যাই। পিটারের কামরায় দেখলাম, লাল ফৌজের একজন সেনাপতিও যাচ্ছেন।

উনি ইংরেজি জানেন নিশ্চয়ই ? পিটার আনন্দে নেচে উঠল।

মোটেই না !

সুসানের কথায় পিটার কেমন মুষড়ে গেল। ভেবেছিল বেশ গল্প করতে করতে যাবে, সেনাপতির কাছ থেকে কত গল্প শুনতে পাবে। তা আর হোলো না।

জুডি আর সুসান তাদের কামরায় গিয়ে ঢুকল। পিটার গেল তার নিজের কামরায়। লাল ফৌজের সেনাপতির সেখানে দেখা মিলল না। ওরা আবার ডেকে ফিরে এল। এরই মধ্যে ডেকে যাত্রীরা যে যার জায়গা করে নিয়েছে। একপাশে একদল চাষা বসে গল্প করছে। ওধারে একটি মেয়ে তার মোটটা মাথায় দিয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে।

উঃ জাহাজে কি ভিড় ভাই! জুডি বলল।

শীগ্‌গিরই বেশী জাহাজ তৈরী হবে, তখন আর এমনি ভিড় হবে না।

পিটার সুসানের মুখের দিকে তাকাল! রাশিয়ায় সবারই কি এক সুর !

ওরা এবার ঘুরতে ঘুরতে ডেকের একেবারে সুমুখের দিকটায় এসে পড়ল। অনেকে বসে বসে পড়ছে। একটি লোক একটা একর্ডিয়ন-এ ঠেস দিয়ে ঝিমুচ্ছে।

ওকে একটু বাজাতে বল না! জুডি সুসানকে বলল।

এখন না, রাতে বলব'খন।

রাতে ওরা আবার ডেকে এসে হাজির হোল। ভলগার বুকে ঘনিয়ে এসেছে রাত, জাহাজের আলো ভাঙা ঢেউয়ের উপর আছড়ে পড়ছে। আকাশ কুয়াশায় ঢাকা, পারের গাছগুলো আবছা দেখা যাচ্ছে। ওরা রেলিঙ ধরে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। এ যেন রূপকথার দেশ আর কি! হঠাৎ বাজনা আর গানের আওয়াজ কানে ভেসে এল। ওরা ছুটে গিয়ে দেখল সেই লোকটি অ্যাকর্ডিয়ন বাজাচ্ছে, আর সবাই জুড়েছে গান। পিটার আর জুডিও গুনগুন করে গাইতে শুরু করল। মানে বোঝে না, তবু গানের সুরটা ভারী ভালো লাগছে।

গান থেমে গেল, অ্যাকর্ডিয়নের বাজানাও শোনা যাচ্ছেনা। হঠাৎ কে যেন গেয়ে উঠল এক অদ্ভুত গান। কান্না, বুক ফাটা কান্না—সুর নেই, তাল নেই, অথচ বুকটা কেমন শির শির করে ওঠে।

উজবেকিস্তানের গানই অমনি, সুসান বলল, সুর নেই, তাল নেই, কিন্তু শুনতে এত সুন্দর।

উজবেকিস্তান কোথায় ভাই? জুডি জিজ্ঞেস করল।

সোভিয়েট এসিয়ার একটা জায়গা। ওদের ওখানে আগে তো কিছুই ছিল না। এখন ওখানে কলকারখানা বসেছে। ওরা মানুষ হয়ে উঠেছে।

গান শেষ হোল আবার অ্যাকর্ডিয়ন বেজে উঠল। এবার শুরু হোল নাচ। পিটার, জুডি, সুসান সবাই দলে ভিড়ে

নাচতে শুরু করল। নাচ ভাঙলো অনেক রাতে। সুসান আর জুডির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে পিটার এসে নিজের কামরায় ঢুকল। লাল ফৌজের সেনাপতি বসে বই পড়ছিলেন। অল্পই তার বয়েস। তিনি পিটারকে দেখে হেসে বললেন, আমেরিকান্স্কি?

ডা, পিটার উত্তর দিল।

আর বেশি কথার বলারও উপায় নেই! পিটার এসে বিছানায় বসল। সেনাপতি মশাইও আলো নিভিয়ে দিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ে বললেন, পাকোই নই নোচী!

পিটার আন্দাজে বুঝতে পারল, ওকথাটার মানে হচ্ছে শুভরাত্রি। সেও শুভরাত্রি জানাল।

সুসান আর জুডির চোখে কিন্তু অতো তাড়াতাড়ি ঘুম এল না। তারা তখন নানা গল্প জুড়ে দিয়েছে!

এ জাহাজের সহকারী ক্যাপটেন একটি মেয়ে। সুসান বলল। সকালে ওর সঙ্গে আলাপ হোল।

বল কি? জুডি হাসল, পিটার শুনলে মূর্চ্ছা যাবে যে।

কখনো এসব দেখেনি কিনা তাই! সুসান বলল।

আমিও তো দেখিনি। তাই বলে ওর মতো অমন করছি না তো!

ছেলেরা অমনিই হয়! সুসান হাসল।

ভোর বেলা পিটার ডেকে নীল টুপি আর জামাপরা একটি ছিপছিপে মেয়েকে দেখতে পেল। তার টুপি দেখে সে ঠাউরে নিল মেয়েটি কে। সুসানকে মেয়েটির কথা জিজ্ঞেসও করল না। সুসান কথাটা বলবার জন্য আই ঢাই করছিল।

খাবার টেবিলে সে পিটারকে কথাটা বলল। জানো পিটার, এই জাহাজে একটি মেয়ে ক্যাপটেন আছে।

কি হয়েছে তাতে ? পিটার কথাটায় আমলই দিল না।

একটু বেলা হতেই জাহাজ এসে ভিড়ল এক জায়গায়। দূরে পাহাড়ের উপর শহর দেখা যাচ্ছে।

কাজানে আমরা এলাম, সুসান বলল, এ শহর দেখেছি, আমি আর পারে যাব না।

জুডি আর পিটার পাখাওলা পিন আঁটা একটি মোটা-সোটা মেয়ের সঙ্গে বাসে চেপে শহর দেখতে চলল।

বাসে বসে মেয়েটি শুধু বকবক করতে লাগল। যেন দম-দেওয়া রেকর্ড আর কি ? কান একেবারে ঝালাপালা !

মুখ বাড়িয়ে একটার পর একটা বাড়ী দেখাচ্ছে, আর বকবক করে চলেছে। ওরা পার্ক অফ্ কালচার, লেনিনের মূর্ত্তি, স্কুল, কারখানা-সব ঘুরে ঘুরে দেখল। সব জায়গায়ই লেনিনের ছোট বড় ছবি। পিটারের কেমন অদ্ভুত লাগল। সেই স্মোলনী থেকে সুরু করে সব জায়গায়ই তো লেনিনের ছবি দেখছে। শুধু লেনিন আর লেনিন !

কেমন অদ্ভুত লাগছে না তোর ? পিটার জুডিকে জিজ্ঞেস করল।

কি আবার অদ্ভুত লাগবে ? জুডি বলল।

আমরা তো স্কুলে অনেক বীরের কথা পড়েছি কিন্তু লেনিনের নামও তো শুনিনি।

সত্যি, লোকটা কে ভাই ? জুডি বলল, কখনো নামও শুনিনি।

মেয়েটি ওদের কথা শুনে এগিয়ে এসে বলল,, লেনিন আমাদের বিপ্লবের নেতা। আমাদের কমরেড। আমরা কি তাঁকে সম্মান না করে পারি!

পিটার আর জুডি লেনিনের মূর্ত্তির দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখেনি। ফেরবার পথে তারা আবার মূর্ত্তির সামনে এসে দাঁড়াল। এতবড় বীরকে না দেখে তারা যায় কি করে?

লেনিনের বিরাট মূর্ত্তি দাঁড়িয়ে আছে। মনে হয় হাত তুলে তিনি যেন কি বলছেন। আর তার চোখ দুটি চেয়ে আছে ভবিষ্যতের দিকে। দেখে কেমন যেন ভালই লাগল, ওরা হাত তুলে তাঁকে সামরিক কেতায় সেলাম করল।

না, না, অমনি করে নয় টোভারিস, মেয়েটি মুঠো করা হাত তুলে বলল, এই একে বলে লাল সেলাম।

ওরা লাল সেলাম জানিয়ে আবার চেপে বসল বাসে।

এদিকে ঘুরে ঘুরে খিদেও পেয়েছে, জাহাজে এসেই ওরা ছুটে এল খাবার ঘরে। সুসান টেবিলে বসে একটি নিগ্রো ছেলের সঙ্গে রুশ ভাষায় কথা বলছে। ছেলেটি পিটারেরই বয়েসী হবে, পরনে তার উঁচু কলারের রুশ কোর্তা।

পিটার আর জুডি নিগ্রো ছেলেটিকে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল। তারপর সুসানের কাছে এসে দাঁড়াল।

আরে এস, এস! টেডের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, সুসান বলল, টেড, এরা পিটার আর জুডি, আর এই হচ্ছে টেড। খুব ভালো ইংরেজী বলতে পারে। আর্টেক যাচ্ছে। জুডি আর পিটারকে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সুসান আবার

বলল, চেয়ার টেনে বসে পড়। টেড খুব চমৎকার গল্প বলতে পারে।

পিটার আর জুডি চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়লো।

টেডই প্রথম কথা বলল, আমাদের সোভিয়েট কেমন লাগছে তোমাদের? আমেরিকার থেকে নিশ্চয়ই আলাদা?

হাঁ, পিটার বলল।

আচ্ছা, তোমার মা বাবা নিশ্চয়ই আমেরিকার লোক? জুডি জিজ্ঞেস করল।

হাঁ, কিন্তু আমি এখানেই জন্মেছি। ইংরেজী শিখেছি বটে, কিন্তু রুশ ভাষা বলতেই আমার ভালো লাগে।

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। পিটার তাকিয়ে দেখল, জুডি কেমন উসখুস করছে। পিটারেরও ভালো লাগছে না।

উঃ কি গরম! জুডি হঠাৎ চেয়ার ছেড়ে লাফিয়ে উঠল।

উঃ সত্যিই, একেবারে সিদ্ধ হয়ে গেছি। পিটারও উঠে দাঁড়াল।

আচ্ছা পরে দেখা হবে! জুডি আর পিটার বিদায় নিচ্ছে দেখে সুসান অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল, কি হোল তোমাদের?

উঃ যা গরম! বলেই দুজনে গেল বেরিয়ে।

বেরিয়ে এসে রেলিঙে ভর দিয়ে দুজনে খানিকটা চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল। এক সময়ে জুডি বলে উঠল, মাগো মা, জাহাজটার উপর ঘেন্না ধরে গেছে!

আমারও। পিটার মাথা নেড়ে সায় দিল।

আট

পরদিন ভোরে জুডি উঠে পোষাক পরল, চুল আঁচড়ালো. সুসান তখনও বিছানায় শুয়ে আড়মোড়া ভাঙছে। সে জুডির দিকে তাকিয়ে বলল, এত তাড়াতাড়ি চললে কোথায়? আর কাল তোমাদের কি হয়েছিল বলতো? ভূত দেখেছ যেনো, এমনি করে ছুটে পালালে?

জুডি উত্তর না দিয়ে হন হন করে কামরা থেকে বেরিয়ে গেল। ডেকে এখনো বড় কেউ ওঠেনি! শুধু একজন ভদ্রমহিলা বসে বসে বই পড়ছেন। জুডির জুতোর শব্দে তিনি চমকে উঠে আবার বইয়ের পাতায় মন দিলেন।

জুডি খাবার ঘরে এসে দেখল, পিটার একা বসে খাচ্ছে।

উঃ কি গরম! পিটার ওর দিকে তাকিয়ে বলল।

ভীষণ! হয়তো শীগ্‌গিরই ঝড় উঠবে, আচ্ছা ঐ ভদ্রমহিলাটিকে দেখেছ, ঐ যে যিনি সারারাত কোলে বই নিয়ে বসে থাকেন?

দেখেছি বই কি? সারাদিনই বই পড়েন। টেডের ব্যাগও বইয়ে ভর্ত্তি, হাকল্‌বেরী ফিনও রয়েছে।

হাঁ, আমিও দেখেছি। জুডি বলল, ওরা কিন্তু কেউ কারো মুখের দিকে তাকালনা।

দেখ, দেখ কাশা দিয়ে গেছে। পিটার বলে উঠল।

সকাল বেলা জাউ খেতে কার ভালো লাগে! জুডি কাশার

বাটিটা ঠেলে দিল। পরিচারককে ডেকে বলল, আমাকে ওমলেট দিয়ে যাও।

ওমলেট খেতে তার ভালো লাগলো না। এক টুকরো ভেঙে মুখে পুরে দিয়েই লাফিয়ে উঠল! উঃ, কি গরম! জিভই পুড়ে গেল!

লাল ফৌজের সেনাপতি মশাই এসে টেবিলে বসলেন, তার পিছনে পিছনে এল টেড। সে এসেই বলল, ডা ব্রায়ে উটরা টোভারিস।

জুডি আর পিটার প্লেট থেকে মুখ না তুলেই বলল, সুপ্রভাত। তারপর ঠিক কালকের মত সবাই চুপচাপ। টেড এবার সেনাপতি মশাইর সঙ্গে কথা কইতে শুরু করল। জুডি ভাবলো, শুধু কালো বলেই তো ওর সঙ্গে কথা কইতে ইচ্ছে করছে না। নইলে ওতো বন্ধু হবার মতো ছেলে। কিন্তু মাগো, চামড়া যে কালো! আমেরিকায় নিগ্রোরা সব চাকর আর দারোয়ান, ঠিক আমাদের মতো ওরা নয়। কিন্তু টেড তো আমাদেরই মতো। তাই বুঝি কেমন অদ্ভুত লাগছে। জুডি কাঁটা দিয়ে এক টুকরো ওমলেট তুলে নিয়ে ভাবতে লাগল, খেতে তার ইচ্ছে নেই।

কমরেড বরিস বলছেন, টেড ওদের দিকে তাকিয়ে বলল, আর কিছুক্ষণের ভিতরেই জাহাজ একটা ষ্টেশনে গিয়ে অনেকক্ষণ থামবে। আমরা ইচ্ছে করলে জায়গাটা ঘুরে দেখে আসতে পারি।

জুডি টেডের দিকে তাকাল। কোঁকড়া চুল, সুন্দর মুখখানা,

বড় বড় ছুটি চোখ জ্বল জ্বল করছে—পিটারের মতোই একটি ছেলে। শুধু পিটার সাদা, আর টেড কালো—এইতো তফাৎ। জুডি মনে মনে ভাবল, ছিঃ ছিঃ, কালো চামড়া বলে কি ও আমার বন্ধু হবে না? ও মার্ক টোয়েনের হাকল্‌বেরী ফিন পড়তে ভালোবাসে, আমিও বাসি। তবে? না, না, টেড আমার বন্ধু, বন্ধু!

জুডি টেডের হাত ধরে বলল, চল এখুনি সুসানের কাছে যাওয়া যাক। ওতো আমাদের সঙ্গে যাবে, আচ্ছা টেড, তুমি নাকি এরোপ্লেন চালানো শিখবে? সুসান বলছিল। ভয় করবে না তোমার? আমরা তো মস্কোতে প্যারাসুট নিয়ে ঝাঁপ খেতে গিয়ে ভয়ানক ঘাবড়ে গিছলাম।

এই মিথ্যুক! আমরা বলছিস কেন, বল্‌ আমি, পিটার রেগে উঠল।

আচ্ছা জুডি, নিউইয়র্কে কখনো গেছ? টেড জিজ্ঞেস করল।

বাঃ রে যাইনি! জুডি, ঘাড় বাঁকিয়ে বলল, ওখানেই তো আমরা থাকি। আমাদের বাড়ির নম্বর পনেরো ফিফ্‌থ এভিনিউ।

আমার খুব দেখতে ইচ্ছে করে কিন্তু।

পিটার মুখ গোমরা করে বসে ছিল। এবার সে আরো চটল; শেষে কিনা জুডিটাও ঐ টেডটার দলে গিয়ে ভিড়ল! চেয়ার ঠেলে সে উঠে দাঁড়াল।

আমি ডেকে চললাম। সেনাপতিমশাই, জুডি, টেড ওর মুখের দিকে তাকাল। পিটার হন হন করে বেরিয়ে গেল।

জাহাজ এসে একটা ষ্টেশনে ভিড়েছে। ষ্টেশনের ধারে শাকসব্জী, আর ফলের দোকান বসে গেছে। সিঁড়ি ফেলতেই পিটার পারে নেমে এল। দোকানীরা চেঁচিয়ে ডাকল, হাতদিয়ে আপেল তুলে নিয়ে দেখাল কিন্তু পিটার তাদের কথায় কান না দিয়ে সোজা গ্রামে ঢুকে পড়ল। পথের ত্বপাশে সারি সারি কাঠের বাড়ী, রং-এর বালাই নেই। একধারে শুধু একটা নতুন সাদা বাড়ী। পিটার সেইদিকেই পা চালিয়ে দিল।

নতুন বাড়ীটায় সে কাউকে দেখতে পেলনা। তার মনে হোল, এটা হয়তো স্কুল, সবাই ছুটিতে ক্যাম্পে গেছে। কত মজা লুটছে ওরা, আর সে এখানে বসে বসে গরমে ঘামছে। পিটার একটা দোলনা দেখে তাতে চেপে বসল। তুলতেও ভালো লাগছেনা ছাই! যা গরম! কিন্তু করবেই বা কি? জাহাজে যেতেও তার ইচ্ছে নেই। ওরা সবাই একজোট হয়েছে। এমন কি জুডিটাও সুসান আর টেডের দলে ভিড়ে গেছে। যাকগে ও একাই থাকবে!

খানিকক্ষণ দোল খেয়ে পিটার এবার বাজারের দিকে এগিয়ে গেল। উঃ কি তেষ্টাই পাচ্ছে তার! বাজারে ঢুকতেই এক বুড়ো দাড়িওয়ালা রুশ তার নাকের কাছে একটা তরমুজ তুলিয়ে কি সব বলে গেল। তরমুজটা মস্ত বড়, খেতেও বোধ হয় চমৎকার। পিটার তরমুজটার দিকে তাকাল।

ডা, ডা! বুড়ো হেসে তিনটে তরমুজ দেখিয়ে বলল, আদিন রুবল! পিটার বুঝতে পারল না। বুড়ো আবার একটা আঙ্গুল তুলে দেখাল। তার মানে এক রুবলে তিন তিনটা তরমুজ।

পিটার পকেট হাতড়ে দেখল, একটা সিকি-ডলার আছে। সে মনে মনে হিসেব করে দেখল, এক রুবলে বিশসেণ্টের কিছু বেশী। দর কষাকষি করলে সে আর একটা তরমুজও বুড়োর কাছ থেকে আদায় করতে পারে। কিন্তু তার দরকার কি? তিনটেতেই হবে। একটা জুডি, একটা সুসান, আর একটা সে নিজে—তাহলেই তো হোল। না. না, টেডের জন্যে আর নেয় না! ঐ কালো ছেলেটাই তো যতো নষ্টের গোড়া! পিটার বেছে বেছে তিনটে তরমুজ নিয়ে সিকিটা বুড়োর ঝুড়িতে ফেলে দিল।

এদিকে জাহাজের ভেঁপু বেজে উঠেছে। আকাশ মেঘে মেঘে ছেয়ে গেছে, ঝড়ও আসছে। পিটার তাড়াতাড়ি তরমুজ তিনটে বুকে চেপে ছুটল। কি ব্যাপার! বুড়োও যে তার পেছনে পেছনে চিৎকার করে ছুটতে শুরু করেছে!

বাঃ রে! দাম তো দিয়ে দিলাম, আবার চিৎকার জুড়েছ কেন? পিটার মুখ ফিরিয়ে বলল।

কিন্তু বুড়ো নাছোড়বান্দা। সে এসেই পিটারের হাত থেকে তরমুজগুলো কেড়ে নিতে গেল। পিটারও ছাড়বে না, আঁকড়ে ধরে আছে। দেখতে দেখতে জমে উঠল ভিড়। সবাই চেঁচাচ্ছে আর কি যেন বলছে। পিটার ভারী মুস্‌কিলেই পড়ল। এদিকে ঘন ঘন বাজছে ভেঁপু। শেষে কি জাহাজ ওকে ফেলেই ছেড়ে দেবে নাকি! কিন্তু পালাবারও যে উপায় নেই, চারদিক থেকে ছেঁকে ধরেছে!

আবার ভেঁপু বাজল। পিটার হতাশ হয়ে তরমুজ কটা ফেলে দিয়ে বলল, নাও, হোল তো? এবার আমাকে ছেড়ে দাও!

ওরা কিন্তু শুনল না, ওর মুখের কাছে মুখ নিয়ে কিচির-মিচির করে কি যেন বলতে লাগল। এমন সময় পিটার দেখতে পেল টেড আসছে। পিটার গলা ছেড়ে ডাকল, টেড, টেড!

টেড ভিড়ের ভিতর দিয়ে পথ করে ওর কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, ব্যাপার কি পিটার?

আর ভাই. তরমুজ কিনে পয়সা দিলাম, কিছুতেই নেবে না। পিটার প্রায় কেঁদেই ফেলল।

আচ্ছা, আমি দেখাচ্ছি। টেড বুড়োর কাছে গিয়ে কি বলল। বুড়ো সিকি ডলারটা বার করে দেখাল। টেড সেটা পকেটে পুরে একটা রুবল বার করে তার হাতে দিল। বুড়ো এবার খুব খুশি। ধূলো থেকে তরমুজগুলো তুলে টেডের হাতে দিল, একটা ফাউ দিতেও ভুলল না।

এদিকে ভেঁপু বাজছে, আকাশও মেঘে মেঘে আঁধার। হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকে উঠল, তারপরেই কড় কড় কড়াৎ আর বড় বড় ফোঁটায় বৃষ্টি। টেড পিটারের হাত ধরে টানতে টানতে এসে জাহাজে উঠল। জাহাজ একটু পরেই দিল ছেড়ে।

চল, এবার সুসান আর জুডিকে খুঁজে বার করি। টেড বলল। ওরা ডেকে এসে দেখল, রেলিঙের ধারে দাঁড়িয়ে সুসান আর জুডি বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা মুখ পেতে ধরছে।

ঐ যে ওরা! পিটার চেঁচিয়ে উঠল।

জুডি ছুটে এসে তরমুজগুলো বুকে চেপে ধরে বলল, বাঃ কি চমৎকার!

খোরোশো! সুসান চেঁচিয়ে উঠল, কারো কাছে ছুরি আছে?

আমার কাছে আছে। টেড পকেট থেকে তুমুখো ফলার একখানা ছুরি বার করে দিল। তরমুজ কাটতে সুরু করল ওরা। টেডও ওদের সঙ্গে বসে গেছে। টেডের দিকে তাকিয়ে পিটারের কেমন লজ্জা হোল। ছিঃ ছিঃ সে টেডের মতো ছেলের সঙ্গে তার কালো চামড়া বলে মিশতে চায়নি! অথচ টেডই তাকে বাঁচাল! নইলে যে কি হোত কে জানে! পিটার সরে এসে রেলিঙের ধারে দাঁড়াল। আকাশে যেন যুদ্ধ চলেছে মেঘে মেঘে। মাঝে মাঝে কামানের মতো মেঘ গর্জ্জে উঠছে, ধারায় নেমেছে বৃষ্টি!

পিটার পিছন ফিরতেই লালফৌজের সেনাপতি মশায়ের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। সেনাপতি মশাইকেও ওরা দলে টেনে নিয়েছে। তিনিও বসে গেছেন তরমুজ খেতে। পিটারও একখানা ভাগ পেল। অতো মিষ্টি তরমুজ, অথচ গলা দিয়ে যেন নামতে চাইছে না। তবু সে জোর করেই বলল, চমৎকার!

আমেরিকায় এমনি তরমুজ আছে? টেড জিজ্ঞেস করল।

আছে। জুডি বলল, কিন্তু এমন মিষ্টি নয়।

পিটার আড় চোখে একবার টেডের দিকে তাকিয়ে বলল, তরমুজ কিনতে গিয়ে যা হাঙ্গামায় পড়েছিলাম! আর একটু হলে ওখানেই পড়ে থাকতে হোত! টেডই আমায় বাঁচিয়েছে।

সবাই টেডের মুখের দিকে তাকাল। টেড বলল, না, না, এমন কিছু নয়। চাষীরা আমেরিকার ডলার দেখে গোলমাল বাঁধিয়েছিল! ওরা ভেবেছিল, পিটার বুঝি ওদের ঠকিয়েছে।

কিন্তু তুমি না থাকলে, কি যে মুস্কিল হোত টেড। পিটার টেডের দিকে তাকিয়ে বলল। টেড হাসল।

পিটার আরো অপ্রস্তুত।

কাল থেকে জুডি আর তোমার কি হয়েছিল পিটার? সুসান জিজ্ঞেস করল এবার।

না, না, কিছু নয়। পিটার আর জুডি তো লজ্জায় লাল।

আমি কিন্তু সবই জানি, টেড বলল, বাবা আর, মা বলেছেন আমেরিকার সাদা লোকেরা নিগ্রোদের তুচোখে দেখতে পারে না। আমার কেমন বিশ্বাস হোত না। এখন ঠিক ব্যাপারটা বুঝতে পারলাম।

পিটার এসে টেডকে বুকে জড়িয়ে ধরে বলল, টেড, টেড, আমাকে মাপ কর ভাই।

দূর, এর আবার মাপ কি? টেড হেসে বলল, তোমার দেশ এতদিন যে ভুল করেছে, তুমিও তাই করেছিলে। এবার তোমার ভুল ভাঙল।

সুসান বলে উঠল, সোভিয়েট যেন এমনি করে মানুষের সব ভুলগুলো ভেঙে দেয় টেড।

হাঁ, সে একদিন তা দেবেও।

পিটার তাকিয়ে দেখল টেডের কালো মুখ খানা ঝলমল

নয়

লেনিনগ্রাদে ওরা জাহাজ থেকে নেমে তখনই একটা ট্রেণে চেপে বসল। সন্ধ্যেবেলা ট্রেণ পৌঁছল রস্টভ। রস্টভ শহরটা বেশ বড়। বড় বড় পথ, চমৎকার বাড়ীর সার, পার্ক—সবই আছে এখানে। ওরা শহর দেখে সে রাতটা একটা হোটেলে কাটাল। পরদিন ভোরেই আবার ট্রেণ। ট্রেণ ছুটে চলল। পথে পাহাড় বার্চ আর পাইনের ঘন বন নেই, শুধু মাঠের পর মাঠ দিগন্তে গিয়ে মিশেছে। মাঠে ঘাস শুকিয়ে হলদে হয়ে গেছে। ওরা ইন্টুরিস্ট অফিসের সেই পাখাওয়ালা পিন আটা মেয়েটির কাছে শুনলো, এই হচ্ছে রাশিয়ার স্তেপ। স্তেপের কথা ওরা বহু বইতে পড়েছে, তখন ভেবেছে হয়তো সিঁড়ির মতো ধাপে ধাপে উঁচুতে উঠে গেছে এমনি কোনো একটা ব্যাপার হবে। এখন দেখে ওদের ভুল ভাঙলো। এযে শুধু মাঠের পর মাঠ, তারপর মাঠ।

ট্রেণ এসে এবার পৌঁছল অর্ডঝনিকিজ-এ। রাশিয়ার দক্ষিণে ওরা এসে পড়েছে। স্টেশনের কাছে বহু খেজুরগাছ দেখা যাচ্ছে। একটা হোটেলে এসে খেয়ে দেয়ে আবার রওনা হোলো ওরা। এবার বাসে চেপে যাবে টিফ্লিসে।

এখানে এখনো খুব শীত। তাই ইন্টুরিস্ট আফিসের মেয়েটি ওদের গরম সোয়েটার বার করে পরে নিতে বলল। ওরা গায়ে সোয়েটার চাপিয়ে উঠে বসল বাসে। বাস

আমেরিকা, ফ্রান্স, রাশিয়া, নানা জায়গার লোক দেখতে দেখতে ভর্তি হয়ে গেল। ভেঁপু বেজে উঠল। বাস ছুটলো ধূলো উড়িয়ে। দূরে পাহাড়। মনে হয়, কে যেন একরাশ মেঘকে ঝেঁটিয়ে এক জায়গায় জড়ো করে রেখেছে।

বাস এবার পাহাড়ের কাছে এসে পড়ল। বারে বারে ঝাঁকুনি লাগছে। ঠাণ্ডা হাওয়া এসে বিঁধছে চোখে মুখে। সূর্য্যের দেখা নেই। মেঘে মেঘে কালো আকাশ। এবার শুরু হোল বৃষ্টি। বাস এসে থেমে গেল একটা নদীর পারে। আর যাবে না। নদীর ওপারে গিয়ে আর একটা বাসে চাপতে হবে।

পাহাড়ে নদী, বেশী বড় নয়, কিন্তু জলের খুব তোড়। একটা পুল আছে, দুধারে দড়ির রেলিঙ্। যাত্রীরা কোন রকমে রেলিঙ্ ধরে ধরে পার হয়ে গেল। ওরা এবড়ো-খেবড়ো পার বেয়ে উঠে এল পথে। বাসের দেখা নেই। রুশযাত্রীরা স্যুটকেশের উপর জাঁকিয়ে বসে গল্প-গুজব শুরু করল। ফরাসী আর আমেরিকার লোকেরা বার বার ঘড়ি দেখছে। টেড আর সুসানও রুশদের সঙ্গে ভিড়ে গেছে। পিটার আর জুডি কি করবে ভেবে পেল না। হঠাৎ পিটারের মাথায় একটা ফন্দি এল, সে জুডিকে বলল, বাসের জন্যে এখানে কতক্ষণ বসে থাকব। তার চাইতে খানিকটা হাঁটি চল্। পথে বাস দেখলে চেপে বসব'খন।

কিন্তু যদি পথ হারিয়ে ফেলি ?

হুঁ পথ হারালেই হোল! পিটার ঠোঁট বাঁকাল। আর পথ তো এই একটাই। দাঁড়া, ওদের জিজ্ঞেস করছি।

ইনটুরিস্ট আফিসের মেয়েটির কাছে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল, হাঁ এই একটাই পথ। টেড আর সুসানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ওরা রওনা হোল।

এঁকে বেঁকে পথ চলে গেছে, কতদূরে তাই বা কে জানে! কিন্তু বসে থাকার চাইতে হাঁটা ঢের ভালো। পিটার আর জুডি পথের ধার থেকে ঘাস ছিঁড়ে নিয়ে চিবুতে চিবুতে চলল। চলেছে তো চলেছেই। বাসের আর দেখা নেই। এদিকে খিদেও পেয়ে গেছে। সেই কখন খেয়ে বেরিয়েছে ওরা!

জুডি পিটারকে বলল, খিদে পায়নি ?

পায়নি আবার! কিন্তু এখানে খাবার নিয়ে কে বসে আছে। চল, জোরসে চল, দেখবি খিদে কোথায় উবে যাবে। লেফট রাইট, লেফট রাইট!

দুজনে মার্চ করতে করতে চলেছে। পথের ধারে এবার দেখা দিল একটা ছোট্ট নদী। জল টল টল করছে। দুজনে ঝুকে পড়ে জল খেয়ে নিল। কি ঠাণ্ডা জল! দাঁত কন্‌কন্‌ করতে শুরু করেছে।

ইস্ দাঁত কটা পড়ে না যায়! জুডি হেসে উঠল।

উঃ একেবারে বরফের মত ঠাণ্ডা, পিটার বলল।

ওরা মুখ মুছে চলতে শুরু করবে, এমন সময় ঘোড়ার খুরের শুনতে পেল আওয়াজ। পেছন ফিরে দেখল দুটো কালো ঘোড়ায় চড়ে দুজন লোক আসছে। তাদের পরণে ফারকোট, মাথায় কালো টুপী।

কশাক···কশাক! জুডি চেঁচিয়ে উঠল।

ঠিকই বলেছিস! ঐ দেখনা, ছুরি রয়েছে কোমরে।

আমি ওদের একটা লাল সেলাম ঠুকছি, দেখি ওরা কি করে? জুডি হাত উঁচু করে সেলাম করতেই ওরাও হাত উঁচু করে সেলাম জানিয়ে চলে গেল।

আমাদের দেশে পথে কিন্তু এমন কশাক দেখতে পেতুম না, জুডি হেসে উঠল, বড় জোর, একখানা ঝরঝরে ফোর্ডগাড়ী ধূলো উড়িয়ে চলে যেত।

ভারি তো! কশাক দেখে স্বর্গে উঠলাম আর কি! পিটার মুখ বাঁকিয়ে বলল, এদিকে পেট যে চোঁ চোঁ করছে। দেশে হলে এতক্ষণে হাজার হাজার খাবারের দোকান চোখে পড়ত। এমন হতচ্ছাড়া দেশ দেখিনি বাবা!

চল না, আর একটু গেলেই হয়ত পাওয়া যাবে।

খাড়া পথ বেয়ে ওরা উঠতে লাগল। মেঘ কেটে গেছে, সূর্য্য আবার আকাশে উঁকি ঝুঁকি মারছে। হঠাৎ জুডি চেঁচিয়ে উঠল, দেখ, দেখ পিটার!

পিটার তাকিয়ে দেখল, সত্যিই কিছুদূরে কয়েকটি বাড়ী দেখা যাচ্ছে।

ওরা ছুটে গেল। ছোট ছোট পাথরের বাড়ী। আঙিনায় গলা ফুলিয়ে কয়েকটা মুরগী ঘুরে বেড়াচ্ছে। একটা বাড়ীর বারান্দায় একটি মেয়ে বসে কি সেলাই করছে। ওরা যেতেই মেয়েটি মুখ তুলে তাকাল।

জুডি কাছে এগিয়ে গিয়ে বলল, পাঝালুইস্টা! এখানে খাবার মিলবে?

মেয়েটি কিছু বুঝতে না পেরে ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে রইল।

পাঝালুইস্‌টা, পিটার এবার চিৎকার করে বলল, আমরা খিদেয় মরে যাচ্ছি। কিছু খেতে দাও।

এমন সময় বেরিয়ে এল এক বুড়ী। পিটার অনেক বোঝাতে চেষ্টা করল, কিন্তু বুড়ী কিছুই বুঝতে পারছে না। জুডি নামজাদা অভিনেত্রী হবে কিনা, তাই সে অত সহজে হাল ছাড়ল না। হাত পা নেড়ে, পেটে হাত দিয়ে, চোখ থেকে জল বার করে সে বুঝিয়ে দিল, তাদের খিদে পেয়েছে।

বুড়ী বুঝতে পেরে প্লেটে করে খানিকটা পনীর আর মোটা মোটা রুটি এনে তাদের খেতে দিল। ধন্যবাদ, বুড়ীমা ধন্যবাদ! জুডি খুশিতে উপছে পড়ল।

স্‌পাসিবো! বলল পিটার।

ওরা খাওয়া তো শেষ করল, এবার চাই জল। জুডি আবার অভিনয় করে দেখাল।

বুড়ি ওদের ডেকে নিয়ে গেল বাড়ীর ভিতরে। ভিতরটা অন্ধকার ঘুরঘুট্টি। একপাশে একটা আগুনের কুণ্ড জ্বলছে। বুড়ী ঘরে ঢুকে এক কোন থেকে একটা কলসী বার করে গেলাসে জল ঢালছে, এমন সময় হঠাৎ পিটার চীৎকার করে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে পাখার ঝাপটানি আর কিচির মিচির শব্দ।

বুড়ী খুট্‌ করে সুইচ টিপে আলো জ্বেলে দিল।

ওমা, এখানেও বিজলী বাতি রয়েছে যে! দুজনে অবাক হয়ে গেল।

ওরা জল খেয়ে বুড়ীকে ধন্যবাদ জানিয়ে চলে আসছিল, এমন সময় জুডি বলল, এই পিটার, খাবারের দাম দিতে হবে না!

সত্যিই তো, দাম না দিয়েই চলে যাচ্ছিলাম! পিটার পকেট থেকে কয়েকটা রুবল বার করে বুড়ীর হাতে দিতে গেল, বুড়ী মাথা নেড়ে জানালো, সে নেবে না।

ওরা এবার নেমে এল পথে।

দেখেছিস, ওরা ভারী ভালো মানুষ! পিটার চলতে চলতে বলল। ভালো মানুষ হলে হবে কি, গুমোরও খুব! কিন্তু ভারী মজা লাগল, এই বন-বাদাড়ে বিজলী বাতি দেখে। সুসানকে জিজ্ঞেস করতে হবে তো!

নাও এবার তাড়াতাড়ি চল। বাস এসে গেল নাকি কে জানে। ওরা ছুটতে শুরু করল।

দশ

ছুটে ছুটে হাঁপিয়ে পড়ল ওরা। বাসের দেখা নেই। এখন তো ফিরে যাওয়াও চলে না।

জুডি বলল, চল না আর একটু এগিয়ে দেখি।

দুজনে আবার চলতে চলতে এক জায়গায় এসে থেমে পড়ল। সোজা পথটা এখানে এসে বেঁকে গেছে। পিটার ঝুপ করে একটা পাথরের উপর বসে পড়ল।

না, আর চলতে পারছিনে! বাস আসুক চাই না আসুক, এখান থেকে আর এক পা নড়ব না।

আচ্ছা তুমি বোস, আমি একটু এগিয়ে গিয়ে দেখি।

জুডি একটু এগিয়ে গিয়ে চীৎকার করে বলল, পিটার, পিটার! দেখ, দেখ! ঐ ঢালু জায়গাটায় একখানা পুরনো ফোর্ডগাড়ি থেমে আছে।

কোথায়, দেখি তো? পিটার ছুটে এল।

সত্যিই তো! খাড়া পাহাড়ি পথটা ঢালু হয়ে নেমে গেছে, আর সেখানে থেমে আছে একখানা ফোর্ডগাড়ি। দুটো লোক ইঞ্জিন পরীক্ষা করছে। একজন তো তাল গাছের মতো ঢেঙা, আর একজন বেঁটে খাটো, বেশ গোলগাল মানুষটি। ঢেঙা, লোকটা কি বলতেই বেঁটে লোকটি একবার আকাশের দিকে, আর একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে লাফাতে শুরু করল।

ওই মোটা লোকটা আমাদের আমেরিকার লোকই হবে। জুডি বলল, ওরা নিশ্চয়ই আমাদের গাড়িতে তুলে নেবে। চল না, ওদের কাছে যাই।

ওরা ছুটতে যাবে এমন সময় ঢেঙা লোকটা ইঞ্জিনের ঢাকনাটা বন্ধ করে গাড়িতে চেপে বসল, মোটা লোকটিও সঙ্গে সঙ্গে লাফিয়ে উঠে পড়ল।

জুডি আর পিটার তো মরীয়া হয়ে ছুটছে। গাড়ীখানা চলে গেলে কি দশা হবে কে জানে।

ইঞ্জিনের শব্দ আসছে, গাড়ী চলতে শুরু করেছে।

নাঃ, ছুটে লাভ নেই। গাড়ি ছেড়ে দিয়েছে। জুডি থামল।

ভস্ ভস্ ভস্। ইঞ্জিন শব্দ করছে, গাড়িটা চলতে শুরু করেছে। কিছুদূর গিয়ে গাড়িটা আবার থেমে গেল।

নে, নে, এবার ছুটে চল! পিটার বলল, গাড়ীটা চলবার আগেই ওদের আমরা ধরে ফেলব।

ওরা কাছে এসে দেখল, গাড়িটা তেমনি দাঁড়িয়ে আছে। ঢেঙা লোকটা ড্রাইভারের সীটে বসে হতাশভাবে মাথা নাড়ছে। আর মোটা লোকটি সূর্য্যের দিকে তাকাচ্ছে আর ঘন ঘন ঘড়ি দেখছে। ঢেঙা এবার একটা সিগারেট ওর হাতে দিতেই লোকটা সিগারেটটা মাটিতে ছুঁড়ে ফেলে জুতো দিয়ে ব্যাঙ-চ্যাপ্টা করে দিল।

উঃ কি রাগ দেখেছিস! পিটার ফিস ফিস করে বলল, ও আমেরিকার লোক না হয়েই যায় না।

ঢেঙা কিন্তু রুশ। শুনলেনা, বলছে, নিচেভো।

ওরা গাড়ির কাছে এসে দাঁড়াল। মোটা লোকটা নিজের পকেট থেকে একটা চুরুট বার করে ধরিয়ে নিয়ে কসে টান্‌ছে। পিটার আর জুডির দিকে তাকিয়েও দেখছে না। রুশভাষায় একটানা কি যেন ড্রাইভারকে বলে চলেছে।

আমেরিকান না হাতি! জুডি বলে উঠল, লোকটা খাঁটি রুশ।

পিটার ওর কথার উত্তর না দিয়ে গাড়িটা ঘুরে ফিরে দেখে বলল, বোধ হয় পেট্রল ফুরিয়ে গেছে।

মোটা লোকটির এবার ওদের দিকে নজর পড়ল।

আমেরিকাঙ্কি? সে জিজ্ঞেস করল।

পিটার আর জুডি মাথা নেড়ে সায় দিল।

উঃ খুব সময়ে এসে পড়েছ তো। লোকটি ইংরেজীতে বলল,

নাও, এবার গাড়িটা ঠিক করে দাও। ড্রাইভারটাও হয়েছে তেমনি, শুধু চালাতেই জানে। দেখ না, কেমন গুটি মেরে বসে আছে। এদিকে যে দেরী হয়ে যাচ্ছে সে খেয়াল নেই। দাও না ভাই, চালিয়ে, তোমরা আমেরিকার লোক, তোমরা তো এসব কাজ জানোই।

চেষ্টা করে দেখতে পারি, পিটার গম্ভীর হয়ে বলল। ওকে আগে গাড়ি থেকে নামতে বল।

মোটা লোকটি ঢেঙাকে কি বলতেই সে গাড়ি থেকে সুড় সুড় করে নেমে এল। পিটার এবার জিজ্ঞেস করল, ট্যাঙ্কে পেট্রল আছে কিনা।

যথেষ্ট আছে, গ্যালন কে গ্যালন পেট্রল রয়েছে। এইত আসবার সময় ভরে নিয়েছি।

পিটার ড্রাইভারের সিটে বসে ইঞ্জিনটা ভালো করে দেখে নিল। তারপর ষ্টার্ট দিলে। একটু একটু নড়ে উঠছে ইঞ্জিনটা, শব্দও হচ্ছে। গাড়িটাও চলতে শুরু করেছে। কিন্তু কিছু দূর গিয়ে আবার যেকে সেই। নট নড়ন-চড়ন, নট কিচ্ছু।

এবার মোটা লোকটি জিজ্ঞেস করল, কিছু বুঝতে পারলে ?

একটু সবুর করুন না ! পিটার গাড়ি থেকে নেমে এল।

মোটা লোকটির আর তর সয়না, জুডির দিকে তাকিয়ে বলল, খুকু, তুমি একবার চেষ্টা করে দেখ না।

পিটারের অভিমান হোলো। বললে, এত তাড়া কিসের আপনার ?

বাঃ রে ! তাড়া নেই। আমি ফ্রিডবার্গ, আমার তাড়া নেই !

এদিকে যে রোদ চড়ছে, সে খেয়াল আছে ? সবাই আমার জন্য বসে আছে, ঠিক সময়ে গিয়ে পৌঁছতে না পারলে, সব ভেস্তে যাবে। আমাকে ছাড়া তো আর কিছু হবার যো নেই। আমি যে ফ্রিডবার্গ।

জুডি ইঞ্জিনটার উপর ঝুঁকে পড়ে পিটারের কানে কানে বলল, লোকটা কি পাগল নাকি ভাই। কেবল বলছে আমি ফ্রিডবার্গ, আমি ফ্রিডবার্গ।

পিটার কথা না বলে ইঞ্জিনের পরীক্ষা করতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে মুখ তুলে বলল, হুঁ, ঠিক ধরেছি, কাবুরেটরে তেল নেই। এক মিনিটে সব ঠিক করে দিচ্ছি।

পিটার আবার ড্রাইভারের সিটে বসে ষ্টার্ট দিল, ইঞ্জিনটা ভস্ ভস্ আওয়াজ করছে, চলতেও শুরু করেছে। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই আবার অচল হয়ে গেল।

আবার কি হোল, ফ্রিডবার্গ চেঁচিয়ে উঠলেন, উঃ কি সর্ব্বনাশ যে হোল আমার! আর একটু পরেই আলো চলে যাবে! তখন পৌঁছেই বা কি করব।

পিটার তার হা হুতাশে কান না দিয়ে নেমে পড়ে আবার ইঞ্জিনের ঢাকনাটা খুলে ফেলল।

রেঞ্চ আছে নাকি ?

রেঞ্চ, রেঞ্চটা কি জিনিষ বুঝিয়ে বলতো! ফ্রিডবার্গ কাছে ছুটে এলেন। পিটার তাকে বুঝিয়ে দিতেই তিনি আবার ড্রাইভারকে কথাটা বুঝিয়ে বললেন। ড্রাইভার একটা রেঞ্চ বার করে দিল। পিটার ঝুকে পড়ে রেঞ্চ দিয়ে একটা স্ক্রু খুলে ফেলল।

ফ্রিডবার্গ স্ক্রুটা হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, এইটে বুঝি

আলগা ছিল? ওটা একেবারে ছুড়ে ফেলে দাও না। ওদিকে দুটো বেজে গেল। ক্যামেরা-ট্যামেরা সব রেডি, অভিনেতারাও এসেছে, আর আমি এখানে—

ক্যামেরা! অভিনেতা? জুডি চেঁচিয়ে উঠল, আপনি কি ফিল্ম তুলছেন নাকি?

তুলছি বইকি! আমি ফ্রিডবার্গ, ফিল্ম তুলব না। ফ্রিডবার্গ সিগারে কসে টান মারল।

পিটার, অ-পিটার, জুডি কাছে এসে বলল, তাড়াতাড়ি কর ভাই! উনি ফিল্মের ডিরেক্টর। এখুনি গিয়ে না পৌঁছলে যে সব মাটি হয়ে যাবে।

পিটার জুডির মুখের দিকে একবার তাকাল, কোনো কথা বলল না। ব্যাপারটা খুবই জরুরী সন্দেহ নেই। সমস্ত রাশিয়ার ফিল্মের ভাগ্য তার উপর নির্ভর করছে। পিটারের বুকটা দুলে উঠল। পারবে তো সে? পিটার ইঞ্জিনের একটা জায়গায় মুখ নিয়ে জোরে ফুঁ দিল। ফুঁ-এর পর ফুঁ।

তারপর যন্ত্রটা এঁটে ঢাকনা বন্ধ করে দিল।

জুডি জিজ্ঞেস করল, সব ঠিক হয়ে গেছে তো ভাই?

হুঁ।

পিটার অন্তত আশা করছে তাই। কিন্তু নাও তো হতে পারে। বুক তার দুরু দুরু করছে সন্দেহে। কি জানি, গাড়ি যদি না চলে, তাহলে তো সব মাটি হয়ে যাবে। আর লজ্জাও তো বটে। বড় হলে সে হবে ইঞ্জিনিয়ার, আর সে কি না একটা গাড়ীর ইঞ্জিনও মেরামত করতে পারছে না!

পিটার আবার উঠে বসল ড্রাইভারের সিটে, স্টার্টারটা ঠেলে দিল, এক্সিলারেটরে দিল জোরে চাপ। ইঞ্জিনটা শব্দ করছে, ভস্ ভস্ ভস্! হাঁ, গাড়ি এবার বুঝি চলবে। এই যে চলতে শুরু করেছে।

পিটার গাড়ি থামিয়ে জানালা দিয়ে মুখ বার করে বলল, গাড়ী ঠিক হয়ে গেছে। তখনও তার বুক কাঁপছে।

ফ্রিডবার্গ একলাফে গাড়িতে উঠে বসলেন। তারপর পিটারের হাত নিয়ে সে কি ঝাঁকুনি!

বলসয় স্পাসিবো, টোভারিস, অনর্গল রুশ ভাষায় তিনি বলতে লাগলেন।

পিটার নেমে পড়ল গাড়ী থেকে, ড্রাইভার উঠে বসল। জুডি দরজা ধরে দাঁড়িয়েছিল। বলল, আমাদের হিচ দেবেন আপনি?

হিচ্! ফ্রিডবার্গ হেসে বললেন, টোভারিস তোমরা যা চাও তাই-ই দেব। হিচ্ কাকে বলে জানিনা, কিন্তু রাশিয়ায় যদি পাওয়া যায় তো, গিয়েই পার্শেল করে পাঠিয়ে দেব।

ওরা দুজনে ফ্রিডবার্গের বলবার ঢং দেখে হেসে ফেলল। পিটার বুঝিয়ে দিল, হিচ্ মানে হচ্ছে পথের যাত্রীকে গাড়িতে তুলে নেওয়া।

আরে এখুনি, এখুনি! ফ্রিডবার্গ দুজনকে গাড়িতে তুলে নিলেন।

গাড়ি এবার চলতে শুরু করল। ঢ্যাঙা ড্রাইভার ফ্রিডবার্গকে বহুক্ষণ ধরে কি যেন বলল। ফ্রিডবার্গ এবার ওদের বললেন।

কমরেড ইভান বলছে, ও এবার গাড়ি মেরামতের সব কাজ

শিখে ফেলবে। লোকটা ভারি স্কেমিল, কুড়ে যাকে বলে। ওকে লাথি মারতে যাচ্ছিলাম আর কি। তারপর তোমাদের নাম কি? কোথায় যাচ্ছিলে? এখানেই বা এলে কি করে?

পিটার আর জুডি সব কথাই খুলে বলল। জুডি অভিনেত্রী আর পিটার ইঞ্জিনীয়ার হবে একথাও বাদ গেল না।

আরে পিটার তো ইঞ্জিনিয়ার হয়েই গেছে। চল তোমাদের শুটিং দেখিয়ে আমিই টিফ্‌লিসে পৌঁছে দেব।

কি বললেন, শুটিং না কি? পিটার জিজ্ঞেস করল।

শুটিং, ফিল্মের শুটিং। আমি আগে হলিউডে ছিলাম। তাই ইংরেজিটা বেশ সড়গড় হয়ে গেছে। তোমরা হলিউড দেখনি?

না। পিটার বলল।

এখনো দেখিনি, কিন্তু দেখব ঠিকই। জুডি বলল।

না, না, ওখানে না যাওয়াই ভালো। আমি তো কাজই করতে পারলাম না। তার চাইতে এখানে থেকেই অভিনয় শেখো না।

হঠাৎ একটা বাসের ভেপু বেজে উঠল। ইভানও গাড়ির বেগ কমিয়ে ভেঁপু বাজাল।

ঐ আমাদের বাস আসছে, পিটার বলে উঠল। আমাদের তো ওতেই উঠতে হবে।

না, না ফ্রিডবার্গ বললেন, আমি ওদের বলে দেবখ'ন।

বাস কাছে আসতেই ফ্রিডবার্গ ড্রাইভারকে ডেকে কি যেন বললেন, ড্রাইভারও কি বলল। তারপর বাস হাঁকিয়ে চলে গেল। ফ্রিডবার্গ বললেন, তোমাকে অভিনন্দন জানিয়ে গেল ড্রাইভার।

বলল, আমেরিকার মতো এমনি কলকব্জার কাজ আমাদেরও শিখতে হবে। আমিও তোমাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি !

পিটার লজ্জায় লাল হয়ে উঠে বলল, যাঃ আপনি বড় বাড়িয়ে বলছেন ! ওতো সবাই পারতো।

সবাই পারত না ছাই ! তুমি না এলে তো আমাকে সারাদিন এইখানেই পড়ে থাকতে হোত। আর ওদিকে যেত সব মাটি হয়ে ! ইভান তো হাল ছেড়েই দিয়েছিল। আর তুমি কিনা এক ফুঁয়েই গাড়ি চালিয়ে দিলে ! বাহাত্বর ছেলে বটে ! ফ্রিডবার্গ পিটারের পিঠ চাপড়ে দিলেন।

পিটার খুব খুশি। তার মনে হোল, গাড়ী চালানো তো সোজা ব্যাপার, সে ইচ্ছে করলে ঐ পাহাড়ের চূড়োটাকেও হাত দিয়ে ঠেলে ফেলে দিতে পারে !

সে জুডির কানে কানে বলল, শুনেছিস, কি বললেন ফ্রিডবার্গ !

জুডি মাথা নাড়ল।

এগারো

গাড়ি ছুটে চলেছে। ত্বধারে খাড়া পাহাড়। পথ ঢালু হয়ে নেমে গেছে নীচে। এখন বসন্তকাল। গাছে গাছে সবুজ পাতা, রোদ পড়ে ঝলমল করছে।

জুডি গাড়ির এককোনে চুপ করে বসে আছে। ওদিকে ফ্রিডবার্গ আর পিটার গল্প করছে। পিটার বাহাত্বর ছেলে,

আমেরিকার কথা বলছে। জুডির ভারী হিংসে হোল। সে হঠাৎ জিজ্ঞেস করল। কি ছবি আপনি তুলছেন এখন ?

ছবি ? ওঃ সিনেমার কথা বলছ বুঝি।

হাঁ, আমরা ওকে ছবি বলি।

তোমার খুব ভালো লাগবে দেখো! ফ্রিডবার্গ বললেন, তোমার মত অনেক ছেলেমেয়ে আমার ফিল্‌মে পার্ট করছে। আর তাতেই তো হয়েছে মুশকিল।

ওঃ বুঝেছি! ওরা বুঝি পার্ট করতে পারছে না।

খানিকক্ষণ সবাই চুপচাপ। জুডি এবার আপন মনে বলল, এই অভিশপ্ত দাগ!—দূর হও, দূর হও, আমি বলছি!

ফ্রিডবার্গ হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠলেন, তারপর বললেন, তুমি কিন্তু এখনো লেডি ম্যাকবেথ করবার মতো অতো বড় হয়ে ওঠনি জুডি। আর আমার ফিল্‌মে ওরকম গালভরা পার্টও নেই।

জুডির রাগ হোল। পিটারটাও খিল খিল করে হাসছে।

থাম বলছি পিটার! জুডি চেঁচিয়ে উঠল।

ইস্ জুডি খুব চটেছে তো! না, না, আমারই দোষ হয়েছে জুডি, ফ্রিডবার্গ বললেন, তুমি হ্যামলেটও জানো নাকি ?

জুডি কথা না বলে মুখ ঘুরিয়ে নিল।

পিটার বলল, জুডিটা তো থিয়েটার-পাগলা। রাতদিন বিড়-বিড় করে পার্টই করছে।

ফ্রিডবার্গ বললেন, কেন করবে না ? ওর তো অভিনেত্রী হবারই ইচ্ছে। তোমার জন্যে রইল ইঞ্জিন, আর জুডির জন্য থিয়েটার।

জুডি একথা শুনেও ফ্রিডবার্গের দিকে একবার তাকাল না। ফ্রিডবার্গ কিন্তু থামলেন না, বলে চললেন···

আজ আমরা একটা বাগানের সীন তুলব। সে ১৯০৫ সালের ঘটনা। তখন দেশজুড়ে অশান্তি, আর সেই অশান্তিই একদিন বিপ্লব হয়ে দেখা দিল। তেমনি দিনে চাষীদের একদল ছেলে-মেয়ে এসে একটা বাগানের বেড়ার ধারে দাঁড়াল। বাগানের গাছগুলো লাল টুকটুকে আপেলের ভারে নুয়ে পড়েছে। অনেক দিন তারা উপোস করে আছে, আপেল দেখেই তাদের খেতে ইচ্ছে হোল। একজন আস্তে আস্তে বেড়ার উপর উঠে বাগানের ভিতরে লাফিয়ে পড়ল। তারপর একে একে সবাই। এবার শুরু হোল আপেল খাওয়া····

ফ্রিডবার্গ একটু থামলেন।

তারপর? পিটার জিজ্ঞেস করল। জুডিও মুখ ফিরিয়ে শুনছে।

হাঁ, তারপর এল বাগানের মালিক। এখন ছেলেমেয়েদের কি অবস্থা ভাব তো? ওরা তো চোর, তাই না?

ফ্রিডবার্গ পিটারের মুখের দিকে তাকালেন।

কে বললে চোর, ওদের খিদে পেয়েছে, তাই খাচ্ছে! পিটার জ্বলে উঠল।

ঠিক, কমরেড ঠিক! ফ্রিডবার্গ পিটারের পিঠ চাপড়ে দিলেন। পৃথিবী আমাদের মা, তিনি আমাদেরই খাওয়ার জন্য দিয়েছেন আপেল, আর সেই আপেলের চারদিকে ওরা বেড়া দিয়ে ঘিরে রেখেছে। জানো, জেলে বসে কতদিন এই কথাই ভেবেছি।

জেলে! পিটার অবাক হয়ে গেল, জেলে ছিলেন নাকি আপনি?

পাঁচ পাঁচ বছর জেলে কাটিয়েছি। ফ্রিডবার্গ হাসলেন, আমি যে একজন পুরাণো বলশেভিক!

তারপর কি হোল? মালী তো এসে ওদের ধরল—

ফ্রিডবার্গ জুডির দিকে চেয়ে বললেন, হাঁ, কিছুক্ষণ তোমরা মালীর দিকে চেয়ে রইলে। তোমাদের খিদে তোমাদের শক্তি বাড়িয়ে দিয়েছে। মালীর আছে আপেল, পেটেও তার খিদে নেই—সে তো ভীরু। হাঁ, তোমরা তাকিয়ে রইলে তার মুখের দিকে। তারপর ছুটলে যে দিকে পার।

জুডির রাগ পড়ে গেছে, সে বলে উঠল, আচ্ছা, আপনি তোমরা বলছেন যে! আমাকেও নেবেন নাকি!

নেবই তো! তোমার মত একজন অভিনেত্রীকে কি ছাড়তে পারি।

যাঃ, আপনি ঠাট্টা করছেন।

না, না, ঠাট্টা নয়, ফ্রিডবার্গ হাসলেন, তুমি আমার ছবিতে পার্ট করবে।

সত্যি! জুডি আনন্দে কেঁদে ফেলল।

এই দেখ! এখুনি সব চোখের জল খরচ করে ফেলছ, তারপর ছবির সময় কি হবে?

জুডি লজ্জা পেয়ে জামার হাতায় চোখের জল মুছে ফেলল।

পিটার, তুমিও পার্ট করবে তো? ফ্রিডবার্গ পিটারকে জিজ্ঞেস করলেন।

নাঃ, আমার পার্ট-টার্ট আসেনা, পিটার বলল, তার চাইতে কমরেড ইভানকে নিয়ে ইঞ্জিনটা খুলে দেখব।

বেশ, বেশ! ফ্রিডবার্গ হেসে বললেন, এবার আমরা যুদ্ধক্ষেত্রে এসে গেছি। জুডি যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হও!

গাড়ি এবার থেমে পড়ল। পথের দুধারে সারি সারি আপেলের বাগান। ডালগুলো আপেলে ভর্ত্তি।

খবর্দার! গাছের ঐ সবজে আপেলগুলো খেওনা, ফ্রিডবার্গ বললেন, ওতে পেট কামড়ায়।

ওরা একে একে গাড়ী থেকে নেমে পড়ল। এরই মধ্যে বহুলোক সেখানে জড়ো হয়েছে। ক্যামেরা, সাউণ্ডট্রাক সবই তৈরি। ওরা নামতেই কয়েকজন কাছে ছুটে এল। ফ্রিডবার্গ তাদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে ভিড়ের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

জুডি একটা গাছে ঠেস দিয়ে বসে পড়ে বলল, আমার গাটা কেমন গুলোচ্ছে।

ভয় পেলি বুঝি? পিটার বলল।

ভয় না হাতি! শরীরটা খারাপ লাগছে তাই বললুম।

এমন সময় ফ্রিডবার্গ হাঁকলেন, জুডি, অ-জুডি! জুডি দৌড়ে তার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। এই যে-ইনি কমরেড ভেরা। উনি তোমার পোষাক আর মেক-আপ ঠিক করে দেবেন। ওঁর সঙ্গে যাও।

ভেরা জুডিকে নিয়ে চলে গেল খানিকটা দূরে। সেখানে মস্ত বড় বড় গাড়ি থেমে আছে। একটা গাড়িতে উঠে পড়ল ওরা। গাড়ির মধ্যে যেন আস্তাকুঁড় থেকে যত রাজ্যের

ছেঁড়া ন্যাকড়া এনে হাজির করেছে। ভেরা একটা ছেঁড়া ব্লাউস আর স্কার্ট বেছে নিয়ে জুডিকে পরতে দিল। জুডি পোষাক ছেড়ে সেই ছেঁড়া পোষাক পরল। ব্লাউসের হাতাটা মস্ত লম্বা। জু।ড গুটিয়ে ঠিক করে নিল। এবার ভেরা খানিকটা কালো রং নিয়ে লাগিয়ে দিল জুডির চোখের কোনে, চুলের গোছা টেনে তুলে ঝুঁটির মতো করে বেঁধে দিল মাথার উপরে। জুডির পরনে তখনো রয়েছে মোজা আর জুতো। ভেরা সেদিকে আঙুল দিয়ে দেখাতেই সে একটানে জুতো মোজা খুলে ফেলল। এবার ভেরা তার সুমুখে এনে ধরল একখানা বড় আয়না। জুডি তো নিজের চেহারা দেখে অবাক।

হাঁ, ঠিক দেখাচ্ছে, জুডি আপন মনে বলল, বড় গরীব আমি, বহুদিন পেটে কিছু পড়েনি।

আয়নায় মুখ দেখতে দেখতে হঠাৎ কেমন যেন ভয় হোল জুডির। চোখের কোনে কালি পড়েছে, তারই ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে ড্যাবডেবে দুই চোখ। পরনে ছেঁড়া পোষাক। এ সেই জুডি তো? পরক্ষণেই মনে হোল, সে অভিনেত্রী পার্ট করবার জন্য তৈরী হয়েছে।

গাড়ি থেকে নেমে সে আস্তে আস্তে চলতে লাগল। ঘাসগুলো পায়ের চাপে নুয়ে পড়েছে, বুকটা কাঁপছে দুরুদুরু! ঐ যে ফ্রিডবার্গ গাছের তলায় একখানা ক্যাম্বিসের চেয়ারে বসে আছেন। তাঁর হাতে একখানা খাতা। কি বলে ওই খাতা খানাকে? স্কৃপ্ট না? ফ্রিডবার্গ খাতা খুলে কি পড়ছেন, আর ওরই মতো সাজপরা ছেলেমেয়ের দল মন দিয়ে শুনছে। জুডি

কাছে এসে দাঁড়াতেই ওরা চিৎকার করে কি বলল। জুডিকেই ডাকছে তারা।

এই যে জুডিও এসেছে! ফ্রিডবার্গ বললেন, আমি সীনটা ওদের বুঝিয়ে দিচ্ছিলাম। তোমরা বেড়া টপকে বাগানে নেমে পড়বে। তোমাদের মুখে চোখে তখন ভয়ের ছাপ। তারপর দেখতে পেলে আপেল। লাল টুকটুকে আপেল। এবার ভয় উবে গেছে। আপেল খাচ্ছ আর ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছ। কিন্তু আপেল খাওয়ার সময় সবজে আপেল ছুঁয়ো না। ওতে পেট কামড়ায়।

ওরা দেখতে পেল একজন লোক গাছের তলায় তলায় আপেল ছড়িয়ে দিচ্ছে।

হাঁ, এবার শুরু কর! ফ্রিডবার্গ বলে উঠলেন।

জুডি ছেলেমেয়েদের দলে ভিড়ে বাগানের বেড়ার কাছে এসে দাঁড়াল। তারপর বেড়া টপকে এল গাছতলায়। ওরা এসে এক মিনিট দাঁড়াল থমকে, এবার শুরু হোল আপেল খোঁজা। আপেল ওরা কুড়তে লাগল।

নিয়েট, নিয়েট! ফ্রিডবার্গ ঘাড় নেড়ে চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। না, না হয়নি। ভালো করে তাকিয়ে দেখ।

ওরা তাকিয়ে দেখল, তিনি বেড়া টপকে বাগানে নেমে এসে ভয়ে ভয়ে এদিক ওদিক তাকাচ্ছেন। ভয়ে ভয়ে এলেন এগিয়ে। একটা আপেল তুললেন এবার, তারপর এক কামড় বসিয়ে দিলেন। তাঁর মুখে হাসি। খুব তাড়াতাড়ি খেয়ে চলেছেন।

ছেলে মেয়েরা বারবার সীনটা মহড়া দিল, কিছুতেই ঠিক

হয় না। ফ্রিডবার্গ শুধু ঘাড় নেড়েই চলেছেন। জুডি অভিনয় করবার সুযোগ পেয়েছে, তার মনে পড়ল সারা বার্ণার্ডের অমনি একটা ছবি কোথায় সে দেখেছে, তিনি থমকে দাঁড়িয়েছেন, তাঁর মুখে চোখে ভয়। জুডি তেমনি মুখের ভঙ্গী করে থমকে দাঁড়াল।

জুডি, জুডি, অতো অভিনয় কোরো না লক্ষ্মীটি! সারা বার্ণার্ড হলে ঠিকই হোত, কিন্তু তুমি যে জুডি! তোমরা ভয় পেয়েছ, তোমরা উপোস করে আছ, এই কথাটাই শুধু ভাবতে হবে।

পিটার গাড়ি খুলে ইভানকে কি বোঝাচ্ছিল, সে চেঁচিয়ে বলে উঠল, সেবার যখন ফ্লুতে ভুগছিলি, আমি এনে চুপি চুপি তোকে আইসক্রিম খাইয়েছিলাম—সে কথা মনে আছে তো? তখনকার কথাটা মনে কর। এদিকে মার ভয়, কখন তিনি এসে পড়েন, ওদিকে আইসক্রিমের লোভ!

হাঁ, হাঁ, পিটার ঠিকই বলেছে! ফ্রিডবার্গ চেঁচিয়ে উঠলেন, ঠিক সেই কথাটা ভাব তো জুডি!

আবার সবাই বেড়া টপকে বাগানের ভিতরে এল। জুডি রইল সবার পেছনে। সে মনে মনে আওড়াতে লাগলো ঃ আমি জুডি, উপোস করে আছি, এদিকে ভয় করছে।

জুডি বেড়া টপকে নেমে এল ভিতরে। এসেই সে তাকাল চারদিকে। ছেলেমেয়েরা আপেল কুড়োচ্ছে আর খাচ্ছে। সে আস্তে আস্তে এসে একটা গাছের তলায় দাঁড়াল। লাল টুকটুকে আপেল পড়ে আছে মাটিতে। জুডি একটা কুড়িয়ে আস্তে আস্তে মুখের কাছে নিয়ে এল। এবার খাওয়া। থু থু করে

খোসা ফেলছে, আর খাচ্ছে। তারপর সে বাগানে ছুটোছুটি শুরু করে দিল। খুব খুশি সে।

চমৎকার! চমৎকার! ফ্রিডবার্গ চেয়ার ছেড়ে এমন জোরে লাফিয়ে উঠলেন যে, চেয়ারটাই উল্টে গেল। ফ্রিডবার্গ এবার হাত তুললেন। সবাই চুপচাপ। শুধু গাছের পাতা খসে পড়ার শব্দ ভেসে আসছে। একজন ক্যামেরাম্যান গাছে উঠে বসল, তারপর দুবার সীনটা তোলা হোল।

ফ্রিডবার্গ এবার সবাইকে ডেকে জড়ো করে বললেন, জুডির অতো চমৎকার অভিনয় দেখে আমার মাথায় আর একটা সীন এরই মধ্যে এসে গেছে। তারপর জুডির দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমাকে নিয়ে একটা সীন তুলব ভাবছি।

আমাকে একা নিয়ে? জুডি আস্তে আস্তে বলল।

হাঁ, সে সীনে তুমি একা থাকবে। ফ্রিডবার্গ হাসলেন। ব্যাপারটা কি হবে, বলছি। তুমি বাগানের ভিতরে এসেছ, এমন সময় এল মালী। দূরে ছিলে বলে তোমাকে সে দেখতে পায়নি। তুমি কিন্তু গাছের আড়াল থেকে দেখলে, সে ছেলেমেয়েদের তাড়া করেছে। এবার সবাই চলে গেল, তুমি গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে বেড়া টপকে পথে এসে নামলে। কিন্তু কোথায় তোমার সঙ্গীরা? গলা ছেড়ে তাদের ডাকবারও জো নেই। একা পথে দাঁড়িয়ে কাঁদতে শুরু করলে। কেমন হবে সীনটা বলো তো?

চমৎকার, চমৎকার টোভারিস। জুডির ইচ্ছে হোল ফ্রিডবার্গের গলা জড়িয়ে ধরে। কিন্তু লজ্জায় পারল না।

এবার তোলা হোল ছেলেমেয়েদের ছুটে পালাবার সীন। মালীটার কি তুষমনের মতো চেহারা! একটা কালো ঘোড়ায় চড়েছে সে। হাতের চাবুকটা শপাং শপাং পড়ছে বেড়ার উপর। ছেলেমেয়েরা একবার ওর দিকে তাকাল, তাদের চোখে ফুটে উঠেছে রাগ। তারপর ছুটে পালিয়ে গেল।

এবার জুডির পালা।

জুডি আস্তে আস্তে বেড়ার কাছে দাঁড়াল। বুক তার দুরদুর করে কাঁপছে। ফ্রিডবার্গ ইসারা করতেই সে বেড়ার উপর উঠে বসল। রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে সে। সঙ্গীরা সব চলে গেছে। এবার সে লাফিয়ে পড়ল মাটিতে। এখন কাঁদতে হবে। হাত দিয়ে সে চোখ রগড়ালো কয়েকবার, কিন্তু কান্না যে আসে না ছাই! মুখের ভাবখানা যতদূর করুণ করবার করেছে, কিন্তু কাঁদতে সে পারছে না। নিজের উপর রাগ হোল তার। মাটিতে কয়েকবার পা দিয়ে মারল লাথি।

না, না, মিঃ ফ্রিডবার্গ, আমি পারছি না!

আবার চেষ্টা কর। ফ্রিডবার্গ বললেন, কান্নার তো তেমন দরকার নেই। মুখে অসহায় ভাবটুকু ফুটিয়ে তুলতে হবে।

জুডি আবার চেষ্টা করল, ফ্রিডবার্গ মাথা নাড়লেন।

আর একবার, আর একবার লক্ষ্মীটি।

জুডি আবার চেষ্টা করল। ফ্রিডবার্গ চেয়ার ছেড়ে তার কাছে ছুটে এসে বললেন, অসহায় ভাবটুকু তোমাকে ফুটিয়ে তুলতে হবে। হ্যামলেটের পার্ট করতে তো আমি বলিনি। কাউকে নকল করতেও বলিনি। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, ব্যাপারটা

তলিয়ে দেখ। তুমি গরীব, তোমার খিদে পেয়েছিল। আপেল পেয়ে খুশি হয়ে উঠেছিলে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বাগানের মালী এসে হাজির। সে সঙ্গীদের দিল তাড়িয়ে। কি বিশ্রী! মালীটা খায়-দায় ভালো, ওর টাকাকড়িও আছে। অথচ যারা খেতে পায় না, তাদের চাবুক নিয়ে তাড়া করল। তুমি ভয় পেয়েছ, তোমার সঙ্গীরা চলে গেছে। আবার সেই মালীটা এসে পড়লে কি হবে এই কথাটাই ভেবে দেখ। কি বুঝতে পারলে তো?

হাঁ। জুডি আস্তে আস্তে ঘাড় নাড়ল।

জানো জুডি, কোথায় কোথায় এই ছবি দেখানো হবে! মস্কো, লেনিনগ্রাদ, নিউইয়র্ক সব জায়গায়! সবাই দেখে বলবে, হাঁ, পার্ট করেছে বটে মেয়েটি! আবার শুরু কর লক্ষ্মীটি!

জুডি আবার বেড়ার উপর উঠে এল। তখনো তার কানে বাজছে ফ্রিডবার্গের কথা। মস্কো, লেনিনগ্রাদ, নিউইয়র্ক—সব জায়গায়, হাঁ সব জায়গায় দেখানো হবে তার ছবি। এমনি ছেঁড়া পোষাক, ঝুঁটি বাঁধা চুল পর্দায় উঠবে ফুটে! জুডি আর দেরী করল না, এক লাফে নেমে এল রাস্তায়। লাফ দেবার সময় ব্লাউসটা বেড়ায় আটকে গিছল, তার খানিকটা ছিঁড়ে বেড়ার গায়ে ঝুলে রইল। জুডি উঠে দাঁড়াল। পার্ট তো সে করতেই পারেনি, তার উপর জামাটাও ছিঁড়ে ফেলেছে! না, অভিনেত্রী সে হতে পারবে না! চোখ জলে ভরে গেল, গাল বেয়ে গড়িয়ে পড়তে লাগল দরদর করে। সে চোখের জল মুছল না, ফাঁকা রাস্তার দিকে চেয়ে রইল আনমনে। কারো কাছে মুখ দেখাতে সে চায় না!

চমৎকার, চমৎকার! ফ্রিডবার্গ ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

আমি জামা ছিঁড়েছি। অভিনয় করতেও পারিনি! ফ্রিডবার্গের বুকে মুখ লুকিয়ে জুডি ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল!

কে বললে পারনি? ছবি তো তোলা হয়ে গেছে। আর কি চমৎকারই না হয়েছে!

জুডি মুখ তুলে চুপি চুপি বলল, কিন্তু আমি তো কিছু হয়নি বলেই কাঁদছিলাম।—কাউকে একথা বলবেন না কিন্তু, পিটারকেও না।

আচ্ছা, আচ্ছা! তাই হবে। ফ্রিডবার্গ হো হো করে হেসে উঠলেন।

বারো

ফ্রিডবার্গের মোটরে এসে ওরা টিফ্লিসে পৌঁছলো। রাত হয়েছে। সুসান আর টেড হোটেলের দরজায় ওদের জন্য দাঁড়িয়েছিল। দেখতে পেয়েই ছুটে এল তারা।

কোথায় ছিলে তোমরা? আমরা তো সেই থেকে ভেবেই মরছি।

পিটার কি বলতে যাচ্ছিল, জুডি বাধা দিয়ে বলল, সে সব পরে হবে ভাই! উঃ, যা খিদে পেয়েছে। চল, খাওয়ার ঘরে চল! আমি আর দাঁড়াতে পারছি না।

পিটার নাছোড়বান্দা। সে বলল, তুই যা না, আমি ওদের কাছে বলছি।

না, না, তা হবে না! জুডি মাথা নাড়ল।

ফ্রিডবার্গ এবার গাড়ি থেকে নেমে এসে বললেন, চল, খাওয়ার ঘরেই চল। একসঙ্গে খাওয়া আর গল্প দুই-ই চলবে'খন।

হাঁ, হাঁ, তাই-ই চলুন!

টেড, সুসান, পিটার বলল, এস তোমাদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিই। ইনি কমরেড ফ্রিডবার্গ, সিনেমা ডিরেক্টার! এর গাড়ি—

বাঃ রে, আগেই গাড়ীর কথা বলতে শুরু করলে! শোন সুসান, ওঁর একটা ছবিতে আমি পার্ট করে এলাম। জুডি পিটারের মুখের কথা কেড়ে নিয়ে তাড়াতাড়ি বলল।

সুসান আর টেড তখনো ফ্রিডবার্গের মুখের দিকে চেয়ে আছে।

কমরেড ফ্রিডবার্গ! টেড এবার বলে উঠল, 'অক্টোবর বিপ্লব' কি আপনারই তোলা ছবি?

সুসান বলল, আপনিই কি 'রাশিয়ার ছেলে' তুলেছেন?

হাঁ, আমিই। আমারই নাম ফ্রিডবার্গ। চল, খেতে চল। খিদেয় পেট জ্বলছে যে।

এবার ওরা এল খাওয়ার ঘরে। পরিচারক এসে খাবারের টাকা চাইতেই, পিটার তার পকেট হাতড়ালো। কোথায় সেই লম্বা টিকিট বইটা? কোন পকেটেই যে নেই! জুডিরটাও

পাওয়া গেল না! জুডি ছুটে গিয়ে খুলল সুটকেস। সেই লম্বা চেক বইয়ের মতো টিকিট বইটা কোথাও নেই। আর সঙ্গে সঙ্গে উধাও হয়েছে তাদের শেষ সম্বল ন'টি ডলার। এখন কি হবে?

আমি তো তোর কাছেই দিলাম তখন। পিটার বলল।

বাঃ রে ছেলে! তুমিই তো পকেটে ঢোকালে, আমাকে ছুঁতেও দিলে না। এখন আমাকে বলতে এসেছে দেখ না!

তুই-ই হারিয়েছিস! লক্ষ্মীছাড়ি!

ভালো হবে না বলছি পিটার!

টেড ছুটে এসে বলল, ওয়েটার বললে, টিকিট কাল দিলেও চলবে। এখন খাবে চল।

ওরা আবার ফিরে এল খাওয়ার ঘরে। প্লেটে প্লেটে দেওয়া হয়েছে রকমারি খাবার, বর্শ স্যুপও রয়েছে। তাছাড়া ভেড়ার মাংস আর টোমাটো দিয়ে তৈরী একটা খাবার। কি চমৎকার খেতে! ওরা তো গোগ্রাসে খেল। নামটাও মুখস্ত করে ফেলল দুজনে। শামলিক—হাঁ, শামলিকই তো খাবারটার নাম। তারপর এল ফল আর কেক। কেক নিয়ে জুডি মুখে পুরতে যাবে, এমন সময় পিটার টেবিলের তলায় পা দিয়ে ঠোক্কর মারল।

আমি তো তোকেই দিয়ে দিলাম। ফিসফিস করে বলল পিটার।

হাঁ, আমাকে দিয়েছ না হাতী! জুডি মুখ ভেঙচালো।

ফ্রিডবার্গ এদিকে খাওয়া শেষ করে চায়ে চুমুক দিয়েছেন। এবার তাঁর কথা বলার ফুরসৎ হোল। তিনি বললেন, জুডি আর

পিটারের কথা তো শুনলে—এবার তোমাদের কথা বল তো ? তোমরা উদারনিক হলে কি করে ?

টেড বলল, সোভিয়েট ইউনিয়নের কোথায় কোথায় উড়ো জাহাজের ঘাঁটি হতে পারে সেই সম্বন্ধে পড়াশুনো করে সে একটা প্রবন্ধ লিখেছে। প্রবন্ধটা খুব ভালোও হয়েছে। তাই সে যাচ্ছে আর্টেকের ক্যাম্পে। সুসানও তার গ্লাইডারের কথা বলল।

বাঃ! তোমরা চারজনেই দেখছি মস্ত কাজের লোক! ফ্রিডবার্গ বললেন, তারপর পিটার আর জুডি তোমরা এই গরমের ছুটিতে কোথায় যাচ্ছ ?

কোথায় আবার যাব? জুডিটা তো টিকিট হারিয়ে বসে আছে।

কমরেড ফ্রিডবার্গ, ওর কথায় বিশ্বাস করবেন না! জুডি বলে উঠল। আমি হারাই নি, ওই তো হারিয়ে বসে আছে!

যাও, এবার ঘুমোওগে। কাল ঠিক পেয়ে যাবে। ফ্রিডবার্গ এই বলে উঠে পড়লেন। খাওয়ার ঘর থেকে ওরা বেরিয়ে এল। জুডি আর পিটার যে যার কামরায় গিয়ে শুয়ে পড়ল। কাল ভোরেই খুঁজবে ওরা টিকিট, আজ চোখ ঘুমে জড়িয়ে আসছে—আজ থাক না!

ভোরে উঠেই জুডি টিকিট বইটা খুঁজতে শুরু করল। জিনিষপত্র ছড়িয়ে একাকার, কিন্তু কোথায় টিকিট বই ?

পিটারও এসে জুটেছে। কিন্তু টিকিট বইয়ের পাত্তাই নেই। এদিকে ব্রেকফাষ্টের সময় হয়ে এল।

পিটার বলল, আয় আগে খেয়ে নি, তারপর খুঁজব'খন।

খেতে বসেছে এমনি সময় এল ফোন। বাবা ফোনে ডাকছেন। পিটার আর জুডি ছুটে গেল। পিটার ফোন ধরে বলল, বাবা!

হাঁ, আমি! কেমন আছ তুমি! জুডি কেমন আছে?

জুডি রিসিভারটা পিটারের হাত থেকে ছিনিয়ে নিয়ে কথা কইতে শুরু করল।

বাবা, মা-মণি কেমন আছেন? অসুখ সেরে গেছে তো?

হাঁ, একেবারে সেরে গেছে। তোমাদের দেখবার জন্যে উতলা হয়ে উঠেছেন।

বাবা জানো, আমি একটা ছবিতে পার্ট করেছি।

পিটার আবার ফোনটা নিয়ে বলল, আর আমি একটা ফোর্ড গাড়ী সারিয়েছি।

বাবা বললেন, বেশ, বেশ! হাঁ, এবার শোন, কাল তোমরা এয়ারোপ্লেনে এরিভানে আসছ।

এয়ারোপ্লেনে!

হাঁ, উড়ে আসবে, তোমাদের ভারী দেখতে ইচ্ছে করছে, তাই এই ব্যবস্থা করেছি। আচ্ছা, কাল দেখা হবে। আজ বিদায়।

পিটার বলে উঠল, ডা স্‌ভীডানিয়া!

ডা স্‌ভীডানিয়া! বাবার হাসি ঝরে পড়ল। পিটার ফোনটা রেখে দিয়ে তাকাল জুডির মুখের দিকে। সুসান আর টেডও এসে হাজির হয়েছে।

কি হোল? টিকিট খুঁজে পেলে? টেড জিজ্ঞেস করল।

না তো! জুডি বলল, বাবা এদিকে সব ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আমরা কাল উড়ে চলে যাচ্ছি এরিভানে।

হাঁ, টিকিট কেনাও হয়ে গেছে।

বাবা ভারী খরচে! এতগুলো টাকা খরচ করার কি দরকার ছিল বাপু। জুডি ঠিক বুড়ীদের মতো মুখ করে বলল।

থাম্না, বুড়ী।

আমরাও আজ চলে যাচ্ছি। সুসান বলল।

টেড বলল, হাঁ, আজকেই আমাদের একসঙ্গে থাকার শেষ দিন! ওরা মুখ চাওয়া-চাওয়ি করল, সত্যিই তো আজ শেষদিন। কারো মুখে রা নেই, এমন সময় ঘরে ঢুকল টুপি-পরা একটা লোক। সে ঢুকেই বলল, তোমাদের জন্য টিকিট করা হয়েছে। কাল ভোরেই প্লেন ছাড়বে! তৈরী হয়ে থেকো। আজ কি টিফলিস সহরটা ঘুরে দেখবে নাকি।

না, না, টো টো করে ঘোরা ভালো লাগে না! জুডি বলে উঠল।

তার চাইতে পার্ক অফ্ কালচারে চল, সুসান বলল।

যেখানে প্যারাসুটে ঝাঁপ খাওয়া যাবে তো? জুডি জিজ্ঞেস করল।

তা যাবে বই কি! দাঁড়াও, তোমাদের জন্য গাড়ীর বন্দোবস্ত করছি। এই বলে লোকটি চলে গেল।

ওরা বসে বসে হয়রান হয়ে গেল। গাড়ী আর আসে না! তারপর পাশের ঘরে ঢুকে দেখল, লোকটা গল্পে মশগুল। প্রথমে তো ওদের দেখে চিনতেই পারল না, ওরা বুঝিয়ে বলতেই অবাক হয়ে বলল।

সে কি, এখনো যাওনি?

আমরাও তো তাই জিজ্ঞেস করছি, টেড বলল।

দাঁড়াও, দেখছি আমি। লোকটা দৌড়ে চলে গেল।

ওরা বহুক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু লোকটা গেছে তো গেছেই, আর ফেরবার নামটি নেই। কি আর করবে, ওরা পথে বেরিয়ে পড়ল। মোড়ে লোকটির সঙ্গে দেখা। সে একটি মার্কিন ভদ্রমহিলার সঙ্গে হাত নেড়ে গল্প জুড়ে দিয়েছে। ওদের দেখেই বলে উঠল, আরে তোমরা যে? দাঁড়াও গাড়ী ডেকে দিচ্ছি।

লোকটা 'গাড়ী গাড়ী' বলে চিৎকার করতেই একখানা পুরনো ঝড়ঝড়ে ফোর্ড এসে হাজির হোল। ওরা চেপে বসল গাড়িতে। পথের দুধারে গাছের সারা ছায়া ফেলে দাঁড়িয়ে আছে। পথের পাশে পাশে ফোয়ারায় ঝরছে জল, রঙ বেরঙের পাগড়ী-পরা মানুষগুলো মোড়ে মোড়ে জটলা পাকাচ্ছে। এই টিফলিস!

আর কি গরম! সবাই নেয়ে উঠছে গরমে। ওরা দেখতে দেখতে পার্কে এসে পৌঁছল! তারপর চলল ঝাঁপ খাওয়া।

হঠাৎ একটা ট্রেনের হুইসল। পিটার তো অবাক! পার্কের ভিতরে ট্রেন এল কোত্থেকে? কি ব্যাপার, দেখতে হচ্ছে, তোমরা কেউ আসবে নাকি? পিটার জিজ্ঞেস করল।

ওরা তখন ঝাঁপ খেতে ব্যস্ত।

জুডি থিয়েটারী ঢঙে বলে উঠল, না, না, আমি যাব না! আমি উড়ে চলে যাব ঐ নীল আকাশের কোলে।

যেখানে তারকা মিটমিট করে জ্বলে। আচ্ছা আসি। এই বলে পিটার চলে গেল।

ঘুরতে ঘুরতে সে এসে পৌঁছল একটা ঘেরা জায়গার কাছে। চারদিকে কাঠের বেড়া তারই স্থমুখে একটা টিকিট কাটবার খুপরী। হুইসল বাজছে, একটা ট্রেণ আসছে ছুটে।

পিটার পকেট হাতড়ে দেখল, তুটো মাত্র রুবল আছে। এই তুটো রুবলই তাদের শেষ সম্বল। খরচ করবে কিনা একবার ভাবল সে, তারপরেই মনে হোল, তু রুবল রেখেই বা লাভ কি ? ওতে একবেলার খাওয়াও হবে না। টিকিট ঘরের কাছে সে ছুটে গেল। তার বয়েসী একটি মেয়ে টিকিট বিক্রি করছে। মাথায় তার নীল টুপি, তার সঙ্গে লাল ঝুটির মতো কি একটা ঝুলছে।

টিকিট কিনে পিটার এল গেটের কাছে। সেখানে নীল টুপি পরা একটি ছেলে টিকিট পাঞ্চ করছে। পিটার টিকিট পাঞ্চ করে নিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল। সত্যিকারের একটা ট্রেন দাঁড়িয়ে আছে। ইঞ্জিন থেকে উঠছে ধোঁয়া, গাড়িও রয়েছে খান তুয়েক। একেবারে খাঁটি ট্রেন, তবে একটু ছোট। স্টেশন মাষ্টার, ড্রাইভার—সবাই ছোট ছোট ছেলে মেয়ে, পিটারের থেকে বয়েস কারো বেশি হবে না।

ট্রেনের হুইসল তিন তিনবার বেজে উঠল, ইঞ্জিন শব্দ করছে। পিটার তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল একটা গাড়িতে। প্রায় জন দশেক ছেলে মেয়ে বসে আছে, পিটারও একপাশে গিয়ে বসে পড়ল।

এবার ট্রেন ছুটছে। পরপর দুটো স্টেশন ছুঁয়ে গাড়ি আবার ঘুরল। এর বেশী আর যায় না। কয়েক মিনিট পরে যেখান থেকে রওনা হয়েছিল, সেখানে এসেই পৌঁছলো। পিটার ট্রেন থেকে নেমে আবার ছুটল টিকিট কাটতে। এমনি মজার ব্যাপার, একবার ঘুরলে কি আর সাধ মেটে! আর একবার সে ট্রেনে ঘুরে এল। এবার আর তার পকেটে পয়সা নেই। কি আর করবে, ঘুরে ঘুরে ইঞ্জিনটাই ভালো করে দেখতে লাগল। বড় ইঞ্জিনগুলোর মতোই তার কলকব্জা, শুধু ছোট এই যা!

গাড়ি আবার ছেড়ে দিয়েছে। পিটার প্ল্যাটফর্ম থেকে এসে দাঁড়াল লাইনের উপর। আপন মনেই সে চলেছে। লাইনটা খুব ছোট। আর কি সুন্দর। কোথাও কাগজের টুকরোটি পর্য্যন্ত পড়ে নেই। কি চমৎকার! পিটারের হিংসে হোল। অমনি ইঞ্জিন চালাতে সেও পারে। তার বাবা মস্ত ইঞ্জিনিয়ার, সেও বড় হলে ইঞ্জিনিয়ারই হবে।

এমনি ভাবতে ভাবতে চলেছে, এমন সময় পিছন থেকে কে ডাকল। পিটার শুনতে পায়নি। সে চলেছে তো চলেছেই।

আবার কে চিৎকার করে ডাকল। পিটার মুখ ফিরিয়ে দেখল। স্টেশন মাষ্টার আর একটি ছেলে তার দিকেই দৌড়ে আসছে। সে দাঁড়াল। স্টেশন মাষ্টারটি মেয়ে। সে এসেই রুশ ভাষায় হাত নেড়ে কি যেন বলল।

পিটার হাঁ করে চেয়ে রইল।

স্টেশন মাষ্টার আবার বলল, আদিন রুবল!

এক রুবল ! পিটার বলল, এক রুবল কেন দেব ? আমি তো টিকিট করেই গাড়িতে চড়েছি।

ওরা কিছু বুঝতে পারল না। এবার ছেলেটি একটা আঙুল তুলে দেখিয়ে দিল।

নিয়েট, পিটার চেঁচিয়ে উঠল, না, না !

ডা, ডা, ডা ! স্টেশন মাস্টার বলল।

পিটার একরোখা ছেলে। সে ঘাঁড় বাঁকিয়ে বলল। নিয়েট। না, না, দেব না !

এবার স্টেশন মাস্টার আর ছেলেটি দুপাশে এসে দাঁড়িয়ে ওকে ঠেলতে লাগল। পিটার শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। একটুও নড়াতে পারল না। তার একটু ভয়ও হোল।

পিটার আবার বলল, আমি তো পয়সা দিয়েছি। পকেটে আর একটাও পয়সা নেই। এখন ওরা ওকে গ্রেফ্‌তার করলে তো মুশকিল !

পিটার হঠাৎ ওদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল, তারপর শুরু করল ছুটতে। ওরাও ছুটল পেছনে পেছনে।

এদিকে ট্রেনটা আসছে। ইঞ্জিনের ড্রাইভার আর যাত্রীরা গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে ওদের দেখছে। গাড়িটা প্রায় ঘাড়ের উপর এসে পড়ে আর কি, পিটার এমনি সময় একলাফ দিয়ে লাইন থেকে সরে দাঁড়াল। গাড়ি গেল থেমে। পিটার কেমন 'থ' মেরে দাঁড়িয়ে আছে। কি করবে বুঝতে পারছে না। হঠাৎ ওর নজর পড়ল, গাড়ি থেকে যাত্রীরা নেমে ওর পেছনেই ধাওয়া করেছে। আর দেরী করলে রক্ষে নেই। পিটার

পাঁইপাঁই করে ছুটলো। ওদিকে বাজছে হুইস্‌ল, কানে আসছে চিৎকার।

পিটার, পিটার! জুডির চিৎকার শোনা গেল। গোলমাল শুনে ওরা ছুটে এসেছে গেটের কাছে।

পিটার গেটের কাছে হাঁপাতে হাঁপাতে এসে বলল, ওরা আমাকে গ্রেফ্‌তার করতে আসছে। আর উপায় নেই, সবাইকে ছুটতে হবে।

জুডি ওর কথা শুনেই ছুটতে শুরু করল। খানিকটা গিয়ে পেছন ফিরে দেখল, টেড আর সুসান দাঁড়িয়ে আছে। আর সবাই এসে ঘিরে ফেলেছে ওদের। পিটার গিয়ে টেডের পিছনে দাঁড়িয়েছে। জুডি আস্তে আস্তে ফিরে এল ওদের কাছে।

স্টেশন মাস্টার মেয়েটি টেড আর সুসানের দিকে আঙুল তুলে বললে, আদিন রুবল!

পিটার টেডকে বলল, আমি ত ট্রেনের ভাড়া দিয়েছি! তবু এক রুবল চাইছে দেখ না!

মেয়েটি আবার কি বলতেই টেড পিটারকে বুঝিয়ে বলল, লাইনের উপর দিয়ে হাঁটা নিষেধ। কেউ হাঁটলে তাকে এক রুবল জরিমানা দিতে হয়। সারা প্লাটফর্ম জুড়ে এক কথাই লেখা আছে।

তাই নাকি! আমি তো ভেবেছিলাম, ওগুলো বুঝি ছাব! পিটার বলল, তোমাদের কারো কাছে এক রুবল আছে? দিয়ে দাও না।

সুসান তখনই পকেট থেকে বার করে দিল এক রুবল।

টেড বলল, দাঁড়াও ওর সঙ্গে কথা বলে দেখি। মেয়েটিকে টেড কি বলল। মেয়েটি এসে পিটারের হাত ধরল।

পিটার ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে রইল। কি করছে মেয়েটা? ওকে কি গ্রেফ্‌তার করল নাকি!

টেড বলল, এই যে ট্রেন দেখছ, মজুরদের ছেলেমেয়েরা নিজেরা খেটে এইটে তৈরী করেছে। ওরাই সব দেখাশুনো করে। আমি সব কথা বুঝিয়ে বলতেই ওর ভারী দুঃখ হয়েছে। ও তোমার জরিমানার টাকাটা ফিরিয়ে দিতে চাইছে।

সত্যিই মেয়েটি রুবলটা বার করে পিটারের হাতে গুঁজে দিল।

পিটার মাথা নেড়ে বলল, না, না, এই যখন আইন, নিতেই হবে।

সুসান মেয়েটিকে বুঝিয়ে বলতেই মেয়েটি হাসল। মেয়েটি বলল, তারা ট্রেন চালিয়ে যা টাকা পায়, লাইনের পেছনেই তা খরচ করে। লাইন শীগ্‌গীরই আরো বাড়ানো হবে। কত স্টেশন হবে তখন!

আচ্ছা, আমেরিকায় এমনি ট্রেন আছে পিটার? টেড জিজ্ঞেস করল।

হয়ত আছে, কিন্তু ছেলেমেয়েদের তো আর চালাতে দেয় না। আচ্ছা ভাই, স্কুলের পড়া তৈরী করে ওরা এই সব করবার সময় পায় কখন? টেড মেয়েটিকে জিজ্ঞেস করল।

মেয়েটি বলল, ছুটির সময় ওরা ট্রেন আর লাইন তৈরী করে। ওই সময়ে ট্রেনও চলে, অন্য সময় ট্রেন চলাচল বন্ধ থাকে। এবার



মেয়েটি অনুরোধ করল, ওরা যদি রাজি হয়, বিনা ভাড়ায় ওদের সে ট্রেনে একবার ঘুরিয়ে আনবে। ওরা তো তাদের অতিথি।

ওরা তো এক কথায়ই রাজি। ইঞ্জিন ড্রাইভার পিটারের

হাত ধরে ওকে ইঞ্জিন ঘরে তুলে নিল। আর সবাই চেপে বসল একটা কামরায়।

ট্রেন এবার ছাড়বে। ড্রাইভার একটা তার দেখিয়ে পিটারকে টানতে ইসারা করল। পিটার দিল টান। হুইস্‌ল বাজছে, ঝলক ঝলক ধোঁয়া উগরে ছুটলো ট্রেন। স্টেশন আর দেখা যায় না। পিটার আবার টানল তার।

হুইস্‌ল উঠল বেজে। আর একটা স্টেশন এগিয়ে আসছে।

তের

ভোর হয়েছে, সুসান আর টেড জিনিষপত্র গুছিয়ে নিচ্ছে, রাতে তাদের ট্রেন। জুডি বসে বসে দেখছিল। এমন সময় পিটার কালকের সেই টুপি পরা লোকটাকে নিয়ে ঢুকল ঘরে। লোকটি ঘরে ঢুকে বলল, এরই মধ্যে গোছাচ্ছ, কাল তো সকালে প্লেন ছাড়বে।

কেন, রাতে তো বাটুমের একটা ট্রেন আছে, সুসান বলল।

কিন্তু বাটুম কে যাচ্ছে? এদিকে ট্রেনের যে চারটে টিকিট কেনা হয়ে গেছে।

চারটে টিকিট! সুসান তো অবাক।

হাঁ, চারটে টিকিটই তো! সেই মার্কিন ভদ্রলোক আমাকে ছেলেমেয়েদের টিকিট করবার কথা বলে দিয়েছেন। তা তোমরা তো চারজনই আছো।

চারটে টিকিট হলে তো ভালই হোত কমরেড, টেড বলল, কিন্তু টাকাও তো চাই!

তা চাই বইকি ! প্রতি টিকিটখানার দাম বারো রুবল, পঞ্চাশ কোপেক। আমাকে পঞ্চাশ রুবল দিয়ে দাও, তা হলেই হবে।

বাবা ভাড়া দেবেন তো ? পিটার জিজ্ঞেস করল।

নিশ্চয়ই ! জুডি বলল।

লোকটি অবাক হয়ে গেল, কিন্তু তখনো সে বলছে চারখানা টিকিটের দাম পঞ্চাশ রুবল, আমি চারখানাই কিনেছি।

আমরা তো রাতেই বাটুম যাচ্ছি। চারখানা টিকিট আমাদের দরকার নেই। বুঝিয়ে বলল টেড।

কিন্তু ট্রেনে তো আজই বাটুম যেতে পারছ না ! লোকটি বলল, এক তিলও জায়গা নেই যে। এদিকে আমি ট্রেনের চারখানা টিকিট কিনে বসে আছি। পঞ্চাশ রুবল গুণে দিয়ে নিয়ে নাও না !

ওরা কি করবে ভেবে পাচ্ছেনা, এমন সময় ফ্রিডবার্গ এসে ঘরে ঢুকলেন।

কি হে ব্যাপার কি ? তোমরা যে সব চুপ চাপ ?

ওরা ফ্রিডবার্গকে সব কথা খুলে বলল। এরই মধ্যে ইভান এসেও হাজির হয়েছে। তার হাতে দুটো সোয়েটার।

আরে আমাদের সোয়েটার যে ! জুডি সোয়েটার দুটো তার হাত থেকে নিয়ে পকেট থেকে টিকিট বই আর ন'ডলার বার করল।

কমরেড ইভান আমাকে আগেই বলেছে, ফ্রিডবার্গ বললেন, মার্কিনরা গাড়ি সারাতে ওস্তাদ হলে কি হবে বড্ড ভুলো। নইলে সোয়েটার ফেলে চলে যায় !

তাঁর কথা শুনে সকলের কি হাসি! ইভান হাসল সব চাইতে বেশী। পিটার আর জুডি ইভানকে জানাল অসংখ্য ধন্যবাদ।

হাসি থামতেই পিটার বলে উঠল, সুসান আর টেড আমাদের সঙ্গে চলুক। এরিভান থেকেই ওরা আর্টেক যাবে।

গেলে তো খুব মজা হোত, কিন্তু টিকিটের টাকা তো আমাদের নেই। সুসান হতাশ হয়ে বলল।

কেন আমাদের কাছে তো রয়েছে। পিটার হিসেব করে বললে, দেখনা ভাই, কত আছে।

পঁয়তাল্লিশ ডলার! পিটার গুণে বলল, পাঁচ ডলার তোমাদের কাছে হবে না?

টেনেটুনে হয়ে যাবে'খন। কিন্তু একটা টেলিগ্রাম করে দিতে হয় যে, আমাদের পৌছতে দু-একদিন দেরি হবে।

বেশ তো, তাই-ই করা যাক। পিটার উঠে পড়ে বলল, আমি টেলিগ্রাম করতে চললাম। তোমরা লোকটিকে টিকিটের দামটা দিয়ে দাও।

পরদিন ওরা ফ্রিডবার্গের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে এয়ারো-প্লেনে চেপে বসল। কোথায় যাবে ওরা? এরিভান! ফ্রিডবার্গ বিদায় দিতে এসে বললেন, সোচিতে তিনি শীগ্‌গীরই ওদের সঙ্গে দেখা করবেন!

প্লেন উড়ে চলল।

যেতে যেতে ওরা আরারাত পর্বত দেখতে পেল।

আরারাত পর্বতের কথা ওরা বাইবেলে পড়েছে। সে হাজার হাজার লাখো লাখো বছর আগের কথা। পৃথিবী তখন জলে

ডুবে গেছে। গোষ্টিপতি নোয়া ভগবানের আদেশে এক এক জোড়া জীবজন্তু নিয়ে আরারাতের উপর এক প্রকাণ্ড বজরায় বসেছিলেন। তারপর একদিন নেমে গেল জল, তিনি আবার নতুন করে গড়লেন এই পৃথিবী।

আরারাতের চূড়ার উপর পড়েছে এসে সূর্য্যের আলো, ঝকঝক করছে। পিটারের দেখে মনে হোল, এই বুঝি নতুন পৃথিবীর শুরু। হাঁ, নতুন পৃথিবীর পথেই তো সে চলেছে।

চৌদ্দ

এরিভানে পৌঁছে ওরা সুসান ও টেডের কাছে বিদায় নিল। ওরা এখান থেকেই আর্টেক যাবে। বাবা ওদের নিয়ে চলে এলেন সোচিতে। মা বেশ সেরে উঠেছেন, তিনিই স্টেশনে ওদের নিতে এলেন। প্রথম দিনটা বাড়িতে বসেই কেটে গেল। তুজনের যতকথা জমা হয়েছিল, মাকে বলে তবে তারা ছাড়ল। জুডি ছবিতে পার্ট করেছে, পিটার মোটর সারিয়েছে—এমনি নানা ব্যাপার। সুসান আর টেডের কথা বলতেও ভুলল না। পরদিন ওরা বেরুল বেড়াতে। ঘুরে ঘুরে সারা শহরটা দেখল।

রাতে খাওয়ার টেবিলে বাবা বললেন, কালই আমাকে এরিভানে ফিরতে হবে। অনেক কাজ জমে আছে।

আমরাও যাচ্ছি নাকি? পিটার আর জুডি জিজ্ঞেস করল।

মা বললেন, না, না, অমন গরম জায়গায় তোদের পাঠাব না।

কথাবার্তা হচ্ছে, এমন সময় হোটেলের পরিচারক এসে খবর দিল, এক ভদ্রলোক দেখা করতে চাইছেন। বাবা তাকে ডেকে আনতে বললেন। এবার ঘরে এসে ঢুকলেন ফ্রিডবার্গ।

এ কি টোভারিস ফ্রিডবার্গ যে! জুডি আর পিটার চেঁচিয়ে উঠল। তারপর ওরা বাবা মার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিল। ফ্রিডবার্গ বসে বসে পিটারের ফোর্ড সারানো আর জুডির ছবিতে পার্ট করার কথা বললেন। আরও অনেক গল্প হোল। খাওয়ার পর জুডি আর পিটার গিয়ে শুয়ে পড়ল যে যার বিছানায়। কারো চোখে ঘুম নেই।

পিটার?

কিরে?

ফ্রিডবার্গ যে তখন বললেন, খুব একটা ভালো খবর আসবে। কি খবর কিছু বুঝলি?

না, আমাকেও তো বলেছেন।

কি খবর কে জানে!

খানিকক্ষণ চুপ চাপ। ঘুম আসছে না। ওরা এবার উঠে এসে দাঁড়াল বারান্দায়। বাইরে তালগাছের সার নিঃসাড়ে দাঁড়িয়ে আছে। রাতের অন্ধকারে যেন ভিজে চুপচুপে হয়ে গেছে। ফুলের গন্ধ আসছে মিঠে হাওয়ায়। সমুদ্রটা ফুলে ফুলে দুলে দুলে উঠছে। কানে এসে বাজছে ঢেউয়ের গর্জন।

ওরা অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইল।

তারপর জুডি এক সময় হাই তুলে বলল, যাই ঘুমোই গে।

দুজনেই গিয়ে শুয়ে পড়ল বিছানায়।

ভোরে খাওয়ার টেবিলে বসতেই একগাদা চিঠির ভেতর থেকে বাবা একখানা চিঠি বেছে ওদের হাতে দিলেন। দিদা লণ্ডন থেকে লিখেছেন। ওরা চিঠি পেয়ে খুব খুশি। জুডি শুধু একবার বলল, সুসান আর টেড দেখছি আমাদের ভুলেই গেছে। কই ওদের চিঠি তো এলো না!

তা বটে! কিন্তু আমরাও তো ওদের চিঠি লিখিনি!

ওরা ক্যাম্পে গেছে, কত মজা লুটছে, তাই আমাদের কথা ভুলে গেছে।

হুঁ! পিটার চুপ করে রইল।

খাওয়ার পর ওরা বেরিয়ে পড়ল পথে। ঘুরতে ঘুরতে শহর ছাড়িয়ে ওরা চলে গেল। পথের পাশে পাশে আঙুরের ক্ষেত। থোলো থোলো আঙুর ধরে আছে। সমুদ্রের ধার অবধি নেমে ক্ষেত।

পেকেছে কিনা দেখি তো, পিটার হাত বাড়িয়ে একটা আঙুর ছিঁড়ে নিল, তারপর মুখে দিয়ে বলল, না এখনো পাকেনি।

সমুদ্রের দিকে যেতেই ওরা শুনতে পেল, কে যেন ওদের চেঁচিয়ে ডাকছে। জুডি ভয় পেল। পিটার আঙুর ছিঁড়েছে, আবার সেই স্টেশনের মতো কাণ্ড হবে নাকি।

আবার তেমনি চিৎকার!

পিটার চিৎকার লক্ষ্য করে ছুটতে যাবে, এমন সময় জুডি তার হাত ধরে বাধা দিল। পিটার হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বলল, দেখ্ দেখ্ ঐ দিকে চেয়ে দেখ!

জুডি চেয়ে দেখল, সমুদ্রে কি যেন একটা একবার ডুবছে,

আর একবার ভেসে উঠছে। মানুষ না? জুডি এবার একখানা হাতও দেখতে পেল।

মানুষটা ডুবছে যে ভাই। কি হবে?

পিটার ওর কথার উত্তর না দিয়ে এক ছুটে সমুদ্রের ধারে এসে দাঁড়াল।

জুতো আর মোজা খুলে ফেলতে এক মিনিট, তারপরেই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল জলে।

জোরে সাঁতার কেটে এগোতে লাগল পিটার। লোকটা আর বেশি দূরে নেই! ঐ তো ভেসে উঠছে! পিটার তার ঘাড়টা ধরে ফেলল। কি ভারীরে বাবা, তলিয়ে যাচ্ছে! পিটার শক্ত করে আঁকড়ে ধরল।

জুডিও এরই মধ্যে সাঁতরে কাছে এসে পড়েছে।

শক্ত করে ধর পিটার! দেখো, হাত থেকে না ফসকে যায়। আমিও আসছি। জুডি চেঁচিয়ে বলল।

সত্যিই লোকটা পিটারের হাত ফসকে গেল। জুডি চেঁচিয়ে উঠল, আরে কমরেড ফ্রিডবার্গ না!

কিছুদূরে গিয়ে লোকটা ভেসে উঠল। হাঁ, কমরেড ফ্রিডবার্গই তো!

পিটার এবার সাঁতরে গিয়ে তাকে ধরে ফেলল। জুডিও এসে জুটেছে। দুজনে কোনো রকমে তাঁকে পারের কাছে নিয়ে এল।

ফ্রিডবার্গ এবার হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন, উঃ, আমি তো আর সত্যিই ডুবে যাচ্ছিলাম না। এই দেখ—বলে তিনি শুশুকের মতো ডুব-সাঁতার দিতে শুরু করলেন।

ওদের লজ্জা হোল। রুশদের সাঁতার দেবার বুঝি এই ধরন। জুডি বলল, সত্যি কমরেড, আমরা খুবই দুঃখিত।

আরে না, না, দুঃখ করবার কিছু নেই। ফ্রিডবার্গ হাসলেন। এবার চল পাড়ে উঠি।

ওরা পোষাক নিংড়ে নিয়ে চলতে শুরু করল। ফ্রিডবার্গ এক সময়ে জিজ্ঞেস করলেন, চিঠি এসেছে তো?

চিঠি? হাঁ, আজ সকালে দিদিমার একটা চিঠি পেয়েছি। জুডি বলল।

না, না, দিদিমার নয়, মস্কৌ থেকে চিঠি আসে নি, কাল তো সেই কথাই বলছিলাম।

হয়ত এসেছে। বাবার কাছে তো একগাদা চিঠি দেখলাম। এখনও খোলেন নি বোধ হয়। জুডি বলল।

হাঁ, তাই-ই বোধ হয়। তোমরা যে আর্টেক যাচ্ছ।

সত্যি!

হাঁ গো হাঁ!

কিন্তু ক্যাম্পে যাওয়ার অতো খরচা কি বাবা দিতে পারবেন? পিটার গম্ভীরভাবে বলল।

খরচা আবার কিসের! তুমি ফোর্ডগাড়ী সারিয়েছ, জুডি পার্ট করেছে ছবিতে, আমি ভাবছিলাম তোমাদের জন্যে কি করা যায়! টেড আর সুসানই উপায় বাতলে দিল। বলল, ওরা যাতে আর্টেক যেতে পারে সেই বন্দোবস্তই করে দিন। ওরাও তো উদারনিক। আমি মস্কৌতে লিখে দিয়েছি। আজই তো উত্তর আসবার কথা। চল, চল, দেখিগে।

ওরা ছুটে হোটেলে ফিরে এল। মা জানালার ধারে বসে বই পড়ছিলেন, ওদের দেখে বলে উঠলেন, মাগো মা, এমন ভিজে এলি কোত্থেকে ? যা যা, কাপড় ছেড়ে আয়, একটা খুব ভালো খবর আছে।

পিটার আর জুডি একসঙ্গে চেঁচিয়ে উঠল, তোমাকে আর বলতে হবে না। জানি, আমরা আর্টেক যাচ্ছি।

পনেরো

গাড়ি এসে থামল। সুমুখেই একটা প্রকাণ্ড গেট। তার উপরে বড় বড় হরফে লেখা ঃ APTEK. জুডি আর পিটার এবার আর পড়তে ভুল করল না। হাঁ, আর্টেকেই ওরা এসে গেছে। বাবা ড্রাইভারকে কি বলতেই গাড়ি গেটের ভিতর সোজা ঢুকে পড়ল। দুপাশে ভলিবল আর টেনিস খেলার মাঠ। বড় বড় গাছ চারদিকে, আর তারই ভিতর দিয়ে দেখা যাচ্ছে সমুদ্র! ঘন নীল তার রং। ওদের গাড়ি এসে এবার থামল কতগুলো ছোট ছোট বাংলোর সুমুখে।

সুসান কোথায় ছিল, ছুটে এল।

পিটার, জুডি !

পিটার আর জুডি নেমে পড়ল।

খুব অবাক হয়ে গিছলে, না ? সুসান বলল, টেড, আমি আর ফ্রিডবার্গ তো আগেই জানতাম। উঃ, বলতে না পেরে পেট ফেঁপে উঠেছিল আর কি !

টেডকে তো দেখছি না? জুডি জিজ্ঞেস করল।

টেড এখন ইঞ্জিনের মডেল তৈরী করছে। এখুনি এসে পড়বে।

এখানেও ইঞ্জিন আছে? পিটার জিজ্ঞেস করল।

কি নেই তাই বল না। আমাদের থিয়েটার আছে, খবরের কাগজ আছে, যাতুঘর আছে।

সত্যি! থিয়েটার আছে? জুডি বলল।

হাঁ গো হাঁ! তোমাকে তো পার্টও করতে হবে।

এমন সময় টেড ছুটে এল। এবার ওরা চলল ক্যাম্প ঘুরে দেখতে। দেখতে দেখতে ছেলেমেয়েরা ওদের ঘিরে দাঁড়াল। কেউ বা তাতার, কেউ বা মঙ্গোল, ছুএকজন মার্কিন ও আছে। ওরা সকলের সঙ্গে আলাপ করল।

রাতে খাওয়া দাওয়ার পর বাবা আর মা বিদায় নিলেন। জুডি আর পিটার বসে বসে হাই তুলতে লাগল। কোথায় ঘুমুবে তারও কিছু ঠিক নেই। এদিকে ঘুমও পাচ্ছে। টেড এসে বলল, চল এবার শুতে যাওয়া যাক। কাল তো আবার মাছ ধরতে যাচ্ছি। তোমরা যাবে না?

যাবে বই কি। সুসান উত্তর দিল।

এমন সময় বেজে উঠল বিউগল।

ও আবার কি?

এবার নিশান নামিয়ে নেবে। চল দেখিগে, টেড বলল।

ওরা বাইরে এসে দাঁড়াল। একটা বড় প্লাটফর্মের উপর লাল নিশান উড়ছে, আর তার সুমুখে দাঁড়িয়েছে সারি সারি

ছেলেমেয়েরা। বিউগল আবার বেজে উঠল। নিশান নামানো হোল। আর সবাই মিলে নানা ভাষায় গাইতে লাগল ইনটারন্যাশনাল। ওরাও ইংরাজিতে গাইল।

গান শেষ হলে পিটারকে নিয়ে টেড গিয়ে একটা বাংলোয় ঢুকে পড়ল, জুডিকে নিয়ে গেল সুসান। এক একটা বাংলোয় কুড়িখানা ছোট ছোট খাট পাতা। জুডি আর সুসান পাশাপাশি খাটে শুয়ে পড়ল। আশে পাশে অন্য মেয়েরাও শুয়ে আছে। কেউ কেউ বা এরই মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে।

কেমন লাগছে তোমার ? সুসান ফিসফিস করে বলল।

চমৎকার ! চমৎকার ! জুডি উত্তর দিল। তারপর পাশ ফিরে ঘুমিয়ে পড়ল।

পিটারও শুয়ে পড়ল বিছানায়। ঘুম যেন উবে গেছে চোখ থেকে। দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ ভেসে আসছে। কারা যেন বাইরে চলে যাচ্ছে। তারপর সব চুপচাপ। নিঝুম রাত ! জানালা দিয়ে হাওয়া আসছে, ফুলের গন্ধ নাকে মুখে ছড়িয়ে পড়ছে। টেড ঘুমিয়ে আছে পাশের বিছানায়। ওদিকেও ওরা সবাই ঘুমচ্ছে। পিটার চোখ বুজে সাদা ভেড়ার পাল গুণতে লাগল। একটা, তারপর একটা তারপর···এবার সে ঘুমিয়ে পড়ল।

তখনো আঁধার আছে, টেড পিটারকে ঠেলা মেরে জাগিয়ে বলল, মাছ ধরতে যাবে না ?

পিটার আড়ামোড়া ভেঙে বলল, এখনও তো রাত পোহায়নি।

যাবে তো তাড়াতাড়ি চল।



তুমি যাও ভাই, আমি ঘুমোব।

আচ্ছা, পরে দেখা হবে।

টেড বেরিয়ে গেল। পিটার চারিদিকে চেয়ে দেখল, তার আশেপাশের বিছানায় কেউ নেই। সবাই উঠে পড়েছে। চোখ এখনো ঘুমে জড়িয়ে আছে, তবু সে উঠে পোষাক পরে বেরিয়ে এল। বাইরে এখনো আঁধার, বাংলোগুলো চুপচাপ। পিটার সমুদ্রের ধারে এসে পড়ল। ছেলেমেয়েদের মেলা বসে গেছে সেখানে। জুডি আর সুসানকেও দেখা যাচ্ছে।

এই পিটার, ঘুম ভাঙল তোমার! চলো, চলো, শীগ্‌গীর চল! সুসান কাছে এসে বলল।

সমুদ্রের ধারে ছোট ছোট জেলে নৌকা পাল তুলে দাঁড়িয়ে আছে। ওরা তিনজন গিয়ে একটাতে উঠে বসল। টেডও এল ওদের নৌকায়।

সূর্য উঠছে। আকাশ লাল! সমুদ্রের আঁধার জলে গলে গলে পড়ছে লাল রং। টেড দড়ি খুলে দিল নৌকার। ঝপাঝপ পড়ছে দাঁড়, ঢেউয়ের তালে তালে ছুটে চলেছে নৌকা।

পিটার হারমোনিয়ম বাঁশি বার করে বাজাতে শুরু করল।

কোথায় যাবে বল তো? টেড় একসময়ে জিজ্ঞেস করল।

যতদূর, যতদূর হয়। ভোরের আগে যতদূর আমরা যেতে পারি। জুডি চেঁচিয়ে উঠল!

নৌকা ছুটে চলল। ভোরের ইসারা দেখা দিচ্ছে দিগন্তে। আঁধার মিলিয়ে যাছে। কোথায় যেন যাবে নৌকা?

ভোরের আলোয়, ভবিষ্যতের আলোয়—তাই না?

শেষ